Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 10	Place of Publication: Papiya Publishers; No. 49, Cornwallis Street, Calcutta
Collection: Sharmadip Basu	Publisher: Nripendrakumar Basu
Title: *Jouna Vishwakosh* (Vol. 2, No. 2)	Year of Publication: 1352-53 B.S. **1945-46**
	Size: 17.5 c.m. x 12 c.m.
Editor: Nripendrakumar Basu (1898 – 1979)	Condition: Good. Cover page missing.
	Remarks: Soft bound copy. Total pages: 97 - 192; Title page and content list are not included in numbered pages.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

ENCYCLOPEDIA
OF
SEX KNOWLEDGE

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
লিখিত ভূমিকা সমেত

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু
সংকলিত ও সম্পাদিত।

পাপিয়া পাব্‌লিশার্স্‌
৪৯, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[১৩৫২-৩]

প্রতি খণ্ডের বর্তমান মূল্য ১৲।
তিন খণ্ড একত্রে ৩৲ মাত্র।

সংযোজিকা-১

যৌন-জীবন বিষয়ক প্রশ্নাবলী

[যাঁহারা আমূল আত্ম-পরিচয় দিয়া অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও মক্কেলদিগের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া, বিশ্বকোষ-সম্পাদকের সত্য-আবিষ্কার ও মৌলিক গবেষণায় সাহায্য করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য এই প্রশ্নগুলি লিখিত হইল। এ বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে যাঁহারা দত্তি (data) সংগ্রহ করিতে চাহেন, প্রশ্নগুলি তাঁহাদেরো কাজে লাগিবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের নিমিত্ত এইগুলি সাধারণ প্রশ্ন। বিশেষ-ভাবে মহিলাদিগের জন্য পৃথক প্রশ্ন পরে দেওয়া হইবে।]

দ্রষ্টব্য—(১) প্রশ্নগুলির শুধু সংখ্যা লিখিয়া তাহাদের যথাযথ উত্তর ফুলস্কেপ কাগজে ফাঁক ফাঁক করিয়া পর-পর লিখিবেন।

(২) যে সব কথা সঠিক মনে আছে, শুধু সেইগুলিই লিখিবেন। অপরগুলি সম্বন্ধে 'মনে নাই', 'জানা নাই', এবং 'প্রায়', 'সম্ভবত' অথবা 'নিষ্প্রয়োজন', এবং মামুলি উত্তরগুলি যথাসাধ্য সংক্ষেপে লিখিবেন। দ্ব্যর্থবোধক শব্দ, আংশিক গোপনতা, ভাবোচ্ছ্বাস, বক্রোক্তি ও অতিরঞ্জন-প্রিয়তা একেবারে বর্জনীয়।

(৩) কোন বিভাগের প্রশ্নগুলির এলাকায় পড়ে না, এমন কোন তথ্য মনে পড়িলে, তাহা সেই বিভাগের শেষ প্রশ্নের উত্তরের পর "অতিরিক্ত মন্তব্য" নাম দিয়া পৃথক অনুচ্ছেদে লিখিবেন। কোনো বিভাগ অপ্রয়োজনীয় বোধে একেবারে বাদ দিতে পারেন।

(৪) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুরা নাম ও ঠিকানা লিখিবার প্রয়োজন। কিন্তু কুত্রাপি তাহা প্রকাশিত হইবে না, এবং একমাত্র সম্পাদক ব্যতীত তাহা দেখিবার আর কাহারো অধিকার থাকিবে না। দরকার হইলে, উত্তরগুলির কোনো শিক্ষাপ্রদ অংশ নাম-ধাম ব্যতিরেকে বিশ্বকোষে উদ্ধৃত করা হইবে। পরে উত্তর-সম্বলিত কাগজগুলি বিনষ্ট করিয়া ফেলা হইবে।

সাক্ষীর স্বরূপ

১) পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক? ২) বয়স?

৩) গড়ন ('খুব রোগা', 'একহারা', 'মাঝারি', 'হৃষ্টপুষ্ট,' 'দোহারা', 'বেশ মোটা,' অথবা 'খুব মোটা')?

(ক) দৈর্ঘ্য? (খ) ওজন?

৪) লোম কিরূপ? ('খুব কম,' 'অল্প,' 'মাঝারি,' 'বেশ ঘন', অথবা 'খুব ঘন ও প্রচুর'? মস্তক, চিবুক, অক্ষ ও কুক্ষিতলে, হস্তপদ, বক্ষ বা পৃষ্ঠে অথবা সমস্ত গায়ে' অপেক্ষাকৃত অধিক বা অল্প কেশ আছে কি না—তাহাও উল্লেখনীয়।)

৫) স্বাস্থ্য ('ভাল', 'মাঝারি' না 'খারাপ')?

৬) কোন পুরাতন অথবা পুরুষানুক্রমিক রোগ কিম্বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈকল্য আছে কিনা?

৭) ধর্ম ও সম্প্রদায়?

৮) কোন্ দেশীয়? (বাঙ্গালী, বেহারী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, আসামী, মণিপুরী, সাঁওতাল প্রভৃতি)

৯) জাতি (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বারুই, নমঃশূদ্র প্রভৃতি)?

১০) পেশা বা উপজীবিকা (বর্তমান ও অতীত)?

১১) অবিবাহিত, বিবাহিত, (একাধিকবার কি না?), বিধবা, অথবা বিপত্নীক?

১২) জাত ও মৃত ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা ও জীবিতদের মোটামুটি বয়স?

১৩) লেখাপড়া কতদূর হইয়াছে? কামশাস্ত্রের কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ বই পড়িয়াছেন?

১৪) আর্থিক অবস্থা খুব ভাল, স্বচ্ছল, খারাপ বা খুব খারাপ?

অভ্যাসাদি

১৫) আপনি কি অল্পে উত্তেজিত, বিরক্ত, দুঃখিত বা হতাশ হন?

১৬) কোন অতৃপ্ত বাসনা বা কামনা কি আপনাকে প্রায়ই পীড়িত করে? অতিরিক্ত চিন্তাশীল—অতিশয় ভাবপ্রবণ কি?

১৬-ক) আপনি কি শোক-দুঃখ অতি শীঘ্র ভুলিয়া যান? মনের ভাব সহজে দমন করিয়া চলিতে পারেন? বন্ধু-বান্ধবদের সমাজ কি বেশি ভালবাসেন?

১৭) কোন কাজে সহজে, না, কষ্ট করিয়া মন বসাইতে পারেন ? এক কাজ কিছুদিন করিয়া কি বিরক্তি ধরে ?

১৭-ক) আপনি কি অতিশয় ধর্মপ্রাণ ও গুহ্যতত্ত্বাভিলাষী ? কোনো গুরু-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কি ? কীর্তন-উপাসনা-ভজন কি অন্য যৌনধর্মীর সহিত একত্রে চলে ?

১৮) আমিষ না নিরামিষ-ভোজী ?

১৯) নিয়মিত ব্যায়াম করেন কি ? অথবা (ক) খোলা মাঠে কোনোরূপ খেলা-ধূলা ? (খ) তাশ-পাশা-দাবা, সখের অভিনয়, শীকার বা গান-বাজনা ?

২০) কোন নেশা করেন বা করিয়াছেন ?

২১) কোন্ নেশা, দিনে কতবার, কতদিন ধরিয়া—পূর্বে ও বর্তমানে ?

২২) কোন্ বয়সে, কিরূপে উহা আরম্ভ হয় ?

২৩) যদি ছাড়িয়া দিয়া থাকেন, তবে কোন্ বয়সে, কেন ও কিরূপে ?

২৪) আপনার যৌন জীবন, পারিবারিক জীবন, কর্ম-জীবন, স্বাস্থ্য, শক্তি ও মনের উপর সেই নেশার প্রভাব কিরূপ ?

বংশ

২৫) পিতামাতা কি সুস্থ ও জীবিত ?—তাঁহাদের এখন বয়স ?

২৬) নতুবা তাঁহাদের পীড়া কি ? কিসে মারা যান ?

২৭) আপনার জন্মের সময় তাঁহাদের বয়স মোটামুটি কত ছিল ?

২৮) তাঁহাদের বিবাহিত জীবন বরাবর সুখের বলিয়া কি ধারণা আছে ?

২৯) আপনার রক্ত-সম্পর্কিত কোন নিকটাত্মীয় মানসিক বা নাড়ীজনিত (nervous) রোগগ্রস্ত কি ?

৩০) পিতা, মাতা, পিতামহ বা মাতামহ কোন নেশা করিতেন কি ?

৩১) কোন নিকট আত্মীয় কোনরূপ অস্বাভাবিক যৌনস্পৃহার অধীন বলিয়া কি জানা আছে ?

যৌন বিষয়ক কৌতূহল, আকর্ষণ ও ক্রীড়া

৩২) কোন্ বয়সে যৌন ব্যাপারে প্রথম ক্ষীণ ও অনির্দেশ্য কৌতূহল জাগে ? এবং কিরূপে ?

৩৩) কিভাবে তাহা নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ?

৩৪) সে চেষ্টার পরিণতি কি হইল ?

৩৫) কোন্ বয়সে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রথম (অর্ধোস্ফুট, অথচ দুর্নিবার) যৌন আকর্ষণ অনুভূত হয় ?

৩৬) পূর্বযৌবনে সর্বপ্রথমে যাঁহাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ হইয়াছিল, তাঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখুন :—

(ক) বয়স, (খ) যৌনধর্ম (sex), (গ) সম্পর্ক, (ঘ) রূপ-গুণ, (ঙ) শিক্ষা, (চ) পেশা, (ছ) স্বাস্থ্য প্রভৃতি। (জ) প্রত্যেক ঘটনার সময় আপনার নিজের বয়স। (ঝ) তাঁহার শরীরের কোন্ অংশ অথবা মনের কোন্ গুণ আপনাকে আকর্ষণ করিয়াছিল ? (ঞ) সেই

দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও গুণগুলি আপনার নিজের ছিল অথবা ছিল না ?

৩৭) বাল্যকালে যে সকল ক্ষেত্রে—চুম্বন, আলিঙ্গন, দংশন, চোষণ, হুড়াহুড়ি, চিমটি কাটা, সুড়সুড়ি দেওয়া ইত্যাদি বাহ্যত নির্দোষ যৌন-ক্রীড়ায় (যাহাতে স্পষ্টত যৌন উত্তেজনা বোধ হয় নাই) নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের বিবরণ দিন।

যৌন সংস্পর্শ

৩৮) বাল্যকাল হইতে বস্তুগত প্রেম ও সত্যকার যৌন সংস্পর্শমূলক প্রত্যেক ঘটনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লিখুন :—

(ক) অপর পক্ষ পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক ছিলেন ?—কয়জন ?

(খ) উঁহাদের প্রত্যেকের (১) বয়স, (২) শিক্ষা, (৩) পেশা, (৪) আর্থিক অবস্থা, (৫) স্বাস্থ্য, (৬) কাম-বাসনা, (৭) রতি-শক্তি, (৮) মেজাজ ও স্বভাব, (৯) ধর্ম, (১০) জাতি, (১১) প্রাদেশিক জাতি, (১২) নীতি, প্রথা ও আচার সম্বন্ধে মত ও আচরণ, (১৩) অবিবাহিত, বিবাহিত, বিধবা বা বিপত্নীক, (১৪) বিবাহিত হইলে, স্বামী বা স্ত্রী নিকটে থাকিতেন কি না, (১৫) রূপ, (১৬) গড়ন, (১৭) আপনার সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি লিখুন।

(গ) প্রত্যেক ঘটনার সময় আপনার বয়স কত ?

(ঘ) কে, কাহার প্রতি, প্রথমে, কেন ও কিরূপে আকর্ষিত হন ?

(ঙ) উভয়ের আকর্ষণের বিষয় কি কি ছিল ?

(চ) সেগুলি অপরের গুণাবলীর সদৃশ অথবা বিসদৃশ ?

(ছ) কামাবেগ তৃপ্ত করিবার জন্য কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বিত হইত ও তাহাতে কি ফল হইত ? কারণ ?

(জ) স্থান, সময় এবং সংস্পর্শ ও উপভোগের প্রকৃতি ?

(ঝ) কতদিন পরে, কেন ও কিভাবে সম্পর্কটি শেষ হয় ?

(ঞ) যৌন সম্পর্কের ফলে উভয়ের শরীর, মন, কর্মশক্তি, সুনাম প্রভৃতির কোনরূপ অনিষ্ট হইয়াছিল কিনা ?

(ট) অপর পক্ষ বিবাহিত হইলে, (১) তাহার স্বামী বা স্ত্রীর সম্বন্ধে ৩৮-খ প্রশ্নানুযায়ী তথ্যসমূহ লিখুন।

(২) তাঁহাদের বিবাহ আন্দাজ কোন্ কোন্ বয়সে হয় ?

(৩) তাঁহাদের মধ্যে ভালবাসা ও বনিবনাও কিরূপ ছিল ?

(৪) অমিল থাকিলে, তাহার কারণ কি ?

(ঠ) অপর পক্ষ বিধবা অথবা বিপত্নীক হইলে :—

(১) কোন্ বয়সে বিধবা বা বিপত্নীক হন ?

(২) সন্তান কয়টি ছিল ?

(৩) তৎকালে অপর কাহারো সহিত তিনি যৌনসম্পর্কযুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা ছিল কিনা ?

৩৯) উঁহাদের সহিত কোন্ কোন্ প্রকারের যৌন উপভোগ আপনি পছন্দ করিতেন ?

৪০) সাধারণত স্বপ্নে আপনার ঘনিষ্টতা স্ত্রীলোকের অথবা পুরুষের সহিত—নিঃসম্পর্কীয় ও নিকটাত্মীয়ের সহিত হইত বা হয় ?

আত্মরতি বা স্বমেহন (Masturbation)

৪১) বাল্যকাল হইতে যে সমস্ত ক্রিয়ার দ্বারা নিজে নিজে (অপর কোন ব্যক্তি বা পশুর সাহায্য বিনা) যৌন আনন্দ-লাভের চেষ্টা করিয়াছেন (পাণি-মৈথুন, ভগাঙ্কুর ঘর্ষণ প্রভৃতি), তাহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লিখুন :—

(ক) আরম্ভ করার বয়স।

(খ) আনন্দ উপভোগের বস্তু ও প্রণালীগুলি কি কি ?

(গ) কিরূপে বা কাহার দ্বারা শিখিলেন ?—নিঃসম্পর্কিত কেহ ?

(ঘ) ভিন্ন ভিন্ন বয়সে—দিনে, সপ্তাহে বা মাসে কতবার করিয়াছেন ?

(ঙ) করিবার সময় কোন প্রিয় ব্যক্তি (তাহার মুখ বা বিশেষ অঙ্গ) বা বস্তুর কথা অথবা সহবাস-ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো চিত্র কল্পনা করিতেন কি ? করিলে, কোন্ সে ব্যক্তি, কি সে বস্তু ?

(চ) বিভিন্ন বয়সে উক্ত কর্ম প্রত্যেকবার গড়ে কতক্ষণ ধরিয়া করেন বা করিতেন ?

(ছ) কোন্ বয়সে, কেন ছাড়িয়াছেন ?

(জ) যদি একবার ছাড়িয়া আবার আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, কোন্ বয়সে ও কেন ?

(ঝ) আপনার মতে শরীর ও মনের পক্ষে ঐ কাজের ফল ভাল, মন্দ অথবা কিছুই নহে বলিয়া ধারণা ?

(ঞ) আপনার শরীর, মন (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, সাহস, মেজাজ প্রভৃতি) ও কাজ-কর্মের উপর এই অভ্যাসের বাস্তবিক প্রভাব কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন কি ?

(ট) কোন্ কোন্ অবস্থায় ও কারণে এই অভ্যাস আচরিত এবং বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় ?

(ঠ) এই কাজ একাকী, অপরের সহায়তায় অথবা পারস্পরিক সাহচর্যে করেন বা করিতেন ?

(ড) বিপরীত যৌনধর্মীর (other sex) সহিত সহবাস অপেক্ষাও কি এই কাজ ভাল লাগে ?—কেন লাগে, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নির্দেশ করিতে পারেন কি ?

সমমেহন (Homosexual practice)

৪২) সম-যৌনধর্মী ব্যক্তিদের সহিত যৌন-সংস্পর্শমূলক ঘটনাবলীর বিবরণ ৩৮ খ-ঠ নং প্রশ্নানুযায়ী দেওয়া ব্যতীত আরও লিখুন :—

(ক) আপনি সে ক্ষেত্রে পুরুষ অথবা স্ত্রীর মত ব্যবহার করেন বা করিতেন ? অথবা উভয় প্রকারের ?

(খ) সমলিঙ্গের প্রতি আপনার আকর্ষণ জন্মগত (অর্থাৎ যৌন জীবনের প্রারম্ভ হইতেই আছে), অথবা অপরের সংসর্গে, প্ররোচনায় বা দৃষ্টান্তে, অথবা বিপরীত যৌনধর্মীর অভাব-জনিত যৌন উপবাসের ফলে উদ্ভূত ?

(গ) সমযৌনধর্মীর সহিত যৌন সংস্পর্শের ফলে বিপরীত যৌন-ধর্মীর প্রতি আপনার আকর্ষণ কি সমানই আছে, কমিয়া গিয়াছে, অথবা লুপ্ত হইয়াছে ?

[নারীর ন্যায় ব্যবহারকারী পুরুষের জন্য]

(ঘ) এই কাজে কি বেদনা বোধ হইত? হইলে, কেন প্রবৃত্ত হইতেন? আনুমানিক কত দিন বা বারের পর আর কষ্ট হইত না?

(ঙ) এই কাজে কি স্পষ্ট আনন্দ বোধ হইত? হইলে, প্রথম হইতেই কি? নতুবা, আনুমানিক কতদিন বা কতবারের পর?

(চ) আপনি কি নারীর মতো চলেন, কথা বলেন, খেলা ও আচরণ করেন, প্রকাশ্যে বা গোপনে সাড়ীর ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করেন? যাত্রায় বা থিয়েটারে একাধিকবার স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন/করেন? চুলের কেয়ারি করিতে, পান খাইয়া ঠোঁট রাঙাইতে ও নিত্য প্রসাধন-সামগ্রী ব্যবহার করিতে ভালবাসেন? তাহা হইলে, কোন্ বয়স হইতে এই অভ্যাসগুলি বদ্ধমূল হইয়াছে?

(ছ) স্বপ্নে আপনার ঘনিষ্টতা সমযৌনধর্মীর সহিত কি বরাবরই হয়, না, মাঝে মাঝে বিপরীত যৌনধর্মীর সহিতও হয়?

আত্ম-সংযমের উপায়ন

৪৩) কৈশোরে ও প্রথম-যৌবনে কোন্ কোন্ বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা ও কারণ—কতদিন ধরিয়া আপনাকে অপরের সহিত ইন্দ্রিয়-সুখভোগে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত রাখিয়াছে; যথা—

(ক) জ্যেষ্ঠদের উপদেশ—কাহার?

(খ) পুস্তক—কোন্ কোন্‌টি?

(গ) বন্ধুর উপদেশ?

(ঘ) সদৃষ্টান্ত—কাহার?

(ঙ) কোনো দলের বা অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব?

(চ) ধরা পড়ার ভয়?

(ছ) নিজের শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির ভয়?

(জ) নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অনিষ্টের আশঙ্কা?—তাহার নিকটে বিশ্বাসঘাতী অথবা অপবিত্র হইবার অনিচ্ছা প্রভৃতি?

(ঝ) পরিবারের কঠোর নৈতিক আব্‌হাওয়া ও বাল্য হইতে শিক্ষা-করা যৌন নিষেধ (taboo)।

(ঞ) ধর্ম্ম ও নীতি-জ্ঞান—পাপবোধ?

(ট) গর্ভের ভয়?

(ঠ) ছোঁয়াচে রোগের ভয়?

৪৪) কোন্ বয়স ও অবস্থায় এই প্রভাবগুলি সমধিক কার্যকরী হইয়াছিল?—কোন্ অবস্থায় ও কারণে ঐগুলি কমিয়া যায়?

(ক) এই সংযমাভ্যাসের জন্য আপনার তরুণ মনে কখনো সাময়িকভাবে বিদ্রোহ, দ্বন্দ্ব ও প্রবল অনুরণনা উপস্থিত হয় নাই কি?

৪৫) কোন্ বয়সে আপনার স্বপ্নদোষ আরম্ভ হয়? (ক) সাধারণত কতদিন অন্তর হইত? (খ) কি কি কারণে উহা বাড়িত বা কমিত? (গ) এখনো মাঝে মাঝে কিরূপ অবস্থায় হয়?

ব্রহ্মচর্য

৪৬) যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ অবস্থায় (যথা—বিবাহের পূর্বে, বিবাহের পরে, যৌন-সঙ্গীর মৃত্যুর পর, তাঁহার রোগের সময়, তাঁহার অনুপস্থিতিতে, স্ত্রীর গর্ভের সময়, স্ত্রীর সন্তান প্রসবের পর, যৌনসঙ্গীর উপর রাগ বা অভিমান করিয়া প্রভৃতি) —এককালে কতদিনের জন্য আপনি ইচ্ছাকৃত ইন্দ্রিয়-সুখভোগে বিরত ছিলেন ?

৪৭) সর্ববিধ যৌন ব্যাপার কি উক্ত সময়ে ত্যাগ করিয়াছিলেন ? —সহবাস, স্বমেহন, আলিঙ্গন, চুম্বন, স্পর্শন, দর্শন, এমন কি গভীর চিন্তনও ?

৪৮) সংযত থাকিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিলেন ?

৪৯) সংযত থাকা কি খুব কঠিন বোধ হইল ?—প্রথম প্রথম, মধ্যবর্তী না শেষ সময়ে ?

৫০) ব্রহ্মচর্য-পালনের সময় স্বামী বা স্ত্রী (অবশ্য নিকটে থাকিলে) অথবা অন্য কোন স্ত্রী-পুরুষ আপনাকে যৌন-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি ?

৫১) সংযমের ফল প্রত্যক্ষভাবে আপনার শরীর ও মনের উপর কিরূপ হইয়াছিল ?

৫২) কুফল লক্ষ্য করিয়া থাকিলে, তজ্জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন/করিয়াছিলেন ?

৫৩) আপনি কি চিরকুমার/কুমারী ?—কারণ সবিস্তারে বিবৃত করুন। কামাবেগ কি করিয়া দমন/পূরণ করেন ?

বিবাহ

৫৪) আপনার প্রত্যেক বারের বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি লিখুন :—

(ক) বিবাহের সময় আপনার বয়স, পেশা, স্বাস্থ্য, মানসিক অবস্থা, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, প্রভৃতি।

(খ) আপনার যৌনসঙ্গী (স্বামী বা স্ত্রী) কাহার দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন্ ?

(গ) যদি আপনার অভিভাবকের দ্বারা, তাহা হইলে—(১) তিনি আপনার কে ? (২) তিনি কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করিলেন ও কোন্ কোন্ কারণে উক্ত নির্বাচন করিলেন ? (৩) আপনার পছন্দের বিষয় তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন কিনা ? এবং আপনার মত্ লওয়া হইয়াছিল কিনা ?

(ঘ) যদি আপনি নিজে দেখিয়া জীবন-সাথী নির্বাচন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে—(১) কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করিলেন ও কিসের জন্য তাঁহাকে নির্বাচন করিলেন ? (২) আপনার অভিভাবক কি সহজেই আপনার নির্বাচনে সম্মতি দিলেন ?

(ঙ) কি যৌতুক পাইলেন অথবা দিতে হইল ?

(চ) বিবাহের পরও কি যৌতুক লইয়া আপত্তি, উষ্মার ভাব অথবা কিছু দুর্ব্যবহার চলিয়াছিল কি ?

(ছ) আপনার শ্বশুরালয়ের আর্থিক অবস্থা কেমন ?

(জ) কোন্ বয়স হইতে আপনার বিবাহের ইচ্ছা জন্মে ?

(ঝ) আপনার সাথী সম্বন্ধে আপনার আদর্শ কিরূপ ছিল ?—আদর্শানুরূপ ব্যক্তি পাইয়াছেন কি ?

৫৫) আপনার প্রত্যেক বিবাহ-সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি লিখুন :—

(ক) বিবাহকালীন্ তাঁহার বয়স, (খ) পেশা, (গ) আর্থিক অবস্থা, (ঘ) রূপ, (ঙ) গড়ন (চ) শিক্ষা, (ছ) স্বাস্থ্য, (জ) স্বভাব ও মেজাজ, (ঝ) অভ্যাসাদি, (ঞ) অবিবাহিত, বিবাহিত অথবা বিধবা বা বিপত্নীক (ট) পূর্বে বিবাহিত হইলে—কয়বার ? (ঠ) তাঁহার পূর্বের পতি/পত্নী জীবিত আছে কিনা ? পত্নী থাকিলে, তাহাদের রূপ-গুণ এবং স্বামীর সহিত তাহাদের আচার-আচরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। (ড) পূর্ব-বিবাহ-জাত ও নিজের সন্তান কয়টি ইত্যাদি।

প্রথম সহবাস

৫৬) যে রাত্রিতে (অথবা দিনে) দুইজনে প্রথমে একশয্যায় শয়ন করিলেন, সেইদিনই কি সহবাস হইল ?

৫৭) হইয়া থাকিলে, দুইজনে একত্র মিলিত হইবার কতক্ষণ পরে ?

৫৮) সহবাস না হইয়া থাকিলে, কি কারণে হইল না ?

৫৯) একত্রে শয়ন আরম্ভ করিবার কতদিন পরে প্রথম সহবাস হইল ?

৬০) সহবাসে প্রথমে কে অগ্রণী হইয়াছিল এবং অপর পক্ষের সম্মতিতে ঘটিয়াছিল কি ?

৬১) সহবাসের পূর্বে আলিঙ্গন, চুম্বন ও প্রাথমিক সোহাগাদি হইয়াছিল কি ?

৬২) কি কি হইয়াছিল ও কতক্ষণ ধরিয়া ? অপর পক্ষ স্বতঃপ্রণোদিত বা অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ সোহাগের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন কিনা ?

৬৩) প্রথম-প্রথম আপনার ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ বা উত্তেজনা হইয়াছিল কি ?—কেন ও কতখানি হইয়াছিল ?

৬৪) সহবাস বেদনাদায়ক অথবা আনন্দদায়ক বোধ হইল, অথবা উভয়েরই সংমিশ্রণ ?

৬৫) সতীচ্ছদ (hymen) ছিন্ন কি সেই ক্ষেত্রেই হইল ? তদুপলক্ষে রক্তপাত অল্প হইল, না, অধিক ?

৬৬) সহবাস-প্রারম্ভে মুখ-লালা অথবা কোন তৈলাক্ত পদার্থ ইন্দ্রিয়নালীতে প্রদত্ত হইয়াছিল কি ? কোন্‌টি ?

৬৭) সহবাস বেদনাশূন্য করিবার জন্য আপনার (পুরুষের বেলায়—আপনার সঙ্গিনীর) সতীচ্ছদ কি পূর্বে চিকিৎসক দ্বারা কাটানো হইয়াছিল ? অথবা সেটা পূর্ব হইতে ছিন্ন ছিল ? কিরূপে ছিঁড়িল ?

৬৮) রতি-ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা কি বিবাহের পূর্বে ছিল ? (ইহার উত্তর ইতঃপূর্বে দেওয়া থাকিলে এখানে নিষ্প্রয়োজন।)

৬৯) এতদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতার কথা কি কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, অথবা কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন ? নতুবা আত্মীয়স্বজন বা পাড়া-প্রতিবাসীর সহবাস-দৃশ্য দেখিয়া তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন ?—কি সে পুস্তক, কে সে আত্মীয় ?

৭০) আপনাকে (অথবা আপনার সঙ্গীকে) কি বলপ্রয়োগ করিতে হইয়াছিল? কতটুকু ও কিভাবে?

৭১) আপনি বা আপনার শয্যাসঙ্গী (বা সঙ্গিনী) কি বাধা দিয়াছিলেন? কি ভাবে ও কতখানি? আন্তরিক না বাহ্যিক?

৭২) প্রথম রাত্রিতে কি একাধিকবার সহবাস হইয়াছিল?—কতবার?

৭৩) আপনার অংশীদার কি আগাগোড়া সানন্দে সহযোগিতা করিয়াছিলেন, না, আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন?

৭৪) সে ক্ষেত্রে গর্ভ-নিবারক কিছু প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল কি? কোন্ বস্তু বা ঔষধ?

জন্ম-শাসন

৭৫) আপনি বা আপনার যৌনসঙ্গী গর্ভ নিবারণের জন্য কোন্ কোন্ ঔষধ, যন্ত্র বা প্রণালী এতাবৎকাল অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন বা করিয়াছেন?

৭৬) তাহাদের প্রত্যেকের সুবিধা, অসুবিধা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

৭৭) আপনার যৌনসঙ্গী কি কোনটিতে আপত্তি করিয়াছিলেন? আপত্তির কি কারণ দর্শাইয়াছিলেন?

৭৮) যদি 'ফরাসী খাপ' (French Letter বা Condom) ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারা সেগুলিতে ফুঁ দিয়া ছিদ্র আছে কি না পরীক্ষা করিতেন এবং ব্যবহারের পূর্বে সেগুলি পিচ্ছিল (lubricate) করিতেন কি?

৭৯) কোন্ কোন্ মার্কা ও কোন ধরণের ফরাসী খাপ্ ব্যবহার করিয়াছেন? সেগুলির তুলনামূলক গুণপনা কিরূপ? একটি কতবার ব্যবহার করা চলিত?

৮০) সাধারণত কে সেগুলি লাগাইতেন—আপনি অথবা আপনার যৌনসঙ্গী?

৮১) গর্ভনিবারক বস্তু বা ঔষধ নিকটে থাকা সত্ত্বেও কতবার ও কেন তাহা ব্যবহার করিতে পারেন নাই?—তাহার ফলে গর্ভোৎপাদন হইয়াছিল কি?

৮২) ফরাসী খাপ্ সহবাসের ঠিক্ পূর্বে অথবা অর্ধেক সহবাসের পর লাগানো হইত?

৮৩) Pessary কি আপনি নিজেই পরিধান করিতেন, অথবা আপনার যৌন-সঙ্গী লাগাইয়া দিতেন? (স্ত্রীলোকদিগের জন্য)

৮৪) Pessary কি নিত্য খুলিয়া রাখিয়া, বৈকালিক গা ধোওয়ার সময় পরিতেন?

৮৫) Dutch Pessary অথবা Diaphragm Pessaryর ঠিক মাপ কি কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার অথবা নার্স্ দ্বারা পরাইয়া স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, অথবা নিজেরা অনুমানে স্থির করিলেন?

৮৬) যদি তথাকথিত "Safe Period"এ সহবাস করিয়া জন্ম-শাসনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেটা কিভাবে নির্ণয় করিলেন?—তাহাতে কি বরাবর কৃতকার্য হইয়াছেন?

৮৭) আপনার (অথবা আপনার সঙ্গিনীর) ঋতু কি নিয়মিতভাবে ২৮ দিন পর পর হয়?

৮৮) যদি আপনি (পুরুষ) শুক্রস্খলনের পূর্বমুহূর্তে যৌনেন্দ্রিয়

বাহির করিয়া (Withdrawal method) জন্ম-নিরোধের চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে—

(ক) ইহার ফলে কি কখনো গর্ভ হইয়াছে ?

(খ) শতকরা কতবার আন্দাজ ঠিক সময়ে বাহির করিতে পারিতেন ? শতকরা কতবার বাহির করার পূর্বে আপনার অথবা আপনার স্ত্রীর চরমতৃপ্তি (orgasm) হইত ?

(গ) বাহির করার পূর্বে তাঁহার তৃপ্তি যাহাতে হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন কি ? সেজন্য আপনি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ?

(ঘ) এই প্রণালী অবলম্বনের ফলে, অধিকাংশ বারই তৃপ্তিলাভ না করিতে পারায়, আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও মেজাজের কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? কিরূপ ?

(ঙ) আপনার শরীর ও মনের উপর ইহার কিরূপ ফল হইয়াছে ?

৮৮) স্পঞ্জ (Safety Sponge), পেসারি অথবা ফরাসী খাপের (F. L.এর) সহিত কোন শুক্রকীটনাশক মলম বা দ্রবণীয় বটী (ointment or tablets) ব্যবহার করেন বা করিতেন কি ?

সহবাসে অনিচ্ছা ও অক্ষমতা

৮৯) আপনার ও আপনার যৌনসঙ্গীর কখনও সহবাসে দারুণ অনিচ্ছা বা অক্ষমতা দেখা গিয়াছে কি ?

৯০) যদি দেখা গিয়া থাকে, তাহা হইলে—(ক) কোন্ কোন্ বিশেষ সময়ে ? (খ) অনিচ্ছা না অক্ষমতা ? (গ) কারণ ? (ঘ) কতদিন ছিল ? (ঙ) কিসে বাড়ে বা কমে ? (চ) প্রতিকারের কি উপায় অবলম্বন করিলেন ? (ছ) কিরূপ ফল পাইলেন ?

রোগ

৯১) আপনি বা আপনার যৌনসঙ্গী কি কখনও রতিজ স্পর্শ-ক্রামক (গণোরিয়া বা উপদংশ) অথবা অপর কোন যৌন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন ?

তাহা হইলে লিখুন :—

(ক) কে ? (খ) কোন্ রোগ ? (গ) কোন্ কোন্ বয়সে, কিরূপে, কতবার আক্রান্ত হইলেন ? (ঘ) কোন্ কোন্ প্রণালীর চিকিৎসা কতদিন ধরিয়া চলিল ? (ঙ) ফল কিরূপ হইল ? (চ) রোগ নির্মূল হইয়াছে কিনা, তাহা কিরূপ পরীক্ষায় জানা গেল ? (ছ) বিবাহের পূর্বে অথবা পরে আক্রান্ত হন ? (জ) রোগ আরোগ্যের পূর্বেই কি সহবাস হইত ? (ঝ) সাথী যাহাতে আক্রান্ত না হন, তাহার জন্য কোন্ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল ? (ঞ) সাথী রোগের কথা জানিতে পারায় ফল কিরূপ হইল ?

৯২) আপনি বা তিনি যখন কোনো যৌন বা অন্যবিধ রোগে ভুগিয়াছেন, অথবা সদ্য রোগমুক্ত হইয়াছেন, তখন আসঙ্গ-লিপ্সা স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে কম না বেশি অনুভূত হইত ?—তৎকালে অতিরিক্ত যৌন ব্যবহারে কোনো ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছিল কি ?

সহবাসের পৌনঃপুনিকতা (Frequency)

৯৩) অবিবাহিত, বিবাহিত, বিপত্নীক বা বৈধব্য জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে দিনে, সপ্তাহে, মাসে অথবা বৎসরে কতবার সহবাস হইত? এখন কতবার হয় ?

৯৪) কোন্ কোন্ অবস্থায় ও কি কি কারণে 'বার'এর সংখ্যা বাড়িত ও কমিত / বাড়ে ও কমে ?

৯৫) আপনার সাথী বিবাহিত জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে সপ্তাহে কতবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন ? এখন কতবার করেন ?

৯৬) আপনার যৌনসঙ্গী স্ত্রীলোক হইলে, সাধারণত তিনি কি প্রতিবার স্পষ্টত ও সরাসরি আপনার নিকট সহবাসের প্রস্তাব করেন/ করিতেন, বা উহাতে অগ্রণী হন / হইতেন ? না, ঠারে-ঠোরে, আঁচে ইসারায় বা দ্ব্যর্থবোধক রঙ্গচটুল কথাবার্তায় মনোভাব ব্যক্ত করেন/ করিতেন ? অথবা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি অগ্রণী হন/হইতেন ?

৯৭) কিরূপ হারে সহবাসের ফলে আপনার ও আপনার সাথীর শরীর-মনে কোন উল্লেখনীয় কুফল দেখা যায় নাই বলিয়া মনে করেন ?

৯৮) শতকরা আন্দাজ কয়টি ক্ষেত্রে আপনি ও আপনার সাথী চরমতৃপ্তি (orgasm) লাভ করেন / করিতেন ? আপনি যদি পুরুষ হন্, তাহা হইলে আপনার কি ধারণা আছে যে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় চরমতৃপ্তি লাভ করেন এবং সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা একটু বেশি বিলম্বে ?

৯৯) আপনার বা আপনার সাথীর কামেচ্ছা কম, মাঝারি অথবা বেশি মাত্রার বলিয়া বিশ্বাস * ?

* প্রথম যৌবনে প্রত্যহ একাধিকবার ও তাহার পর সুস্থ অবস্থায় প্রায়

১০০) দুজনের মধ্যে কাহার ইচ্ছা তীব্র—অল্পে জাগ্রত হয় ও ঘন ঘন আসে ?—বরাবরই কি, কতদিন যাবৎ এবং কোনো বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া কি ?

১০১) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব চেয়ে বেশি কতবার রতিক্রিয়া করিয়াছেন ? এরূপ ঘটনা কতবার হইয়াছে ?

১০২) যখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একাধিক বার হইয়াছে, তখন আপনি বা আপনার সাথী শেষবারের কতক্ষণ পরে পুনরায় রত হইবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুভব করিয়াছেন ?

১০৩) আপনারা কি প্রথম হইতেই একঘরে এক-বিছানায় শয়ন করেন ? যদি পরবর্তী কালে এ বিষয়ে নিয়ম পরিবর্তন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিবাহের কত বৎসর পরে ও কেন ?

১০৪) আপনি অথবা আপনার জীবন-সাথী কি ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগকে নোংরা, ঘৃণ্য ও পাপ কাজ বলিয়া মনে করিতেন বা এখনো করেন ? বিবাহের পূর্বে বা পরে কতদিন পর্যন্ত এই ধারণা ছিল ? এরূপ মনে করার কারণ ?

সহবাসের স্থায়িত্ব-কাল ও চরমতৃপ্তি

১০৫) শতকরা কতবার আপনি আপনার যৌনসঙ্গীর (ক) পূর্বে, (খ) প্রায় সমসময়ে, বা (গ) পরে, চরমতৃপ্তি (সহবাস-অন্তিমে

নিয়মিতভাবে প্রত্যহ একবার করিয়া যাঁহারা পরিবর্তন চাহেন, এবং (স্ত্রীলোক হইলে) যাঁহারা সহবাসে অপেক্ষাকৃত অধিক সক্রিয়তা বা বিলম্বিত ক্রিয়া-পরিচালনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের কাম 'বেশি' বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

তীব্র নাড়ী-ঘটিত পুলক এবং পুরুষের পক্ষে সাধারণত শুক্র-নিঃসারণ) লাভ করিয়া থাকেন ও (ঘ) শতকরা কয়টি ক্ষেত্রে আপনার সাথী আপনার পূর্বেই উহা লাভ করায় আপনি মোটেই লাভ করেন না—তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দিন্।

১০৬) আপনার ও আপনার সাথীদের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে চরমতৃপ্তি লাভ করিতে সাধারণত কত সময় লাগিয়াছিল এবং এখনই বা কতক্ষণ লাগে?

১০৭) আপনার ও তাঁহার উহা লাভ করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সময় কত লাগিয়াছে—বলিতে পারেন কি?

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—সহবাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া ও কিছুদিন লক্ষ্য করিয়া বা লিখিয়া রাখিয়া, তবে যেন পূর্বগামী তিনটি প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়। সহবাস-কালে বালিশের নিচে ঘড়ি রাখা উচিত। অন্ধকার ঘরে ব্যবহারের জন্য রেডিয়ম্-যুক্ত ডায়াল্-ওয়ালা ঘড়ি রাখা শ্রেয়।]

১০৮) আপনার চরমতৃপ্তি লাভ করিতে সাধারণত তাঁহার অপেক্ষা অধিক বা অল্প সময় লাগিবার কারণ কিছু নির্দেশ করিতে পারেন কি?

১০৯) সহবাসের স্থায়িত্ব কাল বাড়াইবার জন্য আপনি ও আপনার অংশীদার কোন্ কোন্ ঔষধ, খাদ্য ব্যবহার বা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ও তাহাতে কিরূপ ফল পাইয়াছেন?

১১০) আপনার সাথী আপনার আগে তৃপ্তি লাভ করিলে, আপনি নিজের কামিক উত্তেজনা প্রশমন করার জন্য কি করেন?

১১১) যদি আপনাদের সহবাস সাধারণত একত্রে শেষ (অর্থাৎ চরমতৃপ্তি লাভ একই সময়ে) না হয়, তাহা হইলে, ইহার ফল আপনাদের

শরীর, মন, প্রেম ও কর্মকুশলতার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে কি?

বিন্দুসাধন বা নিঃস্খলন (Karezza Method)

১১২) আপনি অথবা আপনার সাথী (পুরুষ) কি কখনও যৌন সংযোগ করার পর প্রায়শ স্থিরভাবে থাকিয়া ও বীর্যপাত বন্ধ রাখিয়া, ধীরে ধীরে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করিয়াছেন? কতদিন ধরিয়া এরূপ অভ্যাস করিতেছেন?

১১৩) আপনারা কি আগাগোড়া উপচারাদি প্রয়োগ ও অঙ্গ-আন্দোলনাদি না করিয়া স্থির থাকিতে পারিয়াছেন? না, নিয়মিতভাবে অঙ্গ-আন্দোলনাদি করিয়াই শেষ পর্যন্ত শুক্রনিষেক স্তম্ভিত রাখিয়াছেন?

১১৪) এইরূপ সাধন শতকরা কতবার সফল হইয়াছেন?

১১৫) ইহার ফলে উত্তেজনা রীতিমতো শান্ত, আরাম ও সুনিদ্রা লাভ হয় কি?

১১৬) অপর পক্ষের কি ইহাতে বরাবর সম্মতি আছে ও উহা কি তাঁহার ভাল লাগে?

১১৭) এই প্রণালীর সুফল ও কুফল আপনারা কতদিন ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? তৎসম্বন্ধে অভিমত একটু বিস্তৃতভাবে লিখুন।

আদ্য উপচার বা প্রারম্ভিক প্রেম-ক্রীড়া

১১৮) বিভিন্ন বয়সে, আপনি ও আপনার সাথী সহবাসের পূর্বে কোন্ কোন্ প্রকার প্রেম-ক্রীড়া, (চুম্বন, চোষণ, চিম্‌টি, দংশনাদি,

আলিঙ্গন, প্রেমের গল্প, একত্রে নগ্ন চিত্র দর্শন, সুড়সুড়ি ইত্যাদি) করিয়াছেন / করেন এবং কতক্ষণ আন্দাজ ?

১১৯) কোন্‌গুলি (ক) আপনি ও (খ) আপনার সাথী বেশি পছন্দ করেন, আর কোন্‌গুলিই বা করেন না ?

১২০) কোন্‌গুলিতে সাধারণত আপনি ও তিনি সহজে উত্তেজিত হইয়া পড়েন, এবং মূল যৌন-ব্যাপারে অগ্রণী হন ?

১২১) উপচার প্রয়োগ করিবার কালেই কখনো কি আপনার চরমতৃপ্তি-লাভ বা বীর্যক্ষরণ হইয়াছে ?

সহবাসকালীন মুদ্রা (অবস্থান) ও ক্রিয়া

১২২) আপনি ও আপনার সাথী কোন্ কোন্ মুদ্রা (posture) সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ করেন ও কেন ?

১২৩) নিত্য একই মুদ্রায় সহবাস করিতে আপনার ও আপনার অংশীদারের ভাল লাগে কি ? নূতন মুদ্রা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আপনাদের কখনো জাগে কিনা ?

১২৪) কোন্ কোন্ বিভিন্ন প্রকারের সহবাসকালীন্ মুদ্রা আপনি এতাবৎ উপভোগ করিয়াছেন ?

১২৫) গর্ভাবস্থায় কোন্ কোন্ অবস্থান ও ক্রিয়া (ক) আপনার ও (খ) আপনার সাথীদের সুবিধাজনক মনে হয় ?

১২৬) সহবাস-কালে (পুরুষ হইলে) আপনি কি সর্বদাই উপরে অথবা (স্ত্রী হইলে) আপনি কি সর্বদাই নিম্নে অবস্থান করেন ? (ক) অঙ্গাদি আন্দোলন, উপচারাদি প্রয়োগ উভয়পক্ষেই কি সমানভাবে

করেন ? (খ) কোন্ পক্ষ বেশি বা কম করেন, অথবা আদৌ করেন না ? (গ) ক্রিয়াকালে কখনো কি অন্য স্ত্রীলোক / পুরুষের চিত্র কল্পনায় জাগিত / জাগে ?

১২৭) সহবাসের প্রথম বা শেষ সময়ে আপনি বা আপনার অংশীদার কি অপর পক্ষের দেহের অঙ্গ-বিশেষে দংশন বা নখাঘাত করিতে ভালবাসেন ? (ক) বিশেষভাবে কোন্ অঙ্গে এরূপ করা হয় ? (খ) ইহার ফলে কখনো কি রক্তপাত হয় ও তাহা কি আপনার প্রীতিকর হয় ?

১২৮) প্রিয়ের বা প্রিয়ার কোন্ কোন্ অঙ্গ চোষণ ও চুম্বন করিতে বা তদ্বারা করাইতে ভাল লাগিত, এখনো লাগে ?

সহবাসের শেষাবস্থায় ও পরে

১২৯) চরমতৃপ্তি-লাভকালে অথবা তাহার পূর্ব হইতে আপনারা কেহ কি কোনরূপ অস্ফুট চিৎকার-ধ্বনি (খ) প্রিয় বচন (গ) অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করেন, কিম্বা (ঘ) অল্পক্ষণের জন্য জ্ঞানহারা হইয়া যান ?

১৩০) আপনারা সহবাসের পর জননেন্দ্রিয় ধৌত করেন কি ? তৎক্ষণাৎ, অথবা অল্প পরে ? নতুবা, শুষ্ক অথবা জলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করেন ?

১৩১) সাধারণত আপনি ও আপনার সাথী সহবাসের পর কি করেন ?—পৃথক শয্যায় বা একত্রে নিদ্রা যান—গল্প করেন—কোন কিছু পান বা ভক্ষণ করেন—ভ্রমণ করেন—অধ্যয়ন বা অন্য কার্য করেন ?

পরিচ্ছন্নতা

১৩২) আপনি ও আপনার সাথী কি প্রত্যেকবার প্রস্রাবের পর জল-শৌচ করেন ?

১৩৩) আপনারা কি জননেন্দ্রিয়ের লোম নিয়মিতভাবে ছাঁটেন বা ক্ষৌর করেন ? সাধারণত কতদিন পর পর ?

১৩৪) লোমনাশকচূর্ণ, ক্রীম অথবা সাবান ব্যবহারের ফলে আপনার বা আপনার সাথীদের কোন জ্বালা-যন্ত্রণা, ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য বা চর্মরোগাদি হইয়াছে কি ? কোন্‌টি ব্যবহারে কোন্ রোগ হইয়াছে ?

১৩৫) আপনারা কি বরাবর নিজের লোম নিজেই পরিষ্কার করেন, অথবা আপনি ও আপনার যৌনসঙ্গী মাঝে মাঝে কিম্বা বরাবর অপরের লোম পরিষ্কার করিয়া দেন ? (ক) আপনারা উভয়ে অক্ষ ও কুক্ষি প্রদেশ সাবান দ্বারা পরিষ্কার করেন কিনা ; (খ) গোপনস্থানে নিয়মিত তৈল মর্দন করেন কিনা ; (গ) মাঝে মাঝে ঐস্থানে চুলকানি, দদ্রু প্রভৃতি জন্মায় কিনা ?

বিবাহে সুখ

১৩৬) আপনি কি বিবাহিত জীবনে মোটামুটিভাবে সুখী ?

১৩৭) সুখী না হইলে তাহার কারণ কি ? সুখহীনতার জন্য আপনি নিজে কতখানি দায়ী, তাহা চিন্তা করিয়া লিখুন।

১৩৮) ঐ কারণগুলি দূর করার কি চেষ্টা করিয়াছেন ? কি ফল হইয়াছে, অথবা কোন ফল হয় নাই কেন ?

১৩৯) আপনি কি মনে করেন যে, স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ করার অধিকার থাকা উচিত ? কোন্ কোন্ কারণে ও কি কি অবস্থায় ?

১৪০) বিবাহের কত বৎসর পরে, (ক) যৌনসঙ্গীর প্রতি আপনার প্রেম ও (খ) আপনার প্রতি তাঁহার প্রেম মন্দীভূত হয় ? কোন্ কোন্ কারণে ?

প্রাগ্‌বিবাহিক প্রেম ও প্রেমিক

১৪১) আপনার বিবাহের পূর্বের কোন প্রেম-কাহিনী—যেগুলি ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন, আপনার যৌনসঙ্গী জানিতে পারিয়াছেন কি ?

১৪২) কিরূপে জানিলেন ?

১৪৩) যদি আপনার মুখে শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি কেন বলিলেন ?

১৪৪) তিনি জানায় কি ফল হইল ?

১৪৫) বিবাহের পর কোন ভূতপূর্ব প্রেম-পাত্র / পাত্রীর সহিত দেখা হইয়াছে ? (ক) তাহাতে মনে কোনোরূপ চাঞ্চল্য বা পূর্বের ন্যায় স্পৃহা উপস্থিত হইয়াছিল কি ? (খ) সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও আপনি তাহার সম্মতি লইয়া সে ইচ্ছার পরিপূরণ করিয়াছিলেন কি ? (খ) কতবার—কতদিন, কেন ?

১৪৬) আপনার জীবন-সাথীর (স্বামী বা স্ত্রীর) কি প্রাগ্‌বিবাহিক্ প্রণয়-কাহিনী আপনি জানিতে পারিয়াছেন ? কিরূপে ?

১৪৭) জানার ফলে আপনার মনের অবস্থা কিরূপ হইল? অপর পক্ষের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, উষ্মা, অথবা স্থায়ী বিরাগের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল কি?

ব্যভিচার

১৪৮) বিবাহের পরে ঘটিত আপনার অথবা আপনার জীবনসঙ্গীর অপরদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা তাঁহার অথবা আপনার গোচরে আসিয়াছে কি? কোন্ কোন্ ঘটনা, কিরূপে জানাজানি ও তাহার কিরূপ ফল হইল?

১৪৯) আপনি কি আপনার যৌন-সাথীদের অথবা তিনি / তাঁহারা কি আপনাকে বহির্বিবাহিক যৌন ব্যাপারে আন্তরিকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন? দিয়া থাকিলে,

(ক) তাহার ফলে কি গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা কিছু নষ্ট হইয়াছে? (খ) আপনি কি কখনো আপনার স্বামী / স্ত্রীর উপস্থিতিতে, প্ররোচনায় ও পূর্ণ সম্মতিতে অপর পুরুষ / স্ত্রীর সহিত নিজ বাসগৃহে সঙ্গমে লিপ্ত হইয়াছেন / হইয়া থাকেন? (গ) সে কি কোনো পিতৃগৃহ বা শ্বশুরগৃহ সম্পর্কীয় পুরুষ? তাহার বয়স ও স্বভাব-চরিত্রের বিবরণ? অথবা, সে কি কোনো রক্ত-সম্পর্কিত স্ত্রীলোক? —তাহার বয়স ও স্বভাব-চরিত্রের বিবরণ? (ঘ) এই ব্যাপারে অর্থনৈতিক ব্যতীত আর কি কি উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল? (ঙ) আপনি কি আপনার স্বামী / স্ত্রীর

পরস্ত্রী বা পরপুরুষ-গমনের দৃশ্য লুকাইয়া দেখিয়াছেন / দেখেন, ও তাহা উপভোগ করিয়াছেন / করেন?

১৫০) কয়জন স্বামী বা স্ত্রী অথবা দম্পতি এরূপ করিয়াছেন বলিয়া আপনি জানেন?

১৫১) তাঁহাদের প্রত্যেকের বয়স পেশা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রকৃতি, রতিশক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা জানা আছে, সংক্ষেপে লিখুন।

ঋতুকালে সহবাস

১৫২) আপনার বা আপনার যৌনসঙ্গীদের ঋতুশোণিত নিঃস্রাব-কালে কি সহবাস হয়?

১৫৩) ইহাতে আপনার / তাঁহার আগাগোড়া পূর্ণসম্মতি ছিল বা আছে কি না?

১৫৪) আপনার বা আপনার সাথীদের কামেচ্ছা কি ঋতুকালে সমান থাকে, অধিক বা অল্প হয়?

১৫৫) স্রাব অল্প না অধিক থাকিবার সময় সহবাস হয়? কোন্ পক্ষ বেশি তৃপ্ত হন্?

১৫৬) ইহাতে কোন পক্ষের শরীর-মনের উপর কোন কুফল দেখিয়াছেন কি?

গর্ভকালে সহবাস

১৫৭) আপনার / আপনার অংশীদারের দ্বারা গর্ভধারণ-কালে কি পূর্বের মতো নিয়মিতভাবে সহবাস হয়?—সাধারণত কয়দিন পর্যন্ত?

১৫৮) গর্ভকালে আপনার/আপনার সাথীর কামেচ্ছা কি পূর্ববৎ থাকে, হ্রাস পায়, অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ?

১৫৯) কোন্ কোন্ মাসে, অথবা কোন্ অবস্থায় (গর্ভকালের প্রথম অর্ধে না দ্বিতীয় অর্ধে) হ্রাস পায়, অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ?

১৬০) গর্ভকালে সহবাসের কোন কুফল লক্ষ্য করিয়াছেন কি ?—সেই সময় আপনার / তাঁহার অতিরিক্ত অরুচি, বমন ও কোনো অখাদ্যের উপর লোভ হয় কি ?

দুগ্ধক্ষরণের সময় ও প্রসবের পর সহবাস

১৬১) আপনার/আপনার অংশীদারদের প্রসবের কতদিন বা কত সপ্তাহ পরে সাধারণত সহবাস আবার আরম্ভ হয় ?

১৬২) সে সময়ে আপনি/আপনার সাথীরা কি সন্তানকে পূর্ণমাত্রায় স্তন্যপান করান্ / করাইতেন ? (ক) স্তন্যপান করানোর সময় আপনার / তাঁহার কামভাব স্পষ্ট কমিয়া আসে কি ?

১৬৩) একমাস গত হইতে না হইতে সহবাস আরম্ভ করার কোন কুফল লক্ষ্য করিয়াছেন ?

১৬৪) কখনো প্রসবান্তে অথবা রোগাদি কারণে ঋতু-বন্ধ থাকিবার সময় (ঋতু পুনঃপ্রকাশিত না হইয়াই) গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি ?

পশু-মৈথুন

১৬৫) আপনি কি পশুদের দেখিয়া কখনো কামোত্তেজিত হইয়াছেন / হন্ ? হইলে, কোন্ পশু ও কোন্ অবস্থায় ?

১৬৬) কোন পশুর সহিত কি কখনো আপনার যৌন সম্পর্ক হইয়াছে ? তাহা হইলে,—

(ক) কোন্ পশুর সহিত সংযোগ-সাধন ?—কয়বার ?

(খ) এরূপ করিবার কারণ কি ?

(গ) কিভাবে ব্যবস্থা করিলেন ?

(ঘ) তৎপূর্বে কি সমযৌনধর্মী বা বিষমযৌনধর্মীব্যক্তির (স্ত্রী বা পুরুষের) সহিত কি আপনার যৌন-সংযোগ ঘটিয়াছিল ?

(ঙ) আপনার কি সমমেহন বা বিষমমেহন অপেক্ষা উহা ভাল লাগিল ?

(চ) আপনার শরীর, মন, কর্মশক্তি ও সুনামের উপর এই আচার কোন রেখাপাত করিয়াছে কি ?

১৬৭) আর কাহারও সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা জানা থাকিলে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

প্রেম ও বেদনা (Sadism & Masochsim)

১৬৮) আপনি কি কখনও শারীরিক বা মানসিক বেদনা দিয়া (যথা—অঙ্গবিশেষে বেত্রাঘাত, চপেটাঘাত, ছ্যাঁকা, খোঁচা, রুল্ বা ঝাঁটার বাড়ি, গালাগালি, মারামারি ইত্যাদি) অথবা অপরের হস্তে বেদনা পাইয়া, কামোত্তেজনা বোধ করিয়াছেন / করেন ?

১৬৯) কাহাকে কিরূপ বেদনা দিতে, অথবা কাহার নিকট হইতে কিরূপ বেদনা বা অপমান পাইতে, ইচ্ছা করেন ?

১৭০) আপনার সাথীদের অথবা অপর কাহারও এই বিষয়ে কিরূপ

ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন?—তাঁহারাও কি এই ব্যাপারে অনুরূপ আনন্দ উপভোগ করেন?

অঙ্গ বা বস্তু-কাম (Fetichism)

১৭১) বিপরীত-যৌনধর্মীর, অথবা সম-যৌনধর্মীর (ক) শরীরের কোন্ অংশ, অথবা (খ) ব্যবহৃত প্রসাধনের বা পরিচ্ছদের কোন্ দ্রব্য আপনাকে এবং আপনার সাথীদের আকৃষ্ট ও কাম-পীড়িত করে?

১৭২) অঙ্গ বা বস্তু-জনিত কামের উপশম কি উপায়ে করেন? প্রিয় / প্রিয়ার ব্যবহৃত দ্রব্য চাহিয়া বা চুরি করিয়া সংগ্রহ করা ও নিভৃতে তাহা লইয়া সোহাগ করার বাতিক্ আছে কি?—কি সে দ্রব্য?

১৭৩) এই মনোভাবের উৎপত্তি ও বিকাশের হেতু কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন কি?

প্রদর্শন-কাম (Exhibitionism)

১৭৪) আপনি বিপরীত-যৌনধর্মী কোনো ব্যক্তিকে নিজের জননেন্দ্রিয় দেখাইয়া আনন্দ ও উত্তেজনা বোধ করেন কি?—নির্জনে কোন সুযোগে কাহাকেও দেখাইয়াছেন কি?—তাহাদের বয়স কত, আত্মীয় না অনাত্মীয়?

১৭৫) কোন্ অবস্থায় কি অছিলায় আপনি দেখাইয়াছেন / দেখান? তাহার ফল কি হইয়াছিল / হয়?

১৭৬) অপর কেহ কি আপনাকে একাধিকবার ইচ্ছাকৃতভাবে দেখাইয়াছে?—দেখিয়া আপনার দেহ ও মনে কি পরিবর্তন হইল / হয়?

এরূপ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ৩৮-ক ও খ প্রশ্নানুযায়ী তথ্যসমূহ পারেন তো লিখুন।

মূত্রকাম (Urolagnia)

১৭৭) বিপরীত-যৌনধর্মী ব্যক্তিকে মূত্রত্যাগ করিতে দেখিলে কি আপনার, অথবা আপনার জানিত কোন ব্যক্তির আনন্দ ও উত্তেজনা বোধ হয়?

১৭৮) আপনি কি আপনার প্রিয়তম/প্রিয়তমার মূত্র স্পর্শ বা বা কোন ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভব করা পছন্দ করেন?—কতদিন ও কোন্ সূত্র অবলম্বনে এই অভ্যাস গঠিত হইল?

১৭৯) ইহাঁদের সম্বন্ধেও ৩৮-ক ও খ প্রশ্নের উত্তর লিখুন।

পুনর্যৌবন-লাভ ও বাজীকরণ

১৮০) আপনি অথবা আপনার কোন জানা লোক কি Dr. Steinach's operation অথবা Dr. Voronoff's operation অথবা পণ্ডিত মালব্যের উপর প্রযুক্ত "কায়কল্প-সিদ্ধি" প্রভৃতি করাইয়াছেন?—এরূপ করানোর ফলে স্বাস্থ্য, শক্তি এবং রতিশক্তির (অধিকক্ষণ অথবা/এবং ঘন ঘন সহবাস করার ক্ষমতার) উন্নতি অথবা কোন কুফল লক্ষ্য করিয়াছেন?

১৮১) কত বয়সে, কোন্ অপারেশন হইয়াছিল, ও কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছিল এবং উন্নতি বা কুফল কয় বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, তাহা একটু সবিস্তার লিখুন।

১৮২) কোনো হেকিমী, কবিরাজী, এলোপ্যাথি, বাইওকেমিক, হোমিওপ্যাথিক বা অবধৌতিক মতের বৃষ্য, বাজীকরণ কিম্বা রতিশক্তি-বৃদ্ধির কোনো ঔষধ ব্যবহার করেন/করিয়াছেন কি না? কি সে ঔষধ? কতদিন ধরিয়া? কিরূপ ফল পাইয়াছেন?

বালক-বালিকার প্রতি কাম

১৮৩) আপনি কি বালক অথবা বালিকাদের প্রতিই বিশেষভাবে কামভাব পোষণ করেন?—মূল্য সহবাসের, না, কামজ সোহাগের ইচ্ছা?

১৮৪) এই ধরণের কতজনের দৈহিক জ্ঞান আপনি লাভ করিয়াছেন?—ইহাদের মধ্যে কয়জন বা কে আপনার সহিত সংস্পৃষ্ট হইবার পূর্বে অন্য কাহারো সহিত যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল বলিয়া আপনার ধারণা অথবা আপনার নিকট স্বীকার করিয়াছে?

১৮৫) তাহাদের সম্বন্ধে ৩৮-ক ও খ নং অনুযায়ী তথ্যসমূহ যথাসাধ্য লিখুন।

পুত্র-কন্যা

১৮৬) আপনার পুত্র-কন্যার মধ্যে কি কাম-বিষয়ে কোন কৌতূহল অথবা অকালপক্বতা লক্ষ্য করিয়াছেন? (ক) তাহারা অধিকবয়স্ক সঙ্গিনী/সঙ্গীদের সহিত উঠা-বসা-চলা-ফেরা করে কিনা? (খ) পশুপক্ষীর সঙ্গম-দৃশ্য লুকাইয়া দেখে কিনা? (গ) পুরুষ/স্ত্রীলোকের স্নান ও বস্ত্র পরিবর্তনের দৃশ্য লক্ষ্য করে কিনা, অথবা অর্ধনগ্ন (অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতির) চিত্রাদি সংগ্রহ করে কিনা?

১৮৭) কত বয়সে কিরূপ ধরণের কৌতূহল, অথবা কৌতূহল-নিবারণের কোনো চেষ্টা দেখিয়াছেন কি? (ক) তাহারা বাটীর ঝি-চাকরের তত্ত্বাবধানে সর্বদা থাকে কি না? (খ) রাত্রে উহাদের কাহারো নিকট, অথবা গৃহ-শিক্ষকের নিকট, অথবা বয়ঃজ্যেষ্ঠ কোনো আত্মীয় বা আত্মীয়ার নিকট শয়ন করে কিনা?

১৮৮) আপনার ও আপনার যৌনসঙ্গীর আদর-সোহাগ ও সহবাসের দৃশ্য পুত্রকন্যারা কখনো দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে কি না; অর্থাৎ তাহারা নিদ্রিত, অনুপস্থিত বা অবুঝ জানিয়া আপনারা কখনো অসতর্কভাবে কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিনা?

১৮৯) পুত্রকন্যার অকালপক্বতার নিরসন-কল্পে আপনি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন?

বিপ্লবে ও কারাগারে কামচর্চা

১৯০) আপনি কি কখনো বিপ্লবীদলের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন?—কখনো কি কয়েকজন মিলিয়া কোন বিজন-স্থানে বসবাস করিয়াছিলেন?—আপনাদের দলে কি কোনো নারী/পুরুষ ছিলেন?

১৯১) সে সময় আপনি কি বিবাহিত ছিলেন? তাহা হইলে, স্বামী/স্ত্রীর সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ ও যৌন-সংস্পর্শের কি সুযোগ ঘটিত? (ক) স্বদলভুক্ত বা বাহিরের কোনো পুরুষ/নারীর সহিত কি কখনো কিছুদিনের জন্য অথবা বারেকের জন্য আপনার যৌন-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে? (খ) তাঁহার প্রতি আপনার আকৃষ্টির ভাবগত ও বস্তুগত কারণসমূহ কি বলিতে পারেন? (গ) আপনাদের দলের মধ্যে নারী লইয়া কখনো কি মন-কষাকষি বা প্রকাশ্য কলহ হইয়াছে?—তাহার ফলে কি কেহ দলছাড়া বা বিশ্বাসঘাতক হয়?

১৯২) আপনি কি কখনও কারাগারে/অন্তরায়িত ছিলেন? কোন্ বয়সে, কতদিনের জন্য?

১৯৩) একা এক বাড়ীতে/ঘরে থাকিতেন, অথবা দুই জন, অথবা আরও অধিক লোকের সঙ্গে থাকিতেন?

১৯৪) আপনি কি সেখানে পাণি-মৈথুন করিতেন?—কতদিন সেখানে থাকিবার পর আরম্ভ করেন?

১৯৫) ৪১ নং প্রশ্নানুযায়ী তথ্যগুলি লিখুন।

১৯৬) সমলিঙ্গ ব্যক্তিদের সহিত কি যৌন সম্পর্ক হইয়াছিল?—কতবার?

১৯৭) ৪২ নং প্রশ্নানুযায়ী তথ্যগুলি লিখুন।

১৯৮) বিপরীত-লিঙ্গের ব্যক্তিদের সহিত কি সম্পর্ক হইয়াছিল?—কতবার?

১৯৯) ৩৮ নং প্রশ্নানুযায়ী তথ্যগুলি লিখুন।

২০০) সেখানে যাহাদের চিনিতেন ও জানিতেন, তাহাদের মধ্যে শতকরা কতজন, অথবা মোট কতজন, (ক) সমলিঙ্গের সহিত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, (খ) নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, (গ) পাণি-মৈথুন করিতেন, (ঘ) বিপরীত-লিঙ্গের সহিত কামচর্চা করিতেন (কোন্ ধরণের?), (ঙ) এ সকল কিছুই করিতেন না?

ইঁহাদের সম্বন্ধে ৩৭-ক ও খ প্রশ্নানুযায়ী তথ্যসমূহ লিখুন।

গুপ্তকথা প্রকাশের ভীতি-প্রদর্শন ও দাবি (Blackmail).

২০১) আপনার কোন যৌন অপরাধ প্রকাশ করার ভয় দেখাইয়া, কেহ কি অর্থ, ব্যবহারিক প্রেম অথবা অন্য কোন সুবিধা দাবি করিয়াছে?

২০২) যদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার/তাহাদের বিশেষ পরিচয়, দাবির প্রকৃতি, কিভাবে উহা পূরণ করিলেন বা এড়াইলেন, তাহা সবিস্তার লিখুন।

জটিলাবৃত্তি (Mixoscopy) ও অন্যান্য বিষয়

২০৩) অপর ব্যক্তিদের যৌন সংস্পর্শ দেখিতে ও যৌন ব্যাপারে সাহায্য করিতে কি আপনি বিশেষ আনন্দ বোধ করেন?

২০৪) আপনার বা অপরের যৌন-জীবনে অন্য কোনরূপ দুর্বলতা বা অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আপনি সজাগ থাকিলে, তৎসম্বন্ধে লিখুন।

এই প্রশ্নগুলির অধিকাংশ লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র দে মহাশয় নিতান্ত পরিশ্রম সহকারে সঙ্কলন করিয়া দিয়া সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন। প্রশ্নসমূহ নির্বাচনে Drs. Hannah ও Abraham Stone-এর *Marriage Manual*, Dr. R. L. Dickinson-এর *Thousand Marriages* পুস্তক ও Magnus Hirschfeld's *Psycho-biological Questions* নামক পুস্তিকা হইতে যথেষ্ট সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় পটল

নরদেহের পরিচয়

এ গ্রন্থে আমরা মনুষ্যেতর প্রাণীদিগের গর্ভাধান ও ভ্রূণ-পুষ্টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবসর পাইব না। শুধু মনুষ্য জাতির গর্ভধারণ-পদ্ধতির যথাসাধ্য আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎপূর্বে সাধারণ অর্থাৎ অ-চিকিৎসক পাঠকপাঠিকাগণকে নর-দেহের সংস্থান ও বিভিন্ন যন্ত্রাবলীর ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত তথ্য জানানো উচিত বলিয়া মনে করি। দেহতত্ত্ব বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে, জনন-রহস্য, গর্ভাধান-ক্রিয়া ও যৌন-যন্ত্রাদির বাহ্য-ভ্যন্তরিক্ কার্যাবলীর বিষয় অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইবে।

দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব

বাঙ্‌লা দেশের সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর অনেকেই দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের জটিল, বিসম্বাদিত, গুহ্য তত্ত্বাদি-সমন্বিত পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে, অথবা তৎসম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক করিতে অনেক সময় সানন্দে অগ্রবর্তী হন্; কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেহরাজ্যের একটু বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংগ্রহ করা প্রায় লোকেই অনাবশ্যক ও নীরস বলিয়া মনে করেন। নিজের গৃহে বাস করিয়া, তাহার কোন্ ঘরে কোথায় কোন্ জিনিষটি আছে, তাহা বলিতে না পারার অপরাধ যদি খুব লঘু না হয়, তাহা হইলে

দেহ ধারণ করিয়া দেহের কোন্ যন্ত্রটি কোথায় কি ক্রিয়া ও কি অবস্থায় নানাপ্রকার পরিবর্তন সাধন করিতেছে, তাহা না জানার অপরাধ অতি গুরুতর বলিতে হইবে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের আলোকে দেহ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রত্যেকেরই আবশ্যক এবং 'নীরস' বলিয়া তাহাকে এড়ানো কাহারো পক্ষে কল্যাণকর নহে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসম্পূর্ণ তত্ত্ব

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শারীরসংস্থান (Anatomy) ও শারীরক্রিয়া (Physiology) সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হয় না। হিন্দু ও আরবিক আয়ুর্বিজ্ঞানে প্রাচীনকালে এ বিষয়ে যে-টুকু তথ্য আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা যেমন একদিকে উচ্চতর জ্ঞানানুসন্ধিৎসার পক্ষে আদৌ পর্যাপ্ত নহে, অন্যদিকে তেমনি নানারূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, প্রমাণ-নিরপেক্ষ জ্ঞানে ও অপ্রত্যক্ষলব্ধ প্রাকৃত বিশ্বাসে কণ্টকিত। বর্তমান যুগে রঞ্জন-রশ্মি, বীজাণু-বিজ্ঞান, অণুবীক্ষণ-যন্ত্র, তাপমান, হৃৎক্রিয়া-পরিমাপক ও অন্যান্য যন্ত্র এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার ও তৎসহিত বহুবর্ষব্যাপী সহস্র সহস্র শবদেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ-ক্রিয়ার ফলে, আমাদের সনাতন ধারণাগুলি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষভাবে গর্ভাধান-পদ্ধতি, নির্নালী গ্রন্থিনিচয় ও নাড়ীতন্ত্রের (Nervous system) উপরে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোকসম্পাত আমাদের যুগ-যুগান্তের অন্ধ বিশ্বাসকে যেমন অবিশ্বাস করিতে শিখাইয়াছে, তেমনি এ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধিও বিস্ময়করভাবে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে।

কোষাণুর বিশেষ পরিচয়

পাঠকগণ কোষাণুর পরিচয় পূর্ব অধ্যায়ে পাইয়াছেন এবং জানিতে পারিয়াছেন যে, পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ-গোচর-অগোচর যাবতীয় প্রাণিদেহই এক বা বহু কোষাণুর দ্বারা গঠিত। বলা বাহুল্য, কোটি-কোটি অর্বুদ্-অর্বুদ্ কোষাণুপুঞ্জ সজ্জিত হইয়াই এই বিরাট্ মানব-দেহ গঠন করিয়াছে। মনুষ্য-দেহে জীবাঙ্কুর গঠনের বিবৃতি-প্রসঙ্গে আমরা একটি কোষাণু হইতে কি প্রকারে বহু কোষাণুর সৃষ্টি ও ভ্রূণদেহে উহাদের কিভাবে যথারীতি বিন্যাস হয়, তাহার পরিচয় দিব।

কেবল এইস্থলে একটা কথা মনে রাখিলেই চলিবে,—মানব শরীরের এক-এক অংশ (অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-নখ-চর্ম-আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি) এক-এক আকার-প্রকারের কোষাণুদ্বারা নির্মিত। কোন শ্রেণীর কোষাণু ডিম্বাকার, কোনটি স্তম্ভাকার (Cylindrical), কোনটি ঘন-কোণাকার (Cubical), কোনটি বা চেপ্টা ও বহু-ভুজাকার। কোন জাতীয় কোষাণুর আয়তন এক ইঞ্চির তিন শত ভাগের এক ভাগের সমান, কোন জাতীয়ের আকার এক ইঞ্চির ছয় হাজার ভাগের এক ভাগের সমান, আবার কোনটি বা এক ইঞ্চির দশ হাজার ভাগের এক ভাগের সমান।

আমাদের শরীরের এক টুকরা চর্ম লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা এক বিশেষ শ্রেণীর কয়েক লক্ষ কোষাণু-দ্বারা বিগঠিত। আবার এক টুকরা মাংস অপর এক শ্রেণীর কয়েক লক্ষ কোষাণু দ্বারা নির্মিত। সুতরাং কোষাণুগুলিই যে আমাদের দেহের যথাসর্বস্ব, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। আমরা ক্ষুধার তাড়নায়

আহার করি—প্রকৃতপক্ষে এই কোষাণুগুলির পরিপুষ্টির জন্যই ; নাসা-পথে বায়ু হইতে অক্সিজেন টানিয়া লই—ইহাদেরই প্রাণরক্ষার জন্য। ইহারা যেন সমগ্র দেহ-রাজ্যের অসংখ্য প্রজাবৃন্দ। রাজা বা রাজ্যের ভাগ্যসূত্রে যেমন প্রজাকুলের সুখ-দুঃখের সহিত বিজড়িত, আমাদের দেহটিও উহার সর্বাঙ্গের কোষাণুকুলের হ্রাস-বৃদ্ধি ও সম্যক্ পরিপুষ্টির উপর একান্ত নির্ভরশীল।

আমাদের ইচ্ছায় তো নিত্য শরীরের বিভিন্ন অংশের কত শত প্রকার ক্রিয়া সাধিত হইতেছে; তদ্ব্যতীত আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়াই আভ্যন্তরীণ্ যন্ত্রগুলি তাহাদের নির্দিষ্ট কার্য করিয়া যাইতেছে; যথা—হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় (Pancreas), ফুসফুস্, পাকস্থলী প্রভৃতি। এই সকল ক্রিয়ার ফলে নিত্য বহু সংখ্যক কোষাণু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বায়ুমধ্যস্থ অক্সিজেন বাষ্পই এই ক্ষয়প্রাপ্ত কোষাণুগুলির অধিকাংশের দাহকার্য সম্পন্ন করে, এবং তাহার ফলেই কার্বনিক অ্যাসিড্ বাষ্প উৎপন্ন হইয়া, অবিরত নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যায়। কতক কতক মৃত কোষাণু আবার ঘর্ম ও মূত্রের মধ্য দিয়াও নির্গত হইয়া থাকে। অক্সিজেন শরীরের আরো একটি মহদুপকার সাধন করে;—শরীরে কর্মশক্তির (energy) সঞ্চার করে ও নব নব কোষাণুর জন্মদানের প্রেরণা দেয়। সুতরাং প্রতিনিয়ত এইভাবে দেহ-বিধানের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন জাতীয় কোষাণুগুলির জন্ম-পুষ্টি-ক্ষয়-মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে।

দেহের গঠনোপাদান

বিভিন্ন জাতীয় কোষাণুগুলি বিশ্লেষণ করিলে যে মৌলিক পদার্থগুলি

পাওয়া যায়, মনুষ্য-দেহেও যে সেইগুলির সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শরীরের মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে এইগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন্, কার্বন, হাইড্রোজেন্, ক্যালসিয়ম্, ফস্ফরাস্, সোডিয়ম্, পটাসিয়ম্ ও ম্যাগ্নেসিয়ম্। এই সকল মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন প্রকার আণবিক সমবায়ে নানা প্রকার যৌগিক পদার্থেরও সৃষ্টি হইয়াছে ; যথা—জল, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড্, ইউরিক অ্যাসিড্, বিভিন্ন প্রকারের লবণ, চিনি, ফস্ফেট্ অব্ লাইম্, গ্লীসারিন্, মেদ প্রভৃতি।

আমাদের শরীর শতকরা প্রায় উনসত্তর ভাগ জল, প্রায় উনিশ ভাগ নাইট্রোজেন্, প্রায় ছয় ভাগ মেদ বা চর্বি, একের এক-দশমাংশ ভাগ শর্করা, এবং বাকি অংশ নানা জাতীয় লবণ ও অন্যান্য পদার্থ দিয়া প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, আমরা জল, বায়ু ও আহার্য হইতে আমাদের শরীর-গঠনের উপাদানগুলি সংগ্রহ করি। এই সকল উপাদানের নিত্য রূপান্তর, ক্ষয়, গঠন ও ভঞ্জন-কার্য চলিতেছে। সে হিসাবে আমাদের দেহটি শুধু একটি রাজ্যের সঙ্গেই তুলনীয় নহে, একটি বিরাট রসায়নাগারের সহিতও উপমার যোগ্য।

শরীর সম্বন্ধে যৎসামান্য সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কার্য ও সংস্থান হিসাবে উহাকে আট ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া উচিত ; যথা—

(১) কঙ্কাল-সংস্থান
(২) মাংসপেশী ও চর্ম
(৩) পরিপাক-বিধান
(৪) শ্বাস-যন্ত্র ও শ্বাসক্রিয়া
(৫) রক্ত, রক্তবাহী নালীসমূহ ও হৃৎপিণ্ড

(৬) মল-মূত্র-ঘর্ম প্রভৃতি নির্গম-যন্ত্রসমূহ
(৭) রসবাহী নালী ও রসস্রাবী গ্রন্থিসমূহ
(৮) মস্তিষ্ক, নাড়ীতন্ত্র ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়

এই বিভাগগুলির অতি সংক্ষিপ্ত আভাস আমরা বর্তমান নিবন্ধে দিয়া যাইব। ইহার সহিত অবশ্য যৌনেন্দ্রিয়ের সবিশেষ পরিচয় সংশ্লিষ্ট থাকিবে।

কঙ্কাল-বিন্যাস

প্রথমত, কঙ্কাল সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা বলা প্রয়োজন। আপনারা বোধহয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, মৃৎ-প্রতিমা গড়িবার কালে কারিগর সর্বপ্রথমেই কয়েকখণ্ড কাঠদণ্ড বা লোহার শিক্ দিয়া একটা 'কাঠামো' বা প্রাথমিক আধান তৈয়ারি করিয়া লয়। এই কাঠামোর উপর খড় ও বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া, তদুপরি দুই-তিন পোঁচ্ মাটি লেপিয়া, তারপর রঙ্ ধরানো হয়। মানুষের শরীর নির্মাণ-ব্যাপারেও প্রকৃতিদেবীকে একটি কাঠামো তৈয়ারি করিয়া লইতে হইয়াছে; উহারই নাম 'কঙ্কাল'। কঙ্কালের উপর খড় ও মাটির ন্যায় মাংসপেশীর স্তর বিজড়িত রহিয়াছে। কঙ্কাল না থাকিলে, মানুষ একটা নরম মাংসের তাল হইয়া থাকিত; তাহার সোজা হইয়া দাঁড়াইবার, চলিবার, বসিবার, ইচ্ছানুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াইবার কোন ক্ষমতাই থাকিত না।

অধ্যয়নের সুবিধার জন্য নর-কঙ্কালকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে; যথা—(১) মস্তক-সমেত মুখমণ্ডল, (২) দেহকাণ্ড, এবং (৩) ঊর্ধ্ব ও নিম্ন শাখা।

সমগ্র মুখমণ্ডল বাইশখানি অস্থি দ্বারা গঠিত। কপাল-সমেত আমাদের মস্তক বা করোটি আটখানি অস্থি-দ্বারা গঠিত। মস্তকের অস্থি-ফলকসমূহ-

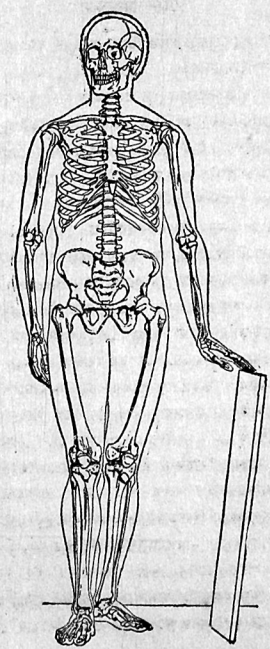

কঙ্কাল-সংস্থান

বেষ্টিত হইয়াই আমাদের চিত্তবৃত্তি, চিন্তা, স্মৃতি ও কর্মপ্রেরণার অধিষ্ঠান-ভূমি মস্তিষ্ক অবস্থান করিতেছে।

হস্ত-পদ ব্যতীত গলদেশ হইতে তলপেটের নিম্নাংশ পর্য্যন্ত দেহভাগকে 'দেহকাণ্ড' (trunk) বলা হয়। এই স্থানের প্রধান কয়টি অস্থির নামোল্লেখ করিতেছি। বক্ষের ঊর্ধ্ব প্রান্তে স্কন্ধের দুইপার্শ্বে বিস্তৃত দুইখানি ঈষৎ বক্র মোটা কাঠির ন্যায় **অক্ষকাস্থি** (Clavicles) রহিয়াছে। ঊর্ধ্বপৃষ্ঠের দুই পার্শ্বস্থিত পাখীর ডানার আকারে চ্যাপ্টা ত্রিকোণ দুইখানি অস্থির নাম **অংস-ফলকাস্থি** (Scapula)। গলমূলে অক্ষকাস্থিদ্বয়ের প্রান্তে সংলগ্ন, বড় ছুরির ফলার ন্যায়, বক্ষের মধ্যস্থলে একখানি অস্থি আছে, তাহার নাম **বক্ষোস্থি** (Sternum)।

চব্বিশখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একত্র-গ্রথিত হাড়ের টুক্‌রা দিয়া **মেরুদণ্ড** (পিঠের শিরদাঁড়া) গঠিত, ইংরাজীতে ইহাকে বলা হয় Spine বা Vertebral Column. মেরুদণ্ড দ্বারাই আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে ও মস্তক খাড়া রাখিতে পারি। প্রত্যেক মানুষের দেহে বারো জোড়া অর্থাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে বারোখানি ও বাম পার্শ্বে বারোখানি অর্ধচন্দ্রাকৃতি **পঞ্জরাস্থি** আছে। ইহাদের এক মুখ যুক্ত থাকে মেরুদণ্ডের সহিত, আর এক মুখ বক্ষোস্থির সহিত। সর্বনিম্নস্থ দুই জোড়া পঞ্জরাস্থি হ্রস্ব বলিয়া আদৌ বক্ষোস্থির সহিত সংলগ্ন থাকে না। আমাদের পৃষ্ঠের নিম্ন সীমানায় ঈষৎ-ন্যুব্জ যে প্রকাণ্ড দুইখানি অস্থি-ফলকে নিতম্বদেশ ও কুক্ষি গঠন করিয়াছে, তাহাদের নাম **শ্রোণিফলকাস্থি।**

প্রত্যেক হাতে প্রধান অস্থি তিনখানি। ইহা ছাড়া পূর্বোক্ত 'অক্ষকাস্থি' ও 'অংস-ফলকাস্থি' ঊর্ধ্বশাখার অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। স্কন্ধ হইতে কনুই পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত মোটা নলাকার যে হাড়খানি

রহিয়াছে, তাহার নাম **প্রগণ্ডাস্থি** (Humerus)। কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত দুইখানি নলাকার হাড় ; বাহিরের দিকেরটির নাম **বহিঃ-প্রকোষ্ঠাস্থি** (Radius). দেহকাণ্ডের দিকেরটির নাম **অন্তঃ-প্রকোষ্ঠাস্থি** (Ulna), আট্‌খানি একত্র সংযোজিত হাড়ের টুকরায় মণিবন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। তদুপরি করতলে রহিয়াছে ৫ টুক্‌রা সরু পাট-কাটির ন্যায় হাড় এবং অঙ্গুলিগুলিতে ১৪খানি।

নিম্নশাখায় প্রায় ঊর্ধ্বশাখার ন্যায় ব্যবস্থা। উরুদেশে দেহের সর্বাপেক্ষা স্থূল, কঠিন ও দীর্ঘ অস্থিটি নিবদ্ধ রহিয়াছে ; উহার নাম দেওয়া হইয়াছে **উর্বস্থি** (Femur)। ইহার নিম্নপ্রান্তে হাঁটুর উপরিস্থিত ক্ষুদ্র অস্থি-ফলকটির নাম **জানুস্থি** (Patella)। তাহার নিম্নে পদমূল পর্যন্ত প্রলম্বিত, অপেক্ষাকৃত মোটা অস্থিটির নাম **জঙ্ঘাস্থি** (Tibia) ; উহার পশ্চাৎভাগস্থিত সরু হাড়টির নাম **অনুজঙ্ঘাস্থি** (Fibula). তারপর পদাঙ্গুলি সমেত পদতল গঠিত হইয়াছে সর্বসমেত ছাব্বিশখানি ক্ষুদ্র হাড়ের দ্বারা।

মাংসপেশী ও চর্ম

মানব-দেহে পাঁচশতের অধিক সংখ্যক ছোট-বড় মাংসপেশী আছে। মাংসপেশীও নানা আকার-প্রকারের হয়। কোনটি চ্যাপ্টা—কম্বলের টুকরার ন্যায়, কোনটি একটু স্থূল ও বাঁশপাতার দুইপ্রান্তের ন্যায় সরু, কোনটি ডিম্বাকার, কোনটি ত্রিভুজাকার, কোনটি চুলবাঁধা ফিঁতার মতো ক্ষীণ। ইহাদের সংস্থান-ক্ষেত্র—অস্থির উপরে ও চর্মের নিম্নে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, রক্তবাহী নালীসমূহ, পাকস্থলী

প্রভৃতি ভিতরকার সুকোমল ও অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রগুলি সমস্তই মাংস-পেশীর দ্বারা গঠিত।

কার্য ও অবস্থান ভেদে শরীরে দুইপ্রকারের পেশী দেখা যায়। এক জাতীয়ের নাম **স্বতন্ত্র পেশী** (Striated or Involuntary muscles)—যাহারা আমাদের ইচ্ছা বা আজ্ঞার অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনা-আপনি সঙ্কুচিত-প্রসারিত হইয়া স্বকার্য-সাধন করে। এই জাতীয় পেশীর দ্বারাই আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি তৈয়ারি।

আর এক জাতীয় পেশীর নাম **ইচ্ছাধীন পেশী** (Voluntary muscles) ; উহারা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী নড়া-চড়া করে—নচেৎ নিশ্চেষ্ট থাকে। শরীরের উপরিভাগের—তথা হস্ত-পদ-বক্ষ-পৃষ্ঠাদির যাবতীয় পেশী-সমূহই ইচ্ছাধীন শ্রেণীর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমাদের প্রয়োজনমতো চালনা করা অর্থাৎ হাঁটা, বসা, শোওয়া, কোন জিনিষ তোলা, টানা, ঘাড় বাঁকানো, হাঁ করা, চর্বণ করা প্রভৃতি যাবতীয় দৈহিক চেষ্টাই ইচ্ছাধীন পেশীমালার জন্যই সম্ভবপর হয়।

এক-একটি পেশী ক্রমাগত খণ্ডিত করিতে করিতে শেষে অতিসূক্ষ্ম সুতার টুক্‌রার ন্যায় এক-একটা অংশ বাহির হয়, উহাদের নাম **পেশীতন্তু** বা Tissue.

কয়েকটি প্রধান পেশীর নাম ও অবস্থান জানিয়া রাখা উচিত। বাহু ও স্কন্ধের সঙ্গমস্থলে প্রায়-ত্রিকোণাকার যে স্থূল পেশীটি দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম **বহ্বীপীয় পেশী** (Deltoid muscles)। ঊর্ধ্ববাহু বা প্রগণ্ডাস্থির উপরিভাগে যে পেশীটি ব্যায়ামবীরগণের এত শ্লাঘা ও গর্বের সামগ্রী, তাহার নাম **দ্বিশিরস্কা বাহুপেশী** (Biceps muscle). প্রগণ্ডাস্থির তলদেশে সংস্থিত পেশীটির নাম **ত্রিশিরস্কা**

পেশী-সংস্থান

পেশী (Triceps)। করতল ও নিম্নবাহুতে অনেকগুলি ছোট-বড় পেশী আছে, তন্মধ্যে **করোত্তাননী-দীর্ঘা, করবিবর্তনী-দীর্ঘা, মণিবন্ধ-সঙ্কোচনী, করতল-প্রসারণী** প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধঃশাখায়, বিশেষভাবে নিতম্বে ও উরুপ্রদেশে, কয়েকটি দীর্ঘ ও স্থূল মাংসপেশী আছে। তন্মধ্যে প্রধানগুলির নাম **দীর্ঘায়ামা** (Sartorius), উরু-সম্মুখভাগস্থ প্রকাণ্ড পেশীচতুষ্টয় **উরুপ্রসারণী চতুর্থী** (Quadriceps Extensor), উরু-অভ্যন্তরস্থ **কঙ্কতিকা** (Pectineus), উরুনিম্নস্থ **দ্বিশিরস্কা উরুপেশী** (Biceps Femoris muscles)। পায়ের গোছের পশ্চাদাংশে দুইটি বড় পেশী আছে, তাহাদের উপরেরটির নাম **জঙ্ঘাপিণ্ডক গুরু** (Gastrocnemius), অন্যটির নাম **জঙ্ঘাপিণ্ডক লঘু পেশী** (Soleus muscle)। জঙ্ঘাপিণ্ডক গুরু পেশীটিই পার্বত্যজাতি ও সাইকেল-আরোহীদের মধ্যে রীতিমতো পুষ্ট হইতে দেখা যায়। উহার নিচেই জঙ্ঘাপিণ্ডক লঘুর স্থান। ইহার নিম্নপ্রান্ত ক্রমশ সরু ও শক্ত হইয়া গোড়ালিতে আসিয়া শেষ হইয়াছে। নিতম্বদেশ আটটি পেশীর সমবায়ে বিগঠিত; তন্মধ্যে সর্বোপরি টুপীর আকারে যে স্থূল পেশীটি বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার নাম **নিতম্ব-পিণ্ডিকা গরিষ্ঠা** (Gluteus Magnus)।

দেহকাণ্ডের মধ্যে প্রধান পেশী আছে তিন প্রস্থ। বক্ষের উপরিভাগে যে প্রশস্ত পেশীদ্বয় বক্ষোস্থির দুই পার্শ্ব হইতে উত্থিত হইয়া অক্ষমূলে (বগলে) সঙ্কীর্ণাকারে শেষ হইয়াছে, তাহার নাম **উরশ্ছদা গুর্বা** (Pectoralis major)। পঞ্জরের ফাঁকে ফাঁকে পুরু ফিতার মতো যে পেশীগুগুলি সংবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের নাম

অন্তঃপর্শুকা পেশীমালা (Intercostal muscles)। কতকটা তাসের রুইতনের আকারে কম্বলের ন্যায় পুরু যে মাংসপেশীটি পৃষ্ঠদেশের অধিকাংশ স্থান আবৃত করিয়া উভয় স্কন্ধদেশে আসিয়া সংলগ্ন রহিয়াছে, উহার নাম **পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা পেশী** (Trapezius)।

উদরের উপরিভাগে একটি উপুড়-করা বড় সরার মত মাংসল আবরণী আছে, তাহার নাম **উদর্যা** (Peritonium)। বক্ষ ও উদরাভ্যন্তরের মাঝামাঝি জায়গায় আর একটি পেশী-প্রাচীর আছে, তাহার নাম **দ্বিভাজিকা** (Diaphragm)। উহা দেহকাণ্ডের অভ্যন্তরভাগকে দুইটি তলায় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেহের বহিরাবরণ চর্ম। ইহার দুইটি স্তর—অন্তস্ত্বক্ ও বহিস্ত্বক্। চর্ম আমাদের দেহতাপের সমতা রক্ষা করে—বাহিরের অল্প-স্বল্প আঘাত হইতে ভিতরকার পেশী ও অন্যান্য যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করে। বহিস্ত্বক্ খুব পাৎলা ও কতকটা স্বচ্ছ। উহারই নিচে একপ্রকারের বর্ণকণিকা (colour pigment) আগাগোড়া সমানভাবে সংলগ্ন থাকে; ইহার তারতম্য অনুসারে লোকের গায়ের রঙ্ তামাটে, পীত, ফর্সা, কালো, শ্যাম হয়। চর্মের উপর 'লোমকূপ' নামক সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। চর্মনিম্নে অতি ক্ষুদ্রাকারের বহুসংখ্যক ঘর্মস্রাবী গ্রন্থি অবস্থান করে। উহাদের মধ্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘর্মবিন্দু নিঃসৃত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল দিয়া লোমকূপের বাহিরে আসিয়া থাকে। সর্বত্বতে প্রতিনিয়ত দেহের দূষিত পদার্থ-মিশ্রিত ঘর্ম বহির্গত হইয়া যায়। উহা অনেক সময় বাষ্পাকারে নির্গত হয় বলিয়া আমরা টের্ পাই না।

পরিপাক-বিধান

পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই সর্বপ্রথমে খাদ্য সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

খাদ্য-বৈজ্ঞানিকগণ মানুষের প্রধান প্রধান খাদ্যগুলির মধ্যে ছয় জাতীয় স্থূল উপাদান খুঁজিয়া পাইয়াছেন। যথা—

১। **আমিষ উপাদান (Protein)**
২। **স্নেহ উপাদান (Fat or Hydrocarbon)**
৩। **শালি উপাদান (Carbohydrate)**
৪। **লবণ উপাদান (Salts)**
৫। **খাদ্যপ্রাণ (Vitamins)**
৬। **জল**

সকল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে—এমন কি শুষ্ক চাল, ডাল, মুড়ির মধ্যেও —অল্পবিস্তর পরিমাণে জল আছে। জল ব্যতীত উল্লিখিত একটি বা একাধিক উপাদান প্রত্যেক খাদ্যের মধ্যেই বর্তমান।

সর্বপ্রকার মৎস্য, কাঁকড়া, কচ্ছপ, জীব ও পক্ষীর মাংস, ডিম, দুধের ছানা প্রভৃতি আমিষপ্রধান খাদ্য।

জীবজন্তুর চর্বি, মৎস্যের তৈল, মাখন, ঘৃত, সরিষা, তিল, বাদাম ও নারিকেল তৈল প্রভৃতি স্নেহবহুল খাদ্য। চীনাবাদাম, কাবুলি বাদাম, আখ্‌রোট্‌, নারিকেল শাঁস, ডিম ও দুগ্ধেও যথেষ্ট পরিমাণ স্নেহোপাদান থাকে।

শালিজাতীয় উপাদান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; একটির নাম শ্বেতসার,

অন্যটির নাম শর্করা (চিনি)। চাউল, মুড়ি, চিঁড়া, ময়দা, আটা, সুজি, যব, সাগু, এরোরুট্‌, আলু, কাঁটাল-বীজ, গুঁড়িকচু, মানকচু, কাঁচা ও পাকা কলা, ভুট্টা, কলাই শুঁটি, ইচড়, পানিফল প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় উপাদান থাকে। দালে শালি উপাদান শতকরা ৫৫ হইতে ৬০ ভাগ পর্যন্ত ও আমিষ উপাদান শতকরা ২৩ হইতে ২৫ ভাগ পর্যন্ত বর্তমান। গুড়, চিনি, মিছ্‌রি, মধু, বাতাসা প্রভৃতি শর্করাবহুল খাদ্য। মিষ্ট ফলের রসে ও দুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ শর্করা-উপাদান থাকে।

আমরা রন্ধনকার্যে যে লবণ ব্যবহার করি, তাহা সোডা-ঘটিত লবণ (Sodium Chloride) ; তাহা ছাড়া খাদ্যের মধ্যে নানা জাতীয় লবণ পাওয়া যায়। দুগ্ধে চূণঘটিত লবণ (Calcium Salts) প্রচুর থাকে। নানাপ্রকার শাক-সব্জির মধ্যে প্রায় সকল জাতীয় লবণ ও দালের মধ্যে কয়েক প্রকারের লবণ পাওয়া যায়।

আমিষ, স্নেহ, শালি ও লবণ জাতীয় উপাদান থাকা সত্ত্বেও একটি জিনিষের অভাবে দেহের সম্যক পরিপুষ্টি সাধন হয় না ; উপরন্তু নানা-প্রকারের রক্তদুষ্টি, শোথ, হৃদি-দৌর্বল্য ও অজীর্ণ-রোগ দেখা দেয় ; ঐ জিনিষটির নাম 'খাদ্যপ্রাণ'। গুণ-হিসাবে খাদ্যপ্রাণ সাতভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে চারি প্রকারের প্রধান ; যথা—খাদ্যপ্রাণ-ক, খাদ্য-প্রাণ-খ, খাদ্যপ্রাণ-গ ও খাদ্যপ্রাণ-ঘ। ঢেঁকী-ভাঙা আঁছাটা চাউল, হাঁতা-ভাঙা আটা, মাছের তৈল, কাঁচা দুধ, ডিমের কুসুম, মাখন, বিলাতী বেগুন, কলাই-শুঁটি, মটর-শুঁটি, অঙ্কুরিত ছোলা, সর্বপ্রকারের লেবু, শালগম, শশা, পালংশাক, পিঁয়াজ প্রভৃতি খাদ্যে একাধিক শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ উপযুক্ত মাত্রায় থাকিতে দেখা যায়।

আমরা একটির পর একটি করিয়া খাদ্যগ্রাস মুখ-গহ্বরের মধ্যে লইয়া যখন চিবাইতে থাকি, তখন তন্মধ্যস্থ তিন জোড়া লালাগ্রন্থি হইতে লালা নিঃসৃত হইয়া খাদ্যদ্রব্যগুলিকে নরম করিয়া দিতে থাকে। কঠিন খাদ্যদ্রব্যগুলি দন্ত-সাহায্যে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যতই লালার সহিত মিশিবে, ততই তাহা পাকস্থলীতে গিয়া উত্তমরূপে হজম হইবে। বিশেষভাবে শালিজাতীয় খাদ্যগুলি (অর্থাৎ ভাত, দাল, মুড়ি, চিঁড়া, রুটি, লুচি, ভুট্টা, ফলমূল প্রভৃতি) উপযুক্ত পরিমাণ লালার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া, মুখেই আংশিকভাবে পরিপাক পায়। কাজেই এই জাতীয় খাদ্যগুলি যথাসাধ্য ভাল করিয়া চিবানো উচিত।

বক্ষোস্থি যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত নিম্নেই কতকটা ব্যাগ-পাইপ্ নামক বাদ্যযন্ত্র অথবা ভিস্তির মশকের ন্যায় একটি নাতিক্ষুদ্র থলি আছে; উহার নাম **পাকস্থলী** (Stomach)। এই যন্ত্রটি স্থিতিস্থাপক তন্তুদ্বারা তৈয়ারি বলিয়া অতিরিক্ত আহার্যদ্রব্য প্রবেশ করিয়া, ইহাকে যথেষ্ট বিস্ফারিত করিতে পারে।

মুখ-গহ্বরের শেষপ্রান্ত হইতে পাকস্থলীর ঊর্ধ্বপ্রান্ত পর্যন্ত একটি ফাঁপা মাংসময় নল সংযোজিত রহিয়াছে। এই নলের নাম **অন্ননালী**। চর্বিত খাদ্যগ্রাস কাদার ন্যায় নরম হইয়া উহার মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে গমন করে। খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছিবামাত্র উহার ভিতরকার গাত্র চুঁয়াইয়া একপ্রকার রস নির্গত হয়। তাহার নাম **পাচক রস** (Gastric juice)। এই রসে মূলত Hydrochloric acid মিশ্রিত থাকে। খাদ্যমধ্যস্থ আমিষ জাতীয় উপাদানের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে পাচক রস পরিপাটিভাবে মিশিয়া, তাহাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় বিশ্লিষ্ট করিয়া, রক্তে মিশিবার উপযোগী করিয়া দেয়। দুগ্ধ ও তজ্জাতীয়

চিত্র নং ৪।

(ক) ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় (খ) শ্বাসনালী (গ) অধিজিহ্বা (ঘ) মুখ-গহ্বর (ঙ) অন্ননালী (চ) হৃৎপিণ্ডের অবস্থান-ক্ষেত্র (ছ) পাকস্থলী (জ) গ্রহণী বা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ (ঝ) যকৃৎ (ঞ) বৃহদন্ত্র (ট) ক্ষুদ্রান্ত্র (ঠ) বৃহদন্ত্রের প্রবেশ-দ্বার (ড) পিত্তথলী (ঢ) মূত্রস্থলী।

পদার্থগুলি পাকস্থলীর মধ্যে গিয়া Renin নামক একপ্রকার রসের শক্তিতে অনেকটা দধির ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয় এবং তন্মধ্যস্থ আমিষ (ছানা) অংশ পরিপাক পাইয়া থাকে।

পাকস্থলীর ঊর্ধ্বভাগে একটি ছিদ্র যেমন অন্ননালীর সহিত সংযুক্ত, তাহার নিম্নপ্রান্তে আর একটি ছিদ্র সেইরূপ **ক্ষুদ্রান্ত্র** নামক একটি প্রকাণ্ড নলের সহিত যুক্ত। ক্ষুদ্রান্ত্র পেঁপের ডাঁটার ন্যায় সরু, লম্বে প্রায় তের হাত, উহার ব্যাস প্রায় পউনে এক ইঞ্চি। ইহা আমাদের পেটে অল্প পরিসরের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে। আমিষ উপাদান পরিপাক পাইবার পর পাকস্থলী হইতে খাদ্যমণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশে নামিয়া আসে। উহার প্রথমাংশটি স্বভাবত অনেকটা ইংরাজী u অক্ষরের ন্যায় বক্রাকার ধারণ করিয়া অবস্থান করে; ইহার বিশেষ নাম **গ্রহণী** (Duodenum)। এইস্থানে যকৃৎ-গাত্র-লগ্ন 'পিত্তস্থলী' নামক একটি ক্ষুদ্র থলির মধ্য হইতে পিত্তরস ও 'অগ্ন্যাশয়' (Pancreas) নামক অন্য একটি যন্ত্র হইতে অগ্ন্যাশয়-রস গড়াইয়া আসিয়া, খাদ্যমণ্ডের সহিত মিশিতে থাকে। এই দুইজাতীয় রস শালি ও স্নেহজাতীয় উপাদানগুলিকে পরিপাক করে।

গ্রহণী হইতে খাদ্যমণ্ড কুণ্ডলীকৃত ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করিতে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যভাগেও একপ্রকার রস নিঃসৃত হইয়া থাকে; উহার সংস্পর্শে পরিপাকাবশিষ্ট সকল প্রকার উপাদানই নিঃশেষে হজম হইতে চেষ্টা করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর-গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ সংলগ্ন থাকে। সেইজন্য ক্ষুদ্রান্ত্রের এই অংশ কতকটা লাহোরী ধোসার মতো কোমল অথচ ঈষৎ খস্‌খসে বোধ হয়। এই ব্রণগুলির মধ্যে আস্তৃত থাকে একপ্রকার

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল; উহাদের নাম **পয়নালিকা** (Lacteals)। পরিপাক-প্রাপ্ত, তরল ও সফেন স্নেহোপাদানগুলি পয়নালিকাগুলির দ্বারা শোষিত কক্ষকটি গ্রন্থির মধ্যে পরিশ্রুত হইয়া, একটি নলের সাহায্যে ঊর্ধ্ব দিকে উঠিয়া, গ্রীবামূলে একটি শিরার রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়।

পরিপাকপ্রাপ্ত, জলীয়াংশ-মিশ্রিত আমিষ ও শালিজাতীয় উপাদানের কণিকাগুলি ক্ষুদ্রান্ত্র-গাত্রস্থ অসংখ্য সরু সরু নালী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, পরিশেষে **প্রতিহারিণী মহাশিরা** নামক একটি বৃহৎ শিরার রক্তস্রোতে আসিয়া মিশ্রিত হয়। তারপর ঐ খাদ্যোপাদানপূর্ণ প্রতিহারিণী মহাশিরার রক্ত যকৃতে (Liver) আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে শালি উপাদান একপ্রকার সূক্ষ্মদানাযুক্ত শর্করায় পরিণত হইয়া সঞ্চিত থাকে। আমিষ উপাদানেরও কতকাংশ পরিবর্তিত হইয়া শরীরের পোষণ ও বৃদ্ধির কার্যে নিয়োজিত হয়, বাকি অংশ প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

খাদ্যদ্রব্যের অসার, অপরিপাকপ্রাপ্ত অংশগুলি ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে একটু একটু করিয়া শেষে বৃহদন্ত্রে নামিয়া আসে। **বৃহদন্ত্র** (Colon or Large intestine) প্রায় চারিহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ ও ক্ষুদ্রান্ত্র অপেক্ষা একটু বেশি স্থূল। বৃহদন্ত্রের গাত্র-সংলগ্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল-সাহায্যে অ-জীর্ণ খাদ্যদ্রব্যের মধ্য হইতে কতক পরিমাণ জল শোষিত হইয়া শরীরের রক্তপ্রবাহে মিশিয়া যায়। অবশিষ্ট অংশ অপেক্ষাকৃত কঠিনাকার প্রাপ্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া, মলকোষ্ঠে (Rectum) অবতরণ করে। যথাসময়ে উহা মলরূপে নির্গত হইয়া যায়।

একবার পূর্ণাহারের পর খাদ্যসমূহ সর্বপ্রকার পাচক-রসের দ্বারা যথোচিত পরিপাক পাইতে চার হইতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লয়; অসার অংশগুলি মলে পরিণত হইতে আরো ৮-১০ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়।

চতুর্থ পটল

নরদেহের পরিচয় (পূর্বানুবৃত্তি)

শ্বাসযন্ত্র

জীবিতের প্রধান লক্ষণই হইল শ্বাসক্রিয়া। দেড় মিনিট কাল নাসা-পথ বন্ধ রাখিয়া শ্বাস-গ্রহণের কার্য স্থগিত রাখিলেই আমরা দারুণ কষ্ট অনুভব করি। তিন-চারি মিনিট কাল নাসাপথে বায়ু প্রবেশ না করিলে, আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারি। বায়ু-মধ্যস্থ অক্সিজেন বাষ্পই আমাদের প্রাণধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা আমরা সকলেই জানি; কিন্তু কি ভাবে কোন্ কোন্ যন্ত্র-সহায়ে আপনা-আপনি শ্বাসক্রিয়া চালিত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন।

শ্বাসযন্ত্র বলিতে আমাদের বক্ষ-গহ্বরের প্রায়-সমস্ত স্থানটুকু জুড়িয়া যে 'ফুস্‌ফুস্' (Lungs) নামক যন্ত্র দুইটি অবস্থান করে, তাহাদিগকে বুঝায়। নাসা-বায়ুর গন্তব্যস্থল হইল এই ফুসফুস্‌দ্বয়। ইহাদের কথা বলিবার পূর্বে নাসাবায়ু প্রথমত যে যে যন্ত্রের মধ্য দিয়া গমন করে, সেগুলির একটু পরিচয় দিব।

প্রথমত, নাসিকার কথা ধরা যাক। নাসিকার মধ্যস্থলে লম্বালম্বি একটি তরুণাস্থিময় (অর্থাৎ চ্যাপ্টা নরম হাড় দ্বারা নির্মিত) ত্রিকোণ্ প্রাচীর রহিয়াছে; এজন্য দুইটি নাসাপথের সৃষ্টি হইয়াছে। নাসা-প্রাচীরের

উভয় দিক্ এবং নাসা-পথের আগাগোড়া সমস্ত অংশই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা মণ্ডিত। **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী** (Mucous membrane) জিনিষটা আর কিছুই নহে—ঈষৎ পুরু, অতি কোমল, রক্তাভ চর্মময় আবরণ বিশেষ; উহা হইতে স্বভাবত একপ্রকার চট্‌চটে রস সামান্য পরিমাণে সর্বদা নিঃসৃত হইতে থাকে। এই রস একটু বেশি পরিমাণে নির্গত হইয়া ঘনীভূত, শ্বেতাভ ও মসৃণ হইলেই তাহাকে আমরা শ্লেষ্মা বলিয়া চিনিতে পারি।

নাসিকার ভিতরের গাত্র ছোট ছোট লোমে আবৃত, তাহা সকলেই জানেন। এইগুলিতে এবং নিত্যক্ষরিত আঠাল রসে বায়ুর ধূলি ও আবর্জনা-কণিকাসমূহ যথাসাধ্য আট্‌কাইয়া যায়। নাসা-পথের অভ্যন্তর-ভাগে ক্ষুর ন্যায় মোচ্‌ড়ানো তিনটি অস্থি আছে। ঐ অস্থিগুলিও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা মোড়া। ইহাতে অল্প পরিসরের মধ্যে আঁকা-বাঁকা অনেকখানি সুরঙ্গ-পথ তৈয়ারি হইয়াছে। নাসাবায়ু ঐ পথটুকু আগাগোড়া ভ্রমণ করিয়া, কতকটা নির্মল ও তপ্ত হইয়া, তবে গলকক্ষের দিকে অগ্রসর হয়।

মুখাভ্যন্তরের শেষ অংশ ও গলার ভিতরকার উপরাংশ যেখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহাকেই **গলকক্ষ** (Pharynx) বলে। গলকক্ষের মাথায় মাংসময় ভাঁজের মধ্যে আমাদের আল্‌জিভটি সংস্থিত। গলকক্ষের নিচের দিকে দুইটি নালী বুকের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। গলার বাহির হইতে যে নালীটি আমরা স্পর্শের দ্বারা অনুভব করিতে পারি, তাহার নাম **শ্বাসনালী** (Trachæ); উহার পশ্চাতে গলার ভিতর দিকে রহিয়াছে অন্ননালীর ঊর্ধ্বাংশ।

শ্বাসনালীর উপরের দিকে তরুণাস্থিময় একটি পাৎলা ঢাক্‌নি বা

ছিপির ন্যায় বস্তু আছে ; ইহার নাম **অধিজিহ্বা** (Epiglottis)। যখনই আমরা খাদ্য বা পানীয় গলাধঃকরণ করি, তৎক্ষণাৎ অধিজিহ্বা শ্বাসনালীর মুখটি আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। কাজে কাজেই খাদ্য ও পানীয় শ্বাসনালীর মধ্যে না আসিয়া, অন্ননালীর মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করে। অন্যসময় অধিজিহ্বা শ্বাসনালীর মুখটি খুলিয়া রাখে—যাহাতে সর্বদা এস্থান দিয়া বায়ু চলাচল করিতে পারে।

শ্বাসনালী একটি পেশীময় ফাঁপা সরু নল বিশেষ। ইহারই উপরিভাগে এক জোড়া ক্ষুদ্র অস্থি-ফলকের আড়ালে আমাদের স্বরযন্ত্র অবস্থিত। শ্বাসনালী গলদেশের নিম্নপ্রান্তে আসিয়া, দুইটি ক্ষুদ্র তির্যক্ নলে বিভক্ত হইয়া, বুকের দুই দিকে বিসারিত হইয়া রহিয়াছে। এই শাখা-নল দুইটির নাম **ক্লোম-নালিকা** (Bronchi)। বৃক্ষ-শাখার যেমন প্রশাখা-পল্লব আছে, তেমনি ক্লোমনালিকা হইতে আরো অসংখ্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর নালিকা বাহির হইয়াছে। ঐগুলি শেষে এক-একটি চুলের টুক্‌রার ন্যায় ক্ষীণকায় হইয়া গিয়াছে। এই অপেক্ষাকৃত সরু নলগুলিকে বলা হয় **অনুক্লোম-নালিকা** (Bronchioles)।

অসংখ্য অনুক্লোম-নালিকার প্রত্যেকটির শেষপ্রান্তে অতি সূক্ষ্মাকার আঙ্গুর বা খেলার বেলুনের ন্যায় বায়ুকোষ (Air-cells) গায়ে-গায়ে ঠাসাঠাসি করিয়া সজ্জিত রহিয়াছে। অনুক্লোম-নালিকা ও বায়ুকোষসমূহ সমেত বক্ষের দুইদিকে দুইটি বেগুনি রঙের যে বড় পিণ্ডাকার বস্তুদ্বয় গঠিত হইয়াছে, তাহাদের নামই **শ্বাসযন্ত্র** বা **ফুস্‌ফুস্** (চিত্র ৪-ক)। সিল্কের চাদরের ন্যায় পাৎলা ও মসৃণ একখানি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দুই ভাঁজ করিয়া ফুস্‌ফুস্ দুইটির চতুর্দিকে আল্‌গাভাবে জড়ানো আছে। এই

চাদরখানি উঠাইয়া ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তর-ভাগ দেখিলে, উহাকে অনেকটা স্পঞ্জ্ বা মৌচাকের মতো মনে হয়। হৃৎপিণ্ডটি হৃদয়-গহ্বরের বামদিকের কতকাংশ অধিকার করিয়া আছে বলিয়া, স্বভাবত বাম ফুস্‌ফুস্‌টি দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ অপেক্ষা একটু ছোট হয়।

ফুস্‌ফুসদ্বয়ের মধ্যে কতগুলি বায়ুকোষ আছে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক-একটি বায়ুকোষের দৈর্ঘ্য ১/১০০ ইঞ্চির অধিক নহে, এবং এইরূপ প্রায় ষাট্ লক্ষ বায়ুকোষ আমাদের প্রত্যেকের দেহে অবস্থান করিতেছে। এই কোষগুলির গাত্র জল-বুদ্বুদের ন্যায় পাৎলা ; সেইজন্য উহার মধ্য দিয়া বায়বীয় পদার্থ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। বায়ু-কোষগুলির বহির্গাত্রে চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম অসংখ্য রক্তবাহী নালী লাগিয়া রহিয়াছে। ইহাদের গাত্রও অনুরূপ পাৎলা।

এক্ষণে শ্বাসক্রিয়া কি ভাবে চালিত হয়, তাহা জানা আবশ্যক। আমরা নাসাপথে যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহার নাম **প্রশ্বাস** ; যে বায়ু নাসাপথ দিয়া পরিত্যাগ করি, তাহার নাম **নিঃশ্বাস**। প্রশ্বাস লওয়া ও নিঃশ্বাস ফেলার নাম **শ্বাসক্রিয়া** (respiration)। সুস্থ, বয়স্ক ব্যক্তি প্রতি মিনিটে চৌদ্দ-পনেরো বার শ্বাসক্রিয়া পরিচালন করে ; অল্পবয়স্কদিগের বড় জোর মিনিটে আঠারো বার। রোগীদের তেইশ-চব্বিশ বা ততোধিক বার। প্রতিবারে আমরা প্রশ্বাসের সহিত এক সের হইতে দেড় সের বায়ু ফুস্‌ফুসে টানিয়া লই।

প্রশ্বাস-বায়ু নাসাপথ ও গলকক্ষ দিয়া শ্বাসনালীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, ও ক্লোমনালিকার ভিতর দিয়া অসংখ্য বায়ুকোষগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেগুলিকে ফুলাইয়া তুলে। কাজে-কাজেই বক্ষ-গহ্বরে

প্রশ্বাস আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় ও তৎসহিত বক্ষের প্রধান প্রধান পেশীগুলিকে ঈষৎ উত্থিত হইতে দেখা যায়।

বায়ুকোষসমূহের গাত্র-সংলগ্ন সরু সরু রক্তবাহী নালীর মধ্যে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা সর্বদা শরীরের আবর্জনাস্বরূপ কার্বনিক্ অ্যাসিড্ বা কার্বন্-ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প বহন করিয়া আনে। প্রশ্বাস প্রতিবার যখনই বায়ুকোষগুলির মধ্যে আসে, তখনই ওই রক্তবাহী নালীসমূহের মধ্য হইতে কতকটা পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ বাষ্প ও যৎকিঞ্চিৎ জলীয় বাষ্প বাহির হইয়া, বায়ুকোষগুলির মধ্যে চলিয়া আসে, এবং বায়ুকোষগুলির মধ্য হইতে কতকটা পরিমাণ অক্সিজেন বাষ্প বাহির হইয়া ঐ রক্তস্রোতের মধ্যে আশোষিত হইয়া যায়। পরমুহূর্তেই তলদেশ হইতে দ্বিভাজিকার চাপ্ পাইয়া ঐ কার্বন্-ডাইঅক্সাইড্-বহুল বায়ু ফুস্‌ফুসের ভিতর হইতে বাহির হইয়া যায়। এই প্রত্যাগত নাসা-বায়ুকেই আমরা নিঃশ্বাস বলি।

এইভাবে আমাদের দেহ প্রতিনিয়ত বায়ু হইতে অক্সিজেন লইয়া ও তাহাতে কার্বন-ডাইঅক্সাইড্ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণধারণের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে। উপরিবর্ণিত রক্তবাহী নালীসমূহের অক্সিজেন-বহুল রক্তস্রোত হৃৎপিণ্ডে গিয়া তথা হইতে শরীরের সর্বাংশে ছড়াইয়া পড়ে। পুনরুক্তি সত্ত্বেও বলিতেছি, অক্সিজেন আমাদের শরীরের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় খাদ্য বিশেষ। উহা আমাদের শরীরের রক্ত শোধন ও সুপরিষ্কৃত করিয়া দেয়, নাড়ীসমূহকে কর্মক্ষম রাখে, শরীরের অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলি ও রোগ-বীজাণুগুলিকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করে, স্নেহ ও শালি জাতীয় খাদ্যকণিকাগুলিকে মৃদু মৃদু পুড়াইয়া শরীরে কর্মশক্তি ও তাপ জনন করে।

রক্ত, রক্তবাহী নালীসমূহ ও হৃৎপিণ্ড

এক্ষণে রক্ত জিনিষটি কি, তৎসম্বন্ধে একটু পরিচয় লওয়া উচিত। প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রায় পাঁচ সের হইতে সাড়ে পাঁচ সের রক্ত থাকে। খাদ্য পরিপাক পাইবার পর, তাহার বিভিন্ন জাতীয় সারাংশ রক্তস্রোতে আসিয়া মিশ্রিত হয়। রক্ত ঐ খাদ্যকণিকাগুলি শরীরের সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া গিয়া, কোষাণুগুলির পরিপোষণ করে। সুতরাং রক্ত আমাদের দেহরাজ্যের রশদ-সরবরাহ-বিভাগ। উহা স্থূলত তিন প্রকার উপাদানে গঠিত; যথা,—(ক) লোহিতকণিকা, (খ) শ্বেতকণিকা, ও (গ) লসীকা বা রক্তরস।

এক ফোঁটা রক্ত লইয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে দেখিলে, উহার মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণের চাকৃতি দেখা যায়। ইহাদের নাম **লোহিতকণিকা** (Red Blood Corpuscles)। এইগুলি রক্তের জলীয়ভাগের উপর কতকগুলি একত্রে জটলা পাকাইয়া ভাসে বলিয়া রক্তের বর্ণ লাল দেখায়। একটি ক্ষুদ্রতম বিন্দু রক্তে কিছু কম-বেশি পঞ্চাশ লক্ষ লোহিতকণিকা থাকে। লোহিতকণিকার কার্যকারিতা প্রধানত দ্বিবিধ; যথা—(১) ফুস্‌ফুস্ হইতে অক্সিজেন্ বাষ্প শোষণ করিয়া লইয়া কোষাণুসমূহকে বিতরণ করা, (২) শরীরের সকল অংশ হইতে কার্বন্-ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া ফুস্‌ফুসে পৌছাইয়া দেওয়া।

ইতঃপূর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) অম্বাণুদের (amœba) কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। **শ্বেতকণিকাদের** (White Blood Corpuscles) দেহ অম্বাণুর ন্যায় আঠাল মৌলধাতু-দ্বারা নির্মিত বলিয়া ইহারা

ইচ্ছামতো নিজ শরীরের গঠন-ভঙ্গী পরিবর্তিত করিতে এবং সময়-বিশেষে কতকপরিমাণে গতিশক্তি লাভ করিতেও পারে। শ্বেতকণিকারা লোহিতকণিকা অপেক্ষা বড় হইলেও আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য নহে। একটি ক্ষুদ্রতম বিন্দু রক্তের মধ্যে সাত-আট হাজার শ্বেতকণিকা থাকে; শিশুদের শরীরে আরো দুই-তিন হাজার বেশি থাকিতে দেখা যায়।

শ্বেতকণিকাগুলি আমাদের দেহদুর্গের বিশ্বস্ত রক্ষীসৈন্যের ন্যায়। শরীরে কোনো এক স্থলে রোগবীজাণু আসিয়া উপস্থিত হওয়ামাত্র তখনই সে খবর উহাদের প্রায় সকলেই জানিতে পারে। স্থানীয় শ্বেতকণিকারা তো বটেই, দূরবর্তী শ্বেতকণিকারাও রক্তস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে—এমন কি অনেক সময় রক্তবাহী নালীগুলির প্রাচীর ভেদ করিয়া, উপদ্রুত অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং জীবাণুদের সহিত প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। এক-একটি শ্বেতকণিকা রাক্ষসের মতো ক্রমাগত রোগবীজাণুগুলিকে বেড়িয়া ধরিয়া, নিজেদের শরীরের মধ্যে পুরিয়া হজম করিয়া ফেলে। এইভাবে কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েকদিনের মধ্যেই স্থানটি রোগবীজাণুশূন্য হইয়া যায়।

কিন্তু সকল সময় ও সর্বক্ষেত্রে নহে। রোগ-বীজাণুরা শরীরে প্রবেশ করিয়া একটু অনুকূল ক্ষেত্র পাইলেই দ্রুতগতিতে সংখ্যায় বাড়িতে থাকে এবং তাহাদের দেহ হইতে একপ্রকার উগ্র বিষ (toxin) নিঃসৃত করিয়া, শ্বেতকণিকাদের নির্জীব করিবার প্রয়াস প্রায়। শ্বেত-কণিকারাও তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত অনেক সময় সংখ্যায় কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় বটে; কিন্তু যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বেতকণিকারা পরাস্ত হইয়া যায়। তখনই শরীরে রোগ-লক্ষণ পূর্ণপ্রতাপে প্রকাশ পায়।

লসীকা হইল রক্তের মূলবস্তু, একপ্রকার হরিদ্রাভ পাৎলা রস; ইহার মধ্যেই শ্বেতকণিকা ও লোহিতকণিকাসমূহ অবস্থান করে ও কার্যক্ষম থাকে। পরিপাকের পর খাদ্যদ্রব্যের সূক্ষ্ম সারাংশ ও জলীয়াংশ লসীকার সহিতই মিশ্রিত হয়। কোনস্থানের চর্ম কাটিয়া অল্পস্বল্প রক্তপাত হইতে থাকিলে, লসীকার মধ্যে একপ্রকার মশলা আছে, যাহা অল্পক্ষণের মধ্যেই কর্তিত মুখে রক্ত জমাইয়া দেয়। লসীকা-মধ্যে বিবিধ রোগ-বীজাণুদের বিষক্রিয়া নিরাকরণের নিমিত্ত একপ্রকার **প্রতিবিষ** (Antibodies) সৃজনের শক্তিও নিহিত থাকে।

রক্তবাহীনালীগুলি তিন প্রকারের; যথা—ধমনী, শিরা, জালক। ইহাদের বিশেষ পরিচয় লইবার অব্যবহিত পূর্বে একটা ছোট-খাটো উপমার সাহায্য লইলে ভালো হয়।...বড় বড় শহরে ছোট-বড় নানা আকারের কলাই-করা লৌহনলের মধ্য দিয়া প্রতিবাড়ীতে নির্মল জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। আবার এই নির্মল জলের অধিকাংশ আমাদের ব্যবহারের পর অপরিষ্কৃত অবস্থায় নর্দামার নলের মধ্য দিয়া দূরান্তরে নীত হয়। অধুনা বিদেশের কোনো কোনো শহরে ঐ অপরিষ্কৃত জলই ব্যাপক রাসায়নিক উপায়ে পরিশ্রুত ও পরিশুদ্ধ করিয়া, পুনরায় ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

আমাদের শরীরে রক্ত-সঞ্চালন-ব্যাপারটি নল-মধ্য দিয়া উভয়বিধ জল যাতায়াতের অনুরূপ। রক্তবাহী নালীগুলি আর কিছুই নহে, জলবাহী নলের ন্যায় মাংসপেশীময় ফাঁপা নল বিশেষ,—ইহাদের মধ্য দিয়া সর্বদা রক্ত চলাচল করিতেছে। মধ্যমাঙ্গুলি-মূলের ন্যায় মোটা হইতে চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম রক্তবাহী নালী আমাদের শরীরের ক্ষুদ্রতম অংশটিতে পর্যন্ত আস্তৃত রহিয়াছে। রক্তই—খাদ্য, জল ও বায়ুমধ্যস্থ অক্সিজেন্

বহন করিয়া শরীরের সর্বজাতীয় কোষাণুকে যোগান্ দিয়া থাকে। যে সকল ছোট-বড় ও শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত রক্তবাহী নালী সারবহুল শুদ্ধ রক্ত বহন করে, তাহাদের নাম **ধমনী** (Arteries)। ইহারা যেন দেহ-নগরের নির্মল জলের নল।

শুধু তো পুষ্টি যোগাইলেই চলিবে না, প্রতি কোষাণু হইতে আবর্জনাসমূহ দূরীভূত করা চাই—দগ্ধ, ক্ষয়প্রাপ্ত, মৃত ও মৃতকল্প জীবাণুগুলিকে বহিষ্কার করিয়া দিবার ব্যবস্থা চাই। এজন্য অন্য যে শ্রেণীর রক্তবাহী নল আছে, তাহাদের নাম **শিরা** (Veins)। ইহারা যেন ময়লা জলের নর্দামা। শিরা-মধ্যস্থ রক্ত মালিন্যময় বলিয়া ঈষৎ কৃষ্ণাভ হয়।

এক-একটি ধমনী শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে করিতে, কিছু দূর গিয়া ক্রমশ কতকগুলি চুলের ন্যায় সরু নলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে খানিকটা জায়গায় বিস্তৃত হইয়া, স্থানীয় কোষাণুদিগকে পুষ্টি সরবরাহ এবং জঞ্জাল সংগ্রহ করার সুবিধা হয়। জালের ন্যায় ছড়ানো থাকে বলিয়া ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে **জালক** (Capillaries)। এই জালকসমূহের মুখগুলি আবার কমিতে কমিতে একটি অপেক্ষাকৃত বড় নলে পরিণত হয়; তাহাই হইল শিরা—শরীরের আবর্জনাবাহী নর্দামা। সুতরাং জালকের একধারে ধমনী, অন্যধারে শিরা থাকে।

রক্ত খাদ্যসারাংশ- ও পানীয়পূর্ণ হয় প্রধানত পাকাশয় হইতে এবং অক্সিজেনপূর্ণ হয় ফুস্‌ফুসদ্বয় হইতে—তাহা পূর্বেই অবগত হইয়াছি। কিন্তু শিরাসমূহের দ্বারা শরীরের অপরিষ্কৃত রক্ত বাহিত হইয়া জমায়েৎ হয় কোথায়,—পরিষ্কৃত রক্তই বা ধমনীগুলির মধ্যে পাঠাইয়া দেয় কোন্ যন্ত্র? এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের বক্ষগহ্বরের

বামদিকে রহিয়াছে **হৃৎপিণ্ড** বা **হৃদয়** (Heart)। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শরীরের সমস্ত অপরিষ্কৃত রক্ত শিরাসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া হৃৎপিণ্ডে আসে, এবং হৃৎপিণ্ড হইতে পরিষ্কৃত রক্ত ধমনীগুলি-কর্তৃক শরীরের সর্বত্র বিতরিত হয়।

হৃৎপিণ্ড দেখিতে অনেকটা বড় নোনা ফলের মতো; বলিষ্ঠ ব্যক্তির হস্তমুষ্টি অপেক্ষা কিছু বড়। উহার গাত্র কোনস্থলে অর্ধ-ইঞ্চি, কোন স্থলে সিকি ইঞ্চি পুরু, ভিতর দিক ফাঁপা। উহা মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর দ্বারা লম্বালম্বি দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশে আবার দুইটি করিয়া কক্ষ; উপরিতলের কক্ষটি অপেক্ষাকৃত ছোট। সুতরাং সমগ্র হৃদয়ে চারিটি ছোট-বড় কক্ষ আছে।

শরীরের সমস্ত অংশ হইতে অবিশুদ্ধ শোণিত নানা শিরা-উপ-শিরা কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া, তিনটি বড় শিরার মধ্যে আসিয়া পতিত হয়। এই শিরা তিনটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিকের উপর-কক্ষের সহিত যুক্ত। সুতরাং একটু একটু করিয়া যত আবর্জনাপূর্ণ রক্ত ঐ কক্ষের মধ্যে আসে এবং রক্তে পূর্ণ হইবামাত্র, উহার তলদেশের ছিদ্রটি খুলিয়া যায়। তখন উপর-কক্ষের দেওয়াল সঙ্কুচিত হইয়া ঐ অপরিষ্কৃত রক্তকে নিচের কক্ষে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দেয়। নিম্নকক্ষের ঊর্ধ্বপ্রান্তে একটি দ্বিশাখাবিশিষ্ট রক্তবাহী নল আছে। নিম্নকক্ষ আবার সঙ্কুচিত হইয়া এই নলের মধ্য দিয়া অপরিষ্কৃত রক্তকে ফুস্‌ফুসের দিকে পাঠাইয়া দেয়। ঐ রক্তবাহী নলের শাখাদ্বয় অসংখ্য জালকে পরিণত হইয়া, দুই ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষগুলির গাত্রে নিবিড়ভাবে লাগিয়া রহিয়াছে। বায়ুকোষসমূহ হইতে অক্সিজেন শোষণ করিবামাত্র তন্মধ্যস্থ কৃষ্ণাভ অশুদ্ধ রক্ত উজ্জ্বল গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করে।

ফুস্‌ফুস্ প্রদেশের জালকগুলির অন্য প্রান্তসমূহ ক্রমশ একত্রিত হইয়া, আবার আর এক জোড়া বড় রক্তবাহী নল গঠন করিয়াছে। বিশুদ্ধ রক্ত এই নলদ্বয়ের ভিতর দিয়া হৃৎপিণ্ডের বামদিকের উপর-কক্ষের মধ্যে আসিয়া পড়ে। আসিবামাত্র তাহার তলদেশের কপাট খুলিয়া যায় এবং উপরের কক্ষ সঙ্কুচিত হইয়া সেই বিশুদ্ধ রক্তটুকুকে নিম্ন-কক্ষে পাঠাইয়া দেয়। নিম্নকক্ষের ঊর্ধ্বপ্রান্তে আবার একটি তোরণাকার মোটা ধমনীর মুখ সংযুক্ত রহিয়াছে। নিম্নকক্ষটি সঙ্কুচিত হইয়া এই ধমনীর ভিতর সবেগে পূর্বোক্ত রক্তকে প্রেরণ করে। জলের main pipe স্বরূপ বৃহৎ ধমনীটি উপরে-নিচে সর্বত্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া, বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছে।

হৃদয়ের উভয় বিভাগের উপরের কক্ষদুইটি একই সময়ে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। পরক্ষণে নিচের কক্ষ দুইটিও যুগপৎ সঙ্কুচিত-প্রসারিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের কক্ষগুলির রক্তগ্রহণ ও সঙ্কুচিত হইয়া রক্তপ্রেরণ-কার্য সুস্থ ব্যক্তির দেহে ৭০-৭২ বার সাধিত হয়। এই ব্যাপারটিকে আমরা সোজা কথায় বলি **হৃৎস্পন্দন**। বামদিকস্থ নিম্নকক্ষের সঙ্কোচন-দ্বারা ধমনী-মধ্যে প্রেরিত রক্ত-প্রবাহ আমরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-মূলের নিচে মণিবন্ধের (বহিঃপ্রকোষ্ঠীয় ধমনীর) উপর মৃদুভাবে অঙ্গুলি-স্থাপন করিলেই স্বচ্ছন্দে অনুভব করিতে পারি ; উহাকেই 'নাড়ী দেখা' (to feel the pulse) বলা হয়। অসুস্থ অবস্থায় এবং কায়িক পরিশ্রম-কালে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন-প্রসারণের হার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

মল, মূত্র, ঘর্ম প্রভৃতি নির্গম-যন্ত্র

আমরা যাহা খাই, তাহার সমস্ত অংশই সারে পরিণত হইয়া রক্তে

গিয়া মিশে না। উহার কতকাংশ, বহুক্ষেত্রে অর্ধেকেরও বেশি, অপাচিত-ভাবে মলে রূপান্তরিত হইয়া শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। ফল-মূলের খোসা, শাক-পাতা-কন্দমূলের ছিব্‌ড়া, শস্যের আবরণ, রাঁধুনি, ঝিরা, লঙ্কার বীজ প্রভৃতি মশলায় সেলুলোজ্ নামক একপ্রকার দুষ্পাচ্য পদার্থ থাকে, যেগুলি কোনপ্রকার পাচক রসের ক্রিয়ায়ই সূক্ষ্ম সারভাগে পরিণত হইয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী হয় না। আহার-কালে অতিরিক্ত জল পান করিলেও পাচকরসগুলি নির্বীর্য হইয়া যায়, ফলে খাদ্যদ্রব্য যথারীতি পরিপাক হইতে পারে না। খাদ্যের অসার অংশগুলি অল্প-বিস্তর পচিয়া ও অম্লধর্মী হইয়া বৃহদন্ত্রের শেষপ্রান্তস্থ মলকোষ্ঠে (Rectum) আসিয়া সঞ্চিত হয়। মলের বেগ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে মলদ্বার খুলিয়া যায় এবং মলকোষ্ঠ ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া তাহার ভিতরকার বস্তুগুলি নিষ্কাষিত করিয়া দেয়।

বৃক্কদ্বয় (Kidneys)—আমাদের মূত্র-প্রস্তুতের যন্ত্রবিশেষ। কটি-দেশের অভ্যন্তরে, পৃষ্ঠের দিকে, মেরুদণ্ডের দুইপার্শ্বে বৃক্কযুগল অবস্থান করে। বৃক্কদ্বয় প্রতিনিয়ত আমাদের রক্ত-প্রবাহকে পরিষ্কার করিতেছে এবং উহা হইতে আবর্জনা-মিশ্রিত জলীয়াংশ টানিয়া লইয়া মূত্ররূপে মূত্রস্থলীর মধ্যে পাঠাইয়া দিতেছে। হৃৎপিণ্ড হইতে নিয়াভিমুখী বৃহৎ-ধমনীটির দুইটি শাখা-ধমনী সোজাসুজি বৃক্কদ্বয়ের মধ্যে আসিয়া, উহাদের মধ্যে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও জালকের সৃষ্টি করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রবহমাণ রক্ত একপ্রকার জটিল পরিস্রবণ-প্রক্রিয়ায় তাহার জলীয়াংশের কতকটা বর্জন করে ; সঙ্গে সঙ্গে **বৃক্কীয় কণিকা** (Renal cells) নামক এক জাতীয় কোষাণুপুঞ্জ রক্তের ইউরিয়া ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ এবং কতকটা লবণাংশ শোষণ করিয়া, ঐ পৃথকীকৃত জলের মধ্যে মিশাইয়া দেয়। ঐ জলই মূত্রে

পরিণত হইয়া, বিন্দু বিন্দু-ভাবে দুইটি সরু বক্র নলের মধ্য দিয়া **মূত্রাশয়** বা **মূত্রস্থলীর** (Bladder) ভিতর আসিয়া পতিত হয়।

ঘর্মস্রাবী গ্রন্থিসমূহের কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। রক্ত যখন অন্তস্ত্বকের চতুর্দিকে অসংখ্য জালকের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তখন ঘর্মস্রাবী গ্রন্থিগুলি রক্তের মধ্য হইতে কিছু জলীয় ভাগ ও আবর্জনা আপনাদের মধ্যে টানিয়া লইয়া ঘর্ম তৈয়ারি করিয়া ফেলে। গ্রন্থিগুলি ঘর্মে পরিপূর্ণ হইয়া আসিলেই উহাদের গাত্র সঙ্কুচিত হইয়া, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালিকা-পথে অতিরিক্ত ঘর্ম চর্মের উপরিভাগে বাহির করিয়া দেয়। তরল অথবা বাষ্পাকারে ঘর্ম-নিঃস্রাব অবিশ্রান্ত চলিতেছে।

আমাদের ফুস্‌ফুস্ বা শ্বাসযন্ত্রকেও নির্গম-যন্ত্রাবলীর অন্যতম বলিয়া মনে করিতে হইবে; কারণ শরীরের অবশ্যপরিত্যজ্য কার্বণ-ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প ইহারই কৃপায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়।

রসবাহী নালী ও রসস্রাবী গ্রন্থিসমূহ

দেহের মধ্যে এমন অনেক পেশী আছে, যাহারা কোন জালকের নিকটবর্তী নহে, অর্থাৎ যাহাদের নিকট কোন জালক-বাহিত রক্ত পৌঁছায় না। তাহারা কেমন করিয়া পুষ্টিলাভ করে—কিভাবে তাহাদের আবর্জনাসমূহ দূরান্তরে প্রেরণ করে?—রসবাহী নালীর দ্বারা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী ও শোণিত-জালকের পাৎলা গাত্র চুঁয়াইয়া যে রস (অর্থাৎ লোহিতকণিকা-বর্জিত রক্ত) বাহির হয়, তাহা সাদরে সংগৃহীত হয় রসবাহী নালীগুলির দ্বারা। তন্তসমূহকে রসে অভিষিক্ত করিয়া, ইহারা উদ্বৃত্ত রস হৃৎপিণ্ড অভিমুখে বহন করিয়া আনে। এই কার্য সাধনের জন্য **রসায়নী-জালক** (Lymphatic capillaries) নামক শোণিত-

জালকের ন্যায় অনেকগুলি নালিকা-গুচ্ছ শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। অনেকস্থলে দেখা যায় যে, একটি ছোট ধমনীর আগাগোড়া রসায়নী-জালক দ্বারা পরিবৃত।

রসবাহী নালীগুলির মাঝে মাঝে এক-একটি ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার প্রায়-নিরেট্ গ্রন্থির সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রন্থি অর্থে—পেশীতন্তুময় ক্ষুদ্র-বৃহৎ আধার বা থলি বিশেষ। ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই রক্তরসের কিছু রূপান্তর সাধিত হয়। প্রধানত শরীরের বড় বড় সন্ধিস্থলে, যথা—বগলে, উরুসন্ধিস্থলে, জানুদেশে, কনুইয়ের নিকট, গলপার্শ্বে, কর্ণমূলে রসগ্রন্থি-সমূহের আধিক্য দেখা যায়। গ্রন্থি হইতে রূপান্তরিত রস উহার গাত্র সংলগ্ন অন্য নালী দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রন্থি-নিঃসৃত রস সাময়িকভাবে স্থানীয় কোনো যন্ত্রের সামান্য কোন উপকার সাধন করিয়া, পরিশেষে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়।

যে-সকল গ্রন্থি রক্ত হইতে লসীকা টানিয়া লইয়া, তদ্বারা কোন নূতন পদার্থ তৈয়ারি করিয়া তাহাকে শরীরের মধ্যেই কোন কাজে লাগায়, তাহাদিগকে বলে **সেচক গ্রন্থি** (Secreting glands)। যেগুলি রক্তের অপ্রয়োজনীয় বা অসার বস্তু ও তৎসহিত জলীয়াংশ শোষণ করিয়া শরীরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করে, তাহাদিগের নাম **রেচক গ্রন্থি** (Excreting glands)।

মুখ-গহ্বরের মধ্যে নিহিত আছে তিনজোড়া 'লালাগ্রন্থি' (Salivary glands); পাকস্থলীর প্রাচীর-গাত্রে প্রোথিত রহিয়াছে বহুসংখ্যক 'পাচক-রসগ্রন্থি' (Gastric glands); নাসিকার মধ্যে সজ্জিত রহিয়াছে বহুসংখ্যক 'শ্লেষ্মা-গ্রন্থিমালা' (Mucous glands); শরীরের বৃহত্তম-গ্রন্থি যকৃতের মধ্যে লোহিতকণিকাগুলিকে ভাঙিয়া-চুরিয়া পিত্ত প্রস্তুত

করা হয় ও পিত্তস্থলীর মধ্যে তাহা সঞ্চিত থাকে; বৃক্কদ্বয় রক্তের অসার জলীয়াংশ পৃথক করিয়া মূত্রাশয়ে পাঠাইয়া দেয়···ইত্যাদি। যকৃৎ, পাচক-রসগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি প্রভৃতি সেচকগ্রন্থির দৃষ্টান্তস্থল; এবং বৃক্কদ্বয় ও ঘর্মগ্রন্থিসমূহ রেচকগ্রন্থির দৃষ্টান্তস্থল।

কিন্তু উপরে যে গ্রন্থিগুলির কথা বলা হইল, সেগুলির প্রত্যেকেরই রস-নিষেকের জন্য এক বা ততোধিক নালী আছে, এবং ইহারা কোন বিশেষ স্থানের কল্যাণের জন্যই নালী-সাহায্যে রসনিঃস্রাব করে। এগুলি সাধারণভাবে **সনালী গ্রন্থি** নামে পরিচিত।

কিন্তু শরীরে এমন কতকগুলি গ্রন্থি আছে, যেগুলির রসনিষেকের কোনো স্বতন্ত্র নালী নাই বা তাহারা স্থানীয় হিতসাধনের নিমিত্ত সচেষ্ট নহে। তাহারা তাহাদের মধ্যে বিশেষগুণসম্পন্ন রস প্রস্তুত করিয়া, সরাসরি রক্তস্রোতের মধ্যে মিশাইয়া দেয় এবং তদ্বারা দৈহিক, মানসিক, প্রকৃতিগত ও চরিত্রগত নানারূপ পরিবর্তন আনয়ন করে। ইহারা **নির্নালী গ্রন্থি-মালা** (Ductless glands or Endocrines) নামে পরিচিত। ইহাদের বিশিষ্ট রসের নাম **অন্তঃস্রাব** (Internal secretion or Incretion)। ইহাদের পরিচয় পরবর্তী একটি পৃথক অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে।

—০—

পঞ্চম পটল

মস্তিষ্ক, নাড়ীতন্ত্র ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়

মনই আসল কর্তা, দেহ তাহার আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র। মনের স্থান কোথায়?—মস্তিষ্কে। অভিনেতারা যে বুকে হাত দিয়া তাঁহাদের মন বা হৃদয়ের স্থান নির্দেশ করেন, তাহা একান্ত ভ্রমাত্মক। বলা বাহুল্য, মস্তিষ্কের অবস্থিতি আমাদের মস্তকের খুলির অভ্যন্তরে। অতি কোমল অথচ প্রয়োজনীয় যন্ত্র বলিয়া ইহাকে ভগবান এত কঠিন আবরণের মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন এবং দেহের শীর্ষভাগে ইহার স্থান-নির্দেশ করিয়াছেন।

মস্তিষ্ক

মস্তিষ্কের পরিচয় দিতে গেলেই প্রথমেই নাড়ী-কোষাণু (Nerve-cells) সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই বোধ হয় চলিবে যে, নাড়ী-কোষাণু এক বিশেষ জাতীয় কোষাণু—যাহার আকার কতকটা মাকড়সার ন্যায়; একটি পা অত্যন্ত বড়, অন্যগুলি অত্যন্ত ছোট ছোট। চিংড়ি মাছের ঠ্যাংয়ের মধ্যে যেরূপ মজ্জা আছে, সেইরূপ প্রত্যেক নাড়ী-কোষাণুর লম্বিত পদের মধ্যস্থলে ধূসরবর্ণের একপ্রকার কোমল নাতিকঠিন বস্তু সূত্রবৎ সংস্থিত; উহার নাম **অক্ষনাড়িকা** (Axis cylinder)। এই অক্ষনাড়িকাগুলিই তাড়িৎশক্তিবৎ কর্মপ্রেরণা

পেশীতন্তুসমূহে বহন করিয়া আনে। এই অণোরণীয়ান্ নাড়ী-কোষাণুর সমন্বয়ে গঠিত সূত্রগুচ্ছ দিয়াই আমাদের নাড়ীগুলি তৈয়ারী। ইহাদের কথা পরে বলিতেছি।

নয় হাজার দুইশত কোটি নাড়ী-কোষাণুর মধ্যে যে পরিমাণ ধূসর বস্তু থাকা সম্ভব, প্রায় সেই পরিমাণ ধূসর বস্তু মোটা সলিতার ন্যায় পাকাইয়া ভাঁজে-ভাঁজে স্তরে-স্তরে সাজাইয়া মস্তিষ্ক গঠিত হইয়াছে। সমগ্র মস্তিষ্কে প্রায় বিয়াল্লিশটি ক্ষুদ্র কেন্দ্র বা বিভাগ আছে। এক-একটি বিভাগে এক-এক প্রকার অনুভূতি-বোধ, আবেগ, প্রবৃত্তি, চিন্তা, অভিলাষ প্রভৃতির উদ্ভব হয়।

অনুমস্তিষ্ক

মস্তিকের পশ্চাদ্ভাগে মস্তিষ্কের যে অংশটি অল্পবিস্তর চ্যাপ্টা বেলের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে, সেইটির নাম **অনুমস্তিষ্ক** (Cerebellum)। অনুমস্তিষ্ক খোদ্ মস্তিষ্ক মহাশয়ের সহকারী এবং ইহা আমাদের শরীরে প্রধানত দুইপ্রকার ক্রিয়া পরিচালনা করে। চলা, উঠা, বসা, দাঁড়ান, প্রভৃতি কার্য করিবার জন্য অঙ্গ-সঞ্চালন ব্যাপারে ক্ষুদ্র-বৃহৎ পেশীসমূহের একযোগে যেভাবে নড়া-চড়া করা দরকার, ঠিক সেইভাবে নড়া-চড়ার শক্তি ও প্রেরণা দেয় অনুমস্তিষ্ক। আমরা যে চলিবার, দৌড়িবার বা নাচিবার সময় যথানিয়ম পদদ্বয় ফেলি, নাড়াই ও বাড়াই, তাহা অনুমস্তিষ্কেরই কার্যকারিতায়। উহা আমাদের গতিসুষ্ঠুতা (poise) ও ভারসাম্য (equilibrium) বজায় রাখিতে সাহায্য করে। ইহার দ্বিতীয় কার্য হইল গার্হস্থ্য প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলিকে আশ্রয় দেওয়া—প্রতিপালন ও পরিচালন করা।

গার্হস্থ্য প্রবৃত্তিনিচয়

গার্হস্থ্য প্রবৃত্তিগুলিকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়;—(১) অপর যৌনধর্মীর প্রতি আকর্ষণ ও ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ প্রেম, (২) বিবাহের প্রতি অনুরাগ ও স্বামী অথবা স্ত্রীর প্রতি অবিচলিত আসক্তি, (৩) সন্তান-বাৎসল্য, তদভাবে পশুপক্ষীর প্রতি প্রীতিভাব, (৪) গৃহের বাহিরে বন্ধুত্বপ্রিয়তা বা সামাজিকতা, (৫) স্বগৃহ বা স্বগ্রামের প্রতি ভালবাসা, ও (৬) সাংসারিক কার্যে চিত্তস্থিরতা, অনন্যমনতা ও প্রলম্বিত অধ্যবসায়।

পশ্চাদ্‌মস্তিষ্কের নিম্নপ্রান্তে ঠিক্ মাঝামাঝি জায়গায় স্কন্ধ ও মস্তিষ্কের প্রায় সংযোগস্থলে (কোন কোন লোকের এই জায়গায় একটি ক্ষুদ্র অবনমন দেখা যায়) এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে মানুষের প্রেমের প্রসব-ঘর। প্রেম সম্বন্ধীয় যাহা-কিছু ভাব ও ভাবনা, আগ্রহ ও আকুলতা, চিন্তা ও চেষ্টা, তাহা অনুমস্তিষ্কের এই কেন্দ্রটির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয়। মস্তিষ্কবৃত্তি-বিশারদগণ (Phrenologists) বলেন, যাহাদের এই স্থানটি বাহির হইতেই বেশ বিস্তৃত, পুষ্ট ও রোমশ দেখায়, তাহারা গভীর ও স্বতোৎসাহী প্রেমিক। ইহার মূলে কতখানি সত্য আছে, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন।

নাড়ী ও তাহার কার্যাবলী

'নাড়ী' শব্দটি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের একটা অস্পষ্ট অথবা ভ্রান্ত ধারণা আছে। ইংরাজীতে *nerve* বলিতে যাহা বুঝায়, সংস্কৃত বা বাঙ্গলায় 'নাড়ী' বলিতে তাহাই জ্ঞাপন করে,—যদিও প্রায় লোকেই ভুল

করিয়া 'নার্ভের' প্রতিশব্দ 'স্নায়ু' ব্যবহার করিয়া থাকেন। নাড়ীর প্রধান কার্য কি ?—বাহিরের সর্বপ্রকার অনুভূতি গ্রহণে মস্তিষ্ককে সহায়তা করা ও দেহের প্রত্যেক কোষাণু বা পেশীতন্তুর মধ্যে ক্রিয়াশক্তি সঞ্চালিত করা। বলা-বাহুল্য, এই ক্রিয়াশক্তি মস্তিষ্ক হইতেই উদ্ভূত হইয়া আসে।

দেহের শিরা-উপশিরায়, হৃৎপিণ্ডে, যকৃতে, চক্ষুতে, কর্ণে, চর্মনিম্নে, জিহ্বায়, ওষ্ঠে, ফুস্‌ফুসে. মূত্রস্থালীতে, গুহ্যদ্বারে. যোনি ও লিঙ্গদেশে, হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পেশীর মধ্যে বৈদ্যুতিক তারের ন্যায় অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও বহু কেন্দ্র সমেত ক্ষুদ্র-বৃহৎ-হ্রস্ব-দীর্ঘ নাড়ী ছড়াইয়া আছে। এক-একটি নাড়ী-কোষাণু পাশাপাশি বিন্যস্ত করিয়া একটি সূক্ষ্ম সূত্রবৎ নাড়ীতন্তু গঠিত হয়। উহারই অনেকগুলি তন্তু একত্র করিয়া নাড়ী প্রস্তুত, এবং বৈদ্যুতিক তারের মতো উহার চতুর্দিক দুই পর্দা আবরণী দ্বারা মণ্ডিত।

পুনরায় ব্যক্ত না করিলেও বোধহয় চলিবে যে, ঋতুজনিত শৈত্যাতপ, বর্ণচ্ছটাময় নিসর্গ-দৃশ্যাবলী, বিষয়োৎপন্ন সুখদুঃখ ভোগের প্রত্যক্ষ কর্তা হইল মস্তিষ্ক; উহাই আমাদের মন, বুদ্ধি, অহংকারের অধিষ্ঠান-ভূমি—সর্ব ক্রিয়াশক্তির storage-battery বিশেষ। একশ্রেণীর নাড়ী-তন্তু বাহ্য জগৎ হইতে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের বোধ বা প্রতিচ্ছবি বহন করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়; আর এক শ্রেণীর নাড়ীতন্তু মস্তিষ্ক হইতে কার্যের প্রেরণা পেশীগুলিতে বহন করিয়া লইয়া আসে।

মনে করুন, আপনি বাগানে গিয়া একটি সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন; অর্থাৎ আপনার চক্ষুমধ্যস্থ দৃষ্টিগ্রাহী নাড়ী ঐ ফুলের প্রতিচ্ছবিটি আপনার মস্তিষ্কের নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইবামাত্র ফুলের রূপ সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান

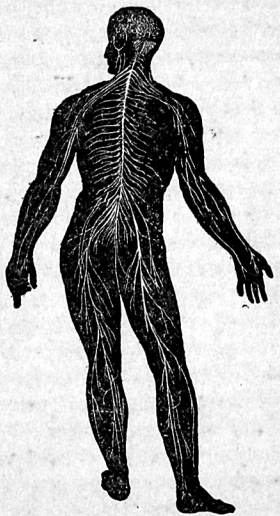

চিত্র নং ৫
দেহের নাড়ীতন্ত্র ও সুষুম্নারজ্জু
পশ্চাদ্ভাগের দৃশ্য)

জন্মিল। এই জ্ঞান-দানে সাহায্য করিল উক্ত প্রথম শ্রেণীর নাড়ীতন্ত্র। দেখার ফলে আপনার মস্তিষ্কের মনন-কেন্দ্রে ইচ্ছা হইল ঐ ফুলটির গন্ধ শুঁকিবার। আপনি দক্ষিণবাহু প্রসারিত করিয়া দুই অঙ্গুলির সাহায্যে ফুলটিকে ছিঁড়িলেন ও তাহাকে নাকের কাছে ধরিলেন। এবার ফুলটী ছিঁড়িয়া নাকের কাছে ধরিতে হস্তস্থিত বিভিন্নপ্রকার পেশীগুলিকে কর্মপ্রেরণা যোগাইল—উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাড়ীতন্ত্র। তারপর নাসিকাগাত্রে সংলগ্ন গন্ধবহা নাড়ীতন্ত্রসমূহ (ইহারাও প্রথম শ্রেণীর) গন্ধের জ্ঞান মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ামাত্র তৎসম্বন্ধে আপনার বোধ জন্মিল।...

মস্তিষ্ক হইল যেন আমাদের দেহ-প্রদেশের লাট-সাহেব, সর্বময়কর্তা। কয়েকটি বিশেষ জরুরি কার্যের উপর তিনি সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন এবং বাকিগুলির ভার আছে মধ্যমস্তিষ্ক, অনুমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষক্ (Medulla Oblongata) নামক যন্ত্রের উপর। অনুমস্তিষ্ক প্রভৃতি তাঁহার ক্যাবিনেট্ বা মন্ত্রিমণ্ডলী। সুষুম্নারজ্জু হইল মন্ত্রিমণ্ডলীর সেক্রেটেরিয়েট্; ইহা ধরাবাঁধা মামুলি কাজের তত্ত্ব লয়—দিথিদিকে শক্তি বা প্রেরণা প্রেরণ করে, প্রায়শ মস্তিষ্কের অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। তবে তাহাকে প্রায়ক্ষেত্রেই উচ্চতর সরকারে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট দাখিল করিতে হয়।

সুষুম্নারজ্জু

সুষুম্নারজ্জু প্রায় ষোলো-সতেরো ইঞ্চি লম্বা এবং আমাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় মোটা। ইহার ওজন তিন আউন্সের বেশি নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে—মস্তকমূল হইতে

মলদ্বারের ঊর্ধ্বপ্রান্ত পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থির টুকরায় গাঁথা মেরুদণ্ড অবস্থিত। ওই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন সরু নালী আস্তৃত রহিয়াছে। অনুমস্তিষ্কের নিম্নপ্রান্ত হইতে সুষুম্নারজ্জুটি এই নালীর মধ্যে ঝুলিয়া রহিয়াছে—ঠিক্ একটি সর্পশিশুর মতো। সুষুম্নারজ্জুর উভয় পার্শ্ব দিয়া একত্রিশ জোড়া নাড়ী-কাণ্ড বাহির হইয়া, দেহের চতুর্দিকে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা ও ক্ষুদ্রতম নাড়ীতন্ত্র বিস্তার করিয়া দিয়াছে।

অক্ষি-তারকার সঙ্কোচন, চক্ষের পলক ফেলা; লালা-নিঃসরণ, গলাধঃকরণ, বমন, উদ্গার তোলা, হাঁচি প্রভৃতি কার্যের প্রেরণা সুষুম্নারজ্জুই প্রদান করে। সুষুম্নারজ্জুর আরো গুরুতর কর্তব্য আছে। ইহার নিম্নপ্রান্তস্থ এক-একটি কেন্দ্র হইতে নাড়ীতন্ত্র উদ্ভূত হইয়া আমাদের মূত্রস্থালী (bladder), মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয় পর্যন্ত বিসর্পিত রহিয়াছে। কটিদেশে মেরুদণ্ডের যে অংশ অবস্থিত, সেই অংশের মধ্যেই আমাদের **কামোদ্দীপক কেন্দ্র**। উহারই প্রেরণা বা প্রভাবে স্ত্রী-পুরুষ যৌনসম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। একের লিঙ্গোত্থিত হয়, অন্যের ভগাঙ্কুর (Clitoris) ঈষৎ কঠিন হইয়া দ্রুত স্পন্দিত হয়; উভয়েই সঙ্গমকালীন্ বিশিষ্ট রস-নিঃস্রাবের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। চরমতৃপ্তি বা শুক্র নির্গমনও হয় সুষুম্নারজ্জুর কার্যকারিতায়।

কিন্তু কামোদ্দীপক কেন্দ্রের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; সে তাহার সক্রিয়তার জন্য প্রায়-সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী অনুমস্তিষ্কের উপর। অনুমস্তিষ্কের ইঙ্গিত না পাইলে সে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে না। রাত্রিকালে প্রস্রাবাধিক্যে মূত্রস্থালী পরিপূর্ণ হওয়ার ফলে অথবা জননেন্দ্রিয়ে সামান্য সুড়্সুড়ি বা হস্ত-বিলেপন দেওয়ার ফলে যে লিঙ্গোত্থান হয়, তাহা অবশ্য সুষুম্নারজ্জুর কামোদ্দীপক কেন্দ্রের সহায়তায় ঘটে। কিন্তু

তাহাতেই মানুষের অবশম্ভাবীরূপে যৌনলিপ্সা বা শুক্রঋলনের স্পৃহা জাগে না। যদি কখনো জাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—উহাতে অন্তমস্তিষ্কের সম্মতি আছে। অন্তমস্তিষ্কও আবার বহুক্ষেত্রে যৌনাবেগ প্রশমন-চেষ্টায় খোদ্ মস্তিষ্কের আজ্ঞাধীন। কারণ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও মুখ-মণ্ডলের স্পর্শজ্ঞান আহরণের একচ্ছত্র অধিপতি সে; তদুপরি তাহারই শাসনে স্মৃতির ভাণ্ডার, পছন্দ-অপছন্দ, বিচার-বুদ্ধি, সর্বপ্রকার লিপ্সা, চিন্তা ও আবেগের মূল উৎস।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাদের সাহায্যে বহির্জগত হইতে আমরা জ্ঞান আহরণ করি। এক-একটি ইন্দ্রিয়ের সংস্থান-তত্ত্ব বিবৃতি করিতে গেলে, তাহা সাধারণ পাঠকবৃন্দের রুচিকর ও সুবোধ্য হইবে না। ইহাদের সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা বলিয়াই এ অধ্যায় শেষ করিব।

ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইল চক্ষুর্দ্বয়। ইহারা দুইটি গোলাকার বস্তু, অভ্যন্তরভাগ অর্ধতরল পদার্থে পূর্ণ। অক্ষি-গোলকের বেশির ভাগই কোটরের মধ্যে প্রোথিত থাকে। অক্ষি-গোলকের প্রায়-সমস্ত অংশই প্রথমত একটি শ্বেত-উজ্জ্বল (মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র একটি চক্রাকার স্থান স্বচ্ছ) ও দ্বিতীয়ত একটি কৃষ্ণ, পিঙ্গল বা নীল আবরণে আচ্ছাদিত। ঐ চক্রাকার স্থানটি ঈষৎ উচ্চ ও **অচ্ছোদপটল** (Cornea) নামে পরিচিত। ইহার পশ্চাতে একটি চ্যাপ্টা থলির মধ্যে স্বচ্ছ জলবৎ রস ভরা থাকে; এবং ঠিক্ মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র একটি চোঙের ন্যায় ছিদ্র আছে—যাহাকে আমরা 'চক্ষুমণি' বলিয়া অভিহিত করি।

ঝালরের ন্যায় চতুর্দিকে ঝুলানো কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশীমালা থাকায় এই ছিদ্রের পরিসর বাড়িতে ও কমিতে পারে। তাহার পশ্চাতে ক্ষুদ্র ফটীকের চাক্তির ন্যায় **বীক্ষণকাচ** (Lens) নামক একটি কোমল যন্ত্র লাগানো আছে। ইহারই উপর বহির্জগতের আলোক সাহায্যে নানাবিধ্ বর্ণ ও আকার-প্রকারের ছবি আসিয়া পড়ে।

বীক্ষণকাচের পশ্চাতে সমস্ত স্থান কচি-নারিকেলের শাঁসের ন্যায় একপ্রকার শ্বেতাভ অর্ধস্বচ্ছ অর্ধকঠিন পদার্থে পূর্ণ। অক্ষি-গোলকের পশ্চাদ্ভাগে ভিতরের দিকে দৃষ্টিগ্রাহী নাড়ীর (Optic nerves) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার প্রান্তভাগগুলি সূক্ষ্ম জালের আকারে আস্তৃত হইয়া আছে; তাহার নাম **মুকুরিকা** (Retina)। বীক্ষণকাচের ভিতর দিয়া সকল রূপেরই প্রতিফলন হয় এই মুকুরিকার উপর। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিগ্রাহী নাড়ী সেই রূপের একখানি অবিকল ছবি মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয় এবং তখনই আমরা দেখিতে পাই। অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে আমরা চক্ষু দিয়া দিয়া দেখি না, দেখি মস্তিষ্ক-অভ্যন্তরস্থ দৃষ্টিকেন্দ্র দিয়া।

কর্ণের তিনটি অংশ। প্রথম অংশের শেষে একটি পটহ বা পাৎলা চামড়ার আবরণ, মধ্যাংশে অতিক্ষুদ্র তিনটি অস্থির টুক্‌রা, শেষাংশে অসংখ্য সূক্ষ্ম নাড়ীতন্তুর মুখ বিসারিত রহিয়াছে। শব্দ আসিয়া প্রথমে পটহে আঘাত করে, সেই আঘাতের স্পন্দন মধ্যাংশ ভেদ করিয়া শব্দবাহী নাড়ীতন্তুর প্রান্তভাগে আসিয়া লাগে; তখন তাহার অনুভূতি মস্তিষ্কে গিয়া উপস্থিত হয় এবং আমরা শুনিতে পাই।

এইভাবে নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরভাগে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর তলদেশে অসংখ্য গন্ধগ্রাহী নাড়ীতন্তুর প্রান্ত, জিহ্বার ঘামাচিবৎ উৎসেধের মধ্যে স্বাদবাহী নাড়ীতন্তুর প্রান্ত ও ত্বকের অব্যবহিত নিম্নে স্পর্শগ্রাহী নাড়ীতন্তুর প্রান্ত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

—০—

ষষ্ঠ পটল

পুরুষের জননেন্দ্রিয়

অণ্ডকোষ ও মুষ্ক

মুষ্ক (Testicles) ও শিশ্ন (Penis)—এই দুইটি পুরুষের আসল যৌনযন্ত্র এবং উভয়েই শরীরের বহির্ভাগে দোদুল্যমান অবস্থায় সংস্থিত। গর্ভে অবস্থান-কালে পুরুষ-শিশুর মুষ্ক দুইটি পেটের মধ্যে থাকে; জন্মের অব্যবহিত পূর্বে উহারা দুইটি তীর্যক্ প্রণালী বাহিয়া যথাস্থানে নামিয়া আসে। একটু লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, শিশ্নের পৃষ্ঠদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, আইলের রেখার ন্যায় একটা সরু রজ্জু অণ্ডকোষের মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া উহার তলদেশ পর্যন্ত আস্তৃত রহিয়াছে। অণ্ডকোষ একটি থলিবিশেষ। উহার ভিতর দুইটি ঈষৎ-কঠিন বীজ থাকে, উহাদের নাম মুষ্ক। মুষ্ক-সমেত সমগ্র থলিটিকে চলিত কথায় 'অণ্ডকোষ' বলা হয়।

অণ্ডকোষের গাত্রে যে মাংসরজ্জুর কথা বলিলাম, উহার ঠিক সোজাসুজি যদি অভ্যন্তরভাগে পৌঁছানো যায়, তাহা হইলে একটি পাৎলা মাংসময় প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যাইবে; ইহার দ্বারা অণ্ডকোষটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি পৃথক কুঠুরির সৃজন করিয়াছে। প্রত্যেক কুঠুরির মধ্যে একটি করিয়া মুষ্ক থাকে। মুষ্কদ্বয় অবশ্য গ্রন্থি নামেই পরিচিত। এই গ্রন্থিযুগল অন্তঃস্রাব ও বহিঃস্রাব—দুই প্রকার রসই প্রস্তুত ও নিষেক করে।

ইহাদের আকার অণ্ডাকৃতি, দুইপাশে কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা। প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে দেড় হইতে পউনে-দুই ইঞ্চি, প্রস্থে এক ইঞ্চি ও স্থূলতায় সওয়া-ইঞ্চির বেশি হয় না। একজন পুষ্টদেহী মানুষের একটি মুষ্কের ওজন ছয় ড্রাম হইতে এক আউন্স। বাম মুষ্কটি প্রায় ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত একটু বড় ও ভারি হইতে দেখা যায়। মুষ্কদ্বয় ছয় পর্দা চামড়ার আচ্ছাদন দ্বারা সুরক্ষিত। উপর হইতে ষষ্ঠ আবরণটি (Tunica Vaginalis Propria) দ্বিভাঁজবিশিষ্ট; এই ভাঁজের মধ্যে ক্রমশ জল জমিয়াই সাধারণত 'কুরণ্ড রোগ' উৎপন্ন করে।

শুক্রাণনালিকা ও শুক্রশরা

প্রত্যেক মুষ্কের মধ্যে তিন হইতে চারিশত বিভিন্ন আকারের ক্ষুদ্র গুটিকা (lobule) গায়ে-গায়ে ও স্তরে-স্তরে সাজানো থাকে। গুটিকাগুলির একপ্রান্ত অপেক্ষাকৃত মোটা, অন্যপ্রান্ত ছুঁচালো। প্রতি গুটিকার মধ্যে খানিকটা করিয়া কোমল সংযোজক-পেশীতন্তু ভরা আছে ও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনীর জাল বিছানো রহিয়াছে। প্রত্যেকের কেন্দ্রস্থলে তিনগাছি সূত্রের ন্যায় একত্র পাকানো এবং শ্রিংয়ের ন্যায় প্যাচানো ও গুটানো সূক্ষ্ম নালিকা আছে। ইহাদের নাম **শুক্রাণুনালিকা** (Tubuli Seminiferi). এই নলের ব্যাস এক ইঞ্চির দেড়শত ভাগের একভাগ অপেক্ষাও ছোট। শুক্রাণুনালিকাগুলির মধ্যে আসল শুক্ররস ও শুক্রকীটাণু প্রস্তুত হয়।

শুক্রাণুনালিকাগুলির গায়েও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা-ধমনী লতাবৎ জড়াইয়া রহিয়াছে। সুতরাং শুক্ররস ও শুক্রকীটাণু যে সরাসরি রক্ত হইতেই কতকগুলি উপাদান সংগ্রহ করিয়া এক অজ্ঞাত কৌশলে প্রস্তুত

হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বারা রক্তের গুণ বা কার্য্যকারিতার কোনোরূপ হ্রাস হয় না। পঞ্চাশ ফোঁটা রক্ত দিয়া এক ফোঁটা শুক্র তৈয়ারি হয়—ইহার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নাই।...

শুক্রকীট সমেত মূল শুক্ররস হইল মুষ্কের বহিঃস্রাব। শুক্রাণু-নালিকা ব্যতীত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে একপ্রকার অন্তঃস্রাব কৈশোর-প্রারম্ভ হইতে নিস্তন্দিত হইয়া দেহের কি কি পরিবর্তন আনয়ন করে, তাহা অন্তঃস্রাব বিষয়ক অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

শুক্রাণুনালিকাগুলি শেষের দিকে পাক্ খুলিয়া কয়েকটি সরল নালিকায় পরিণত হইয়াছে; তখন ইহাদের নাম **দণ্ডবৎ শুক্রনালিকা** (Tubuli Recti)। এগুলি মুষ্কের পশ্চাদ্ভাগে আসিতে আসিতে ঈষৎ স্থূল হইয়া শোণিত-জালকের আকার ধারণ করে। তখন এই যন্ত্রটির নাম হয় **জালবৎ শুক্রধরা** (Rete Vasculosum)।

শুক্রকুল্যা

জালবৎ শুক্রধরার ঊর্ধ্বপ্রান্ত হইতে তির্যগ্‌ভাবে আরো ১২।১৪টি হ্রস্ব নালিকা উদ্ভূত হইয়া, আবার মোচাকারে পাকাইয়া পাকাইয়া (Coni Vasculosi) আসল মুষ্কের বহির্দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। এই নলগুলি আবার ঈষৎ পশ্চাদ্গামী ও নিম্নাভিমুখী হইয়া এবং পাকাইয়া পাকাইয়া একটি চ্যাপ্টা, চওড়া, আকুঞ্চিত নলে পরিণত হইয়াছে। শেষোক্ত নলটির নাম **শুক্রকুল্যা** (Epididymis)। মোচাকৃতি নলগুলি ও শুক্রাকুল্যার প্রথম অংশ রমণীর মাথার খোঁপার ন্যায় মুষ্কের মাথার বহির্দেশের কতকাংশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

শুক্রপ্রবা

প্রত্যেক দিকের মুষ্কে এইরূপ এক-একটি শুক্রকুল্যা আছে। উহারা উভয়ে মুষ্কের মাঝামাঝি স্থানে উদ্ভূত হইয়া, প্রায় পাশাপাশি অবস্থায় মুষ্কের গা বাহিয়া নিচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে, এবং ইংরাজী U-এর মত বেঁকিয়া আবার ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়াছে। তখন এই উচ্চগামী নলের নাম হইয়াছে **শুক্রপ্রবা** (Vas deferens)। শুক্রপ্রবাদ্বয় ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়া অণ্ডকোষের গণ্ডী ছাড়াইয়া, একেবারে তলপেটের মধ্যে প্রবেশ করে। পরে বেড়ীর আকারে দুই দিকে বেঁকিয়া ও এইভাবে কিছুদূর উচ্চে অগ্রসর হইয়া, মূত্রস্থলীর (Bladder) উভয় পার্শ্বদেশ বেষ্টন করিয়া, পৌরুষগ্রন্থি নামক লিঙ্গমূলের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রের প্রান্তে আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে।

মূত্রস্থলী ও শুক্রস্থলী

হাওয়া-ভরা একটি ছোট ফুটবলের ব্লাডারের ন্যায় দেখিতে আমাদের **মূত্রস্থলী**; উহার পশ্চাতেই মলকাষ্ঠের সংস্থান। দুইটি বৃক্ক (kidneys) হইতে বিশিষ্ট নল-সাহায্যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্র আসিয়া ইহার মধ্যে জমা হয়। বেশি পরিমাণ মূত্র জমা হইলে, স্থানীয় নাড়ী-তন্তুগুলি উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং আমাদের মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জাগে।

মূত্রস্থলীর একটু নিচের দিকে দুই পার্শ্ব ঘেঁসিয়া শিম্বাকার দুইটি থলি আছে; ইহাদের নামই **শুক্রস্থলী** বা **শুক্রপ্রপা** (Vesiculi seminalis)। শুক্রপ্রবাদ্বয় যখন মূত্রস্থলীর পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া নিম্নাভিমুখী হয়, সেই সময় তাহাদের গাত্র হইতে যেন এক-একটি কাণা গলি উদ্গত

হইয়া, শুক্রস্থলীর সৃষ্টি করিয়াছে। শুক্রস্থলীদ্বয় দেখিতে কতকটা চোপ্‌ানো খেলার বেলুনের মতো। শুক্রস্থলীর মধ্যে স-কীট শুক্ররস আসিয়া একটু একটু করিয়া জমা হয়, এবং তাহা শুক্রপ্রবা নামক নালীদ্বয়ই তথায় বহন করিয়া আনে।

এই যন্ত্রের ভিতর-গাত্র হইতে আর এক প্রকার বিশিষ্ট রস ক্ষরিত হইয়া, মূল শুক্রের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক শুক্রস্থলীর একটি করিয়া ক্ষুদ্র নির্গম-প্রণালী আছে; উহার নাম **শুক্রনির্ঝর** (Ductus ejaculatorii)। শুক্রপ্রবা ও শুক্রনির্ঝরের মুখ একই স্থানে আসিয়া শেষ হইয়াছে। আবার ঐস্থানে মূত্রস্থলী-সংলগ্ন মূত্র বাহির হইবার নলটিরও উৎপত্তি।

অতিরিক্ত মূত্রে মূত্রস্থলী পূর্ণ হইয়া উঠিলে, উহার গাত্র শুক্রস্থলীর গাত্রের সহিত নিবিড়ভাবে সংস্পৃষ্ট হয়; অনেক সময় তাহাতে শুক্রস্থলীর গাত্রে অযথা চাপ লাগে। এইরূপ চাপের ফলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বা নিদ্রিতাবস্থায় কোন সময় শুক্রস্থলী হইতে শুক্র ক্ষরিত হইয়া মূত্রপথে বাহির হইয়া পড়ে।

পৌরুষগ্রন্থি (Prostate gland) ও মূত্রনালী

শুক্রপ্রবা ও শুক্রনির্ঝরের মুখ ও মূত্রনালীর উৎপত্তি একই জায়গায়; স্থানটি যেন তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল—ত্রিমোহানা বিশেষ। পৌরুষগ্রন্থির মাথায় এই সঙ্গমস্থলের সৃষ্টি, এবং এই সঙ্গমস্থলই স্বরঙ্গাকারে পৌরুষগ্রন্থির দেহ ভেদ করিয়া, সরাসরি মূত্রনালী নামে লিঙ্গের মধ্য দিয়া আস্তৃত। পৌরুষগ্রন্থি দেখিতে যেন ত্রিধা-ভিন্ন বৃন্তশূন্য ফুলের কুঁড়ি; আয়তনে একটা কাগজী বাদামের মতো। ইহার গাত্র-মধ্যে গুটি-

পাকানো কোমল পেশীতন্তুসমূহ বিন্যস্ত; তন্মধ্যস্থ বহুসংখ্যক সর্ষপবৎ ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে একপ্রকার শ্বেতাভ তরল রস নিষিক্ত হয়। এই রসও মূল শুক্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। কামোত্তেজনার প্রথম অবস্থায় দুই-এক বিন্দু পৌরুষগ্রন্থি-রস ক্ষরিত হইয়া, সমগ্র মূত্রনালীকে সরস, স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। কামোত্তেজনা অধিক হইলে ও লিঙ্গ দৃঢ় অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিলে, পৌরুষগ্রন্থি-রসের কতকটা মূত্রনালীর বাহিরে গড়াইয়া আসিতে পারে। উহা আসল শুক্র নয়, এবং এরূপ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ও আশঙ্কামূলক নয়।

শুক্রের গতি ও ক্ষরণ

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শুক্রাণুনালিকাসমূহের মধ্যে যে স-কীট শুক্ররস উৎপন্ন হয়, তাহা চুঁয়াইয়া চুঁয়াইয়া প্রথমত জালবৎ শুক্রধরায় আসিয়া সংহত হয়; তারপর শুক্রকুল্যার মধ্য দিয়া শুক্রপ্রবায় আসে। এইখানে আসিয়া শুক্রকীটগুলি গতিশক্তি প্রাপ্ত হয়। তারপর শুক্রপ্রবার গাত্র ঘামিয়া অতিসামান্য মাত্রায় যে রস ক্ষরিত হয়, তাহার সহিত শুক্র মিশিতে মিশিতে শুক্রস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় স্থানীয় রসের সহিত মিশিয়া উহা সময়মতো ক্ষরণের জন্য রক্ষিত থাকে। এই স্থানের রসে শুক্রকীটগুলির জীবনী-শক্তি আরো বাড়িয়া যায়। শুক্র বেশিদিন শুক্রস্থলীতে জমিতে থাকিলে, স্বপ্ন-সঙ্গম বা জাগ্রত অবস্থায় গভীর কামচিন্তার ফলে, অথবা প্রভাতকালীন্ প্রস্রাবের সহিত উহার বেশির ভাগ ব্যয়িত হইয়া যায়। কঠোর প্রয়াসে শুক্র নিঃসরণ বন্ধ করিলে, শুক্রস্থলীদ্বয় ও শুক্রাণুনালিকাগুলি ক্রমশ শুষ্ক, নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

কামোত্তেজনার সময় লিঙ্গগাত্রে মৃদু-মৃদু ঘর্ষণ লাগিলে, তৎসংশ্লিষ্ট

সূত্রাংশুবৎ নাড়ীতন্তুসমূহ ক্রমাগত একটা সুখানুভূতির স্পন্দন প্রথমত সুষুম্নারজ্জুর নিম্নপ্রান্তে একটি বিশিষ্ট নাড়ীকেন্দ্রে বহিয়া আনে। তাহার ফলে একটি বা দুইটি শুক্রস্থলী যুগপৎ সঙ্কুচিত হইয়া, তন্মধ্যস্থ বেশির ভাগ শুক্ররস মূত্রনালীর মধ্যে উদ্ভাড় করিয়া দেয়। ঐ সময় পৌরুষগ্রন্থি ও তন্নিম্নস্থ ক্ষুদ্রতর দুইটি 'কর্করগ্রন্থি' (Cowper's glands) হইতেও কিয়ৎ পরিমাণে রস শুক্রের সহিত সংমিশ্রিত হয়, এবং স্থানীয় পেশীসমূহের আকুঞ্চন-বশে সমগ্র মিশ্ররস শিশ্ন মুখ দিয়া সবেগে উৎসারিত হইতে থাকে। ইহার অব্যবহিত পরেই হয় কামোত্তেজনার প্রশমন ও শরীর-মনে আসে একটা আবেশমধুর স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

শুক্রের উপাদান

অতএব, শুক্র নামধেয় যে বস্তুকে আমরা মূত্রনালীপথে বাহির হইতে দেখি, উহা কতকগুলি পৃথক পৃথক যন্ত্রোৎসৃষ্ট রসের সমষ্টি মাত্র এবং উহার সহিত অসংখ্য চক্ষুর অগোচর শুক্রকীটাণু মিশ্রিত থাকে। স-কীট শুক্রকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া, উহার মধ্যে মোটামুটি নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া গিয়াছে :—

জল	...	শতকরা ৯০ ভাগ
জৈব পদার্থ (Organic matters)		,, ৬ ভাগ
মৃৎলিপ্ত ফস্ফেট	...	,, ৩ ভাগ
সোডিয়াম ক্লোরাইড্ (লবণ)	...	,, ১ ভাগ

শুক্রকীটাণু

স্ত্রীলোকের একটি অণ্ডাণু ও পুরুষের একটি শুক্রকীটাণু উভয়েই এত

ক্ষুদ্র যে, উহারা স্বাভাবিক-দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়,—উহাদিগকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে দেখিতে হয়। শুক্রকীটাণু দেখিতে একটি সদ্যোজাত ব্যাঙাচির মতো; প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ৪০০ ভাগের এক ভাগেরও কিছু কম। মস্তক, কাণ্ড ও পুচ্ছ—এই তিনটি অংশ লইয়া ইহার শরীর। পুচ্ছ-দ্বারা সম্মুখভাগে একটা ধাক্কা দিয়া, ইহারা চলিতে-ফিরিতে পারে। খুব শক্তিশালী শুক্রকীট ঘণ্টায় পাঁচ ইঞ্চি স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ।

একবার সহবাসের ফলে যেটুকু বীর্যক্ষরণ হয়, তাহার ওজন মোটামুটি দুই কাঁচ্চা। উহার মধ্যে ব্যক্তি ও বয়স বিশেষে পাঁচ লক্ষ হইতে পঁচিশ লক্ষাবধি শুক্রকীটাণু বর্তমান থাকে। মানুষের দেহ-তাপের মধ্যে শুক্রকীটাণুগুলি সুন্দর বাঁচিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু ঠাণ্ডা জল ও বাতাসের সংস্পর্শে উহারা অল্পক্ষণ মধ্যে নিষ্প্রাণ হইয়া পড়ে। সহবাসের পর আট্‌চল্লিশ ঘণ্টাকাল ইহারা বেশ সক্রিয় থাকিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাত হইতে দশ দিন পরও রমণীর গর্ভগ্রীবায় ও জরায়ুর মধ্যে তাজা শুক্রকীটাণু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

শিশ্ন ও তাহার অংশসমূহ

পুরুষের লিঙ্গ বা শিশ্ন স্পঞ্জের ন্যায় ঈষৎ ফাঁপা-ফাঁপা, কোমল ও উত্থানশীল পেশীতন্তু-দ্বারা নির্মিত। কতকটা পাশ-বালিশের ন্যায় তিনটি স্তম্ভাকার থলির মধ্যে পেশীতন্তুসমূহ ভরা থাকে, এবং ঐ তিনটি থলি মূত্রনালীর চারিদিকে সংস্থিত রহিয়াছে। ইহাদের একটির নাম *Corpus cavernosum urethrae*, অন্য দুইটির নাম *Porpora*

cavernosa penis. ঐ পেশীতন্তুগুলির ফাঁকে ফাঁকে ছোট-বড় নানা আকারের শিরা-ধমনী ও অসংখ্য জালক আস্তৃত রহিয়াছে। কামোদ্দীপন-কালে প্রচুর পরিমাণে রক্তপ্রবাহ ধমনীসমূহের মধ্যে সতেজে প্রবেশ করায়, লিঙ্গ কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু তৎপূর্বে সুষুম্নারজ্জুর নিম্নপ্রান্তস্থ উদ্দীপন-কেন্দ্র হইতে কর্মপ্রেরণা আসা চাই।

মূত্রনালী (Urethra) মূত্রস্থলীর স্কন্ধদেশ হইতে বাহির হইয়া, শিশ্নের অগ্রভাগ পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মূত্র ও শুক্র একই পথ দিয়া শরীর হইতে নির্গত হয়। পৌরুষগ্রন্থির নিম্নে লিঙ্গমূলে মূত্রনালীর উভয় পার্শ্বে দুইটি ছোট মটরের ন্যায় আকৃতি-সম্পন্ন গ্রন্থি আছে; উহাদের নাম **কর্কর-গ্রন্থি** (Cowper's glands). পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মূত্রনালী দিয়া শুক্র নির্গমণকালে এই গ্রন্থি-নিঃসৃত রসও উহার সহিত মিশ্রিত হয়।

শিশ্নের অগ্রভাগ লোহিতাভ পাৎলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী-দ্বারা আবৃত। এই অংশের নাম **শিশ্নমুণ্ড** (Glans penis)। আমাদের ওষ্ঠ এবং মুখাভ্যন্তর-ভাগও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দিয়া মোড়া। শিশ্নমুণ্ড জীবনের অধিকাংশ কাল অতিশয় স্পর্শসংবেদনশীল থাকে। এইস্থানের ঘনসংবদ্ধ সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম নাড়ীতন্তু দ্বারা রমণজনিত আনন্দানুভূতি প্রথমত সুষুম্নারজ্জুতে ও তথা হইতে অন্তমস্তিষ্কে সংবাহিত হয়। শিশ্নগাত্রের উপরকার চর্ম চারিপার্শ্বে প্রবর্ধিত ও দ্বি-ভাঁজবিশিষ্ট হইয়া, **অগ্রচ্ছদার** (Prepuce) সৃষ্টি করিয়াছে। কোমল শিশ্ন-মুণ্ডের প্রায় সমস্তটাকে ঢাকিয়া রাখাই অগ্রচ্ছদার উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বাস্থ্যগত ও ধর্মগত কারণে বাল্যকালে কোন কোন জাতির (মুসলমান ও ইহুদীদিগের) অথবা ব্যক্তি বিশেষের অগ্রচ্ছদা কাটিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে শিশ্নমুণ্ড প্রায় স্ফুটিত হইয়া পড়ে।

গোলাকার চিত্রে পুরুষের দুই নিতম্বের মাঝখান্ দিয়া কটিসমেত তলপেট চিরিয়া তাহার একাংশের পার্শ্ব-প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে লম্বালম্বি কাটা শিশ্ন, দুইটি মুষ্ক, দুইদিকের শুক্রকুল্যা ও শুক্রপ্রবা, মূত্রস্থলী, পৌরুষগ্রন্থি ও একদিকের শুক্রস্থলী প্রদর্শিত। মুষ্ক হইতে শুক্রের গতি-পথ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

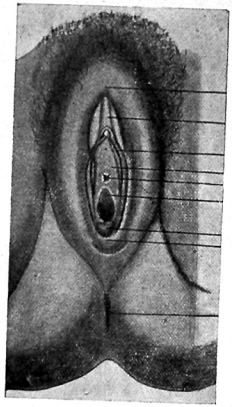

স্ত্রী-যৌনযন্ত্রের বাহ্যাংশ।

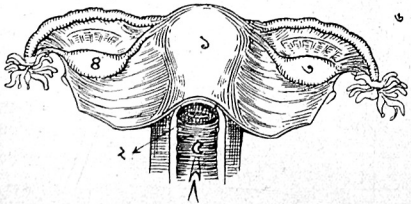

স্ত্রী-যৌনযন্ত্রের ভিতরাংশ।

অগ্রচ্ছদাহীনতায় সুবিধা ও অসুবিধা

অনেকের ধারণা যে, যাহাদের অগ্রচ্ছদা বাল্যকালে কাটিয়া শিশ্নমুণ্ডটি অনাবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা রমণ-ব্যাপারে অধিকতর পারদর্শী হয়। ইহা আংশিক সত্য। শিশ্নমুণ্ড শিশুকাল হইতে খোলা থাকিলে, উহা অধিকতর ঘাতসহ হয় বটে; কিন্তু অন্যদিকে আবার মানুষের সুখানুভূতি-শক্তি ক্রমশ কমিয়া যায়, ও প্রথম বয়সে নানারূপ রোগ-বীজাণুদ্বারা শিশ্নমুণ্ড সহজেই আক্রান্ত হইয়া পড়িতে পারে।

অগ্রচ্ছদাহীন লোকদের অধিকাংশই ইচ্ছার উদ্রেক মাত্র অধিকতর অবলীলায় লিঙ্গোত্থান করিতে এবং প্রথম-বয়সে সহবাস-ক্রিয়া একটু বেশি বিলম্বিত করিতে পারে সত্য। তথাপি অধিকতর যৌন-ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার ফলে শিশ্নমুণ্ডস্থ শিরা-ধমনী ও নাড়ীতন্তুগুলি শীঘ্র অকর্মণ্য হইয়া পড়ে ও শেষ বয়সে কামোদ্রেক্‌কালে লিঙ্গ স্বরায় যথারীতি কঠিন হইতে পারে না। অগ্রচ্ছদা কর্তন করিয়া দেওয়ার সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা এই যে, শিশ্নমুণ্ড সর্বদা বেশ পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা যায় এবং উপদংশ ব্যাধির সংক্রমণ (Syphilis) হইতে কিয়ৎ-পরিমাণে আত্মরক্ষা করা যায়।

সপ্তম পটল

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়

স্ত্রীলোকদের জননেন্দ্রিয়ের কতকাংশ শরীর-গাত্রে দৃঢ়লগ্ন ও বাকি অংশ শরীরের মধ্যে অবস্থিত। ইহাদের জননেন্দ্রিয়ের বহিরঙ্গ প্রাচীন বৈদ্যক-শাস্ত্রে "ভগ" বা "যোনি" নামে কথিত। যোনির খাঁজের উপরিভাগে একজোড়া ক্ষুদ্র কঠিন হাড়ের খুলি (Symphysis pubis) আছে; উহা দুই পুরু চর্ম ও মধ্যমলের ন্যায় এক পর্দা মেদ-দ্বারা আবৃত। এই স্থানটির নাম **মদনাচল** (Mons Veneris)। কৈশোরের প্রারম্ভ হইতে এইখানে লোমোদ্গম হইতে থাকে। লোমরাজী ত্রিকোণ ভূমি অধিকার করিয়া, ক্রমশ যুগ্ম-বক্র রেখায় নিম্নদিকে বিসারিত হইয়া থাকে।

ভগাধর গুরু ও লঘু

নারীর বাহ্য জননেন্দ্রিয় উরুপার্শ্বস্থ প্রবর্ধিত কোমল মাংসপেশী দ্বারা প্রায়-ডিম্বাকারে রচিত। মদনাচলের নিম্নপ্রান্ত হইতে এক জোড়া স্থূল ও চ্যাপ্টা ওষ্ঠের ন্যায় মাংসপেশী উদ্গত হইয়া, তিন হইতে সাড়ে-তিন ইঞ্চি নিম্নে নামিয়া, নিতম্বের খাঁজে কোণাকারে একত্র সংবদ্ধ।

ইহার ইঞ্চিখানেক নিম্নেই মলদ্বার। Perineum নামক একটা ক্ষীণ মাংসপ্রাচীর এই দুইটি প্রয়োজনীয় বিভাগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উপরি-উক্ত ওষ্ঠদ্বয় মাংসপেশীর ফালিদ্বয়ের নাম **ভগাধর গুরু** (Labia Majora)। প্রত্যেক ওষ্ঠের ভিতরের দিক্ দুইভাঁজ-করা। বাহ্যাংশের প্রান্তভাগ বাদামী রংয়ের, ঈষৎ কর্কশ ও রোমাবৃত, ভিতরাংশ মসৃণ ও সিক্ত। ভগাধর গুরুর ভিতরের ভাঁজটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীবৎ প্রাবরণী দ্বারা মণ্ডিত; অভ্যন্তর ভাগে সংযোজক ও স্থিতিস্থাপক পেশীতন্তু ও একপর্দা পুরু মেদ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

ভগাধর-গুরু ঈষৎ ফাঁক করিলে, উহার ভিতর আর এক জোড়া দ্বিভাঁজ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতর ওষ্ঠ রহিয়াছে দেখা যায়; উহাদের নাম **ভগাধর লঘু** (Labia Minora)। ইহারা যোনিনালি ও মূত্র-নির্গমনের ছিদ্রটিকে দুই পার্শ্ব হইতে চাপিয়া রাখে। ভগাধর লঘুর মধ্যেও স্থিতিস্থাপক তন্তুর আধিক্য আছে; সেইজন্য কামাবেগ-কালে ইহা ঈষৎ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। ইহার গাত্রে ঘামাচির ন্যায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসেধ আছে এবং চর্ম-নিম্নে অসংখ্য স্পর্শবহা নাড়ীমুখ বিন্যস্ত রহিয়াছে। সেইজন্য এইস্থানের হর্ষ ও বেদনা-বোধ অন্য অঙ্গ অপেক্ষা অধিক। এই ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে অনেকগুলি বসাস্রাবী গ্রন্থিও (Sebacious glands) আছে; উহারা প্রতিনিয়ত গলিত চর্বির ন্যায় একপ্রকার অপ্রীতিকর গন্ধযুক্ত শ্বেতাভ রস অকিঞ্চিৎকর মাত্রায় নিঃসৃত করিয়া থাকে। ঊর্ধ্বে যেস্থানে যুক্ত-বন্ধনী-শীর্ষের ন্যায় ভগাধর-লঘুর ওষ্ঠ দুইটি আসিয়া মিলিয়াছে, সেইস্থানে একটী স্ফোটকাকার উৎসেধ সংস্থিত—যাহার পরিচয় একটু বিস্তৃতভাবে লওয়া প্রয়োজন। উহার নাম ভগাঙ্কুর (Clitoris)।

ভগাঙ্কুর ও ভগালিন্দ

এই উপাঙ্গটি এক টুক্‌রা চামড়ার খাপের মধ্যে প্রায়-শায়িত, প্রায়-লুক্কায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাও স্পঞ্জ্‌বৎ উত্থানশীল পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত ও শ্লৈষ্মিক্ ঝিল্লী-দ্বারা মণ্ডিত, এবং উহাকে পুরুষের শিশ্নমুণ্ডের একটি ক্ষুদ্রতম সংস্করণ বলা চলে। উহা সাধারণত এক-চতুর্থ ইঞ্চির বেশি দীর্ঘ হয় না, মাথাটি একটি ছোট মটর অপেক্ষা বড় নহে। যে-সকল স্ত্রীলোক একটু বেশি পুরুষভাবাপন্ন, অথবা, যাহারা এই উপাঙ্গটি বাল্য বা কৈশোর হইতে ঘর্ষণ ও পীড়ন করিয়া যান্ত্রিক্‌ভাবে কামাবেগ প্রশমন করিয়াছে, তাহাদের ভগাঙ্কুর ½ ইঞ্চি, কখনো বা ¾ ইঞ্চির বেশিও লম্বা হইতে পারে।

বাহ্যাঙ্গের মধ্যে কামোদ্রেকের যতগুলি স্থান আছে, তন্মধ্যে ভগাঙ্কুর হইল সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল (sensitive) ও সর্ব-শরীর-ব্যাপী পুলক-সঞ্চারক। স্বাভাবিকভাবে নারীর কামোদ্রেক হইলে, ভগাঙ্কুর ঈষৎ উচ্ছ্রিত হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়, এবং ইহার মধ্য দিয়া তড়িতের ন্যায় একটা অনির্দ্দেশ্য শক্তি প্রবাহিত হইয়া, অগ্রভাগকে দ্রুত স্পন্দিত করিতে থাকে।

ভগাঙ্কুরের অল্প নিম্নেই রহিয়াছে মূত্রনালীর মুখ। স্ত্রীলোকদিগের মূত্রনালী পৃথগ্‌ভাবে মূত্রস্থালী হইতে বহির্গত হইয়া, এইখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে। নারীর মূত্রনালী দেড় ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ নহে। মূত্রনালী ও যোনিনালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, উভয়ের মধ্যে আগাগোড়া একটা পুরু পেশী-প্রাচীরের ব্যবধান রহিয়াছে। মূত্রনালীর মুখের নীচে শ্লৈষ্মিক্ ঝিল্লী-মণ্ডিত প্রায়-সমতল এক টুক্‌রা মাংসময় ভূমি আছে, উহার নাম

ভগালিন্দ (Vestibule)। যেস্থানে ভগালিন্দ রহিয়াছে, উহার আবরণের নিম্নেই দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট পিয়াজের ন্যায় বস্তু বিন্যস্ত রহিয়াছে; ইহাদের নাম **ভগকন্দ** (Bulbus vestibuli)। ভগকন্দের নিম্নাংশ যোনিনালির মুখের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে, উপরের সরু অংশদ্বয় ভগাঙ্কুর-মূলে সংলগ্ন রহিয়াছে। ভগকন্দের গাত্র-সংলগ্ন দুইজোড়া পেশী সাহায্যে যোনিমুখের পরিসর ছোট-বড় করা সম্ভবপর হয়।

যোনিদ্বার ও সতীচ্ছদ

মূত্রনালীর নিম্নে অর্থাৎ মলদ্বারের আরো সমীপে যোনিনালী বা জনন-পথের দ্বার। উরুদ্বয় দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে থাকিলে, যোনিনালীর মুখ একটি লম্বালম্বি ক্ষীণ বিদার বা ফাটলের মতো দেখায়; কিন্তু উরুদ্বয় পৃথক করিয়া ঊর্ধ্বে তুলিলে উহা প্রায়-ডিম্বাকার ধারণ করে। শিশুকাল হইতেই যোনিমুখের নিম্নদিক হইতে একটি নাতিস্থূল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রাবরণী উত্থিত হইয়া, ঈষৎ তির্যগ্‌ভাবে যোনিনালির ভিতর দিকটি আবৃত করিয়া রাখে। এই গুটানো ঝিল্লীর ঊর্ধ্বপ্রান্তে ক্ষুদ্র খণ্ডচন্দ্রাকার একটি ছেদ্ থাকে, তদ্বারা কিশোরীদের মাসিক ঋতুস্রাব বহির্গত হইবার সুবিধা পায়। এই ঝিল্লীটির নাম **সতীচ্ছদ্** (Hymen)। সতীচ্ছদ-গাত্রে যে ফুটা থাকে, পাত্রবিশেষে তাহার মধ্যে একটি সূচ হইতে একটি অঙ্গুলি পর্যন্ত চালনা করা যায়। সচরাচর প্রথম পুরুষ-সংসর্গ-কালে উহার প্রায় সমস্তটাই ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে ঈষৎ রক্তপাত হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, অ-রমিতা কুমারীমাত্রেরই সতীচ্ছদ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু এক্ষণে অসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রমিতা না

হইয়াও যে-সকল কুমারী বাল্যকাল হইতে দৌড়-ঝাঁপের খেলায়, সাইকেল ও ঘোড়ায় চড়ায়, অতিরিক্ত ঢেঁকি চালনায় অথবা দাঁড়াইয়া কাপড় কাচায় (যেমন ধোপার মেয়েরা করে) অভ্যস্ত, অথবা কোনো উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবার ফলে, তাহারা নির্দোষভাবেই পুরাপুরি বা অংশত সতীচ্ছদ হারাইতে পারে।

যাহারা কৈশোরে অঙ্গুলি বা অন্য কোন নলাকার বস্তু অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া কামবাসনা চরিতার্থ করে, তাহারাও সতীচ্ছদহীনা হয়। আবার যাহাদের সতীচ্ছদ একটু বেশি পুরু ও সঙ্কোচপ্রসারশীল, তাহাদের যোনিনালীতে পুরুষের ইন্দ্রিয় কিছুদূর অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, অথচ সতীচ্ছদ সহজে ছিঁড়ে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থূল সতীচ্ছদ অস্ত্রোপচার দ্বারা অপসারণ না করিলে, সহবাস দুষ্কর হইয়া উঠে।...

সতীচ্ছদ ছিঁড়িয়া গেলেও উহার অসম মূলদেশ চিরকাল অল্পবিস্তর অটুট থাকে, ও যোনিদ্বারের নিম্নদেশে করাঙ্গুলিস্পর্শে কয়েকটি ক্ষুদ্র কর্কশ মাংসময় উৎসেধ স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

স্যন্দনী-গ্রন্থিদ্বয়

যোনিনালীর দ্বার-সন্নিধানে দুইটি অতি সূক্ষ্ম নালিকার মুখ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই নালিকাদ্বয় শিমের বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এক জোড়া ছোট গ্রন্থির সহিত সংযুক্ত; ইহারা ভগকন্দের নিম্নভাগে সাজানো থাকে। ঐ গ্রন্থিদ্বয় সূক্ষ্ম কণায় প্রতিনিয়ত রস নিঃসারণ করিয়া দিতেছে। ইহাদের নাম **স্যন্দনী-গ্রন্থি** (Bartholinian glands) এবং তন্নিঃসৃত রসের বিশেষ নাম "স্যন্দন রস"। এই রস সর্বদা যৎসামান্য মাত্রায় ক্ষরিত হইয়া যোনিনালীকে সিক্ত রাখে। কামোদ্রেক

হইলে, স্যন্দনী-গ্রন্থিগুলি সঙ্কুচিত হইয়া অধিক পরিমাণে রসনিষেক করে। তাহার ফলে যোনিনালীর আদ্যোপান্ত পিচ্ছিল হইয়া যায়।

যোনিনালী

যোনিনালী সাধারণত তিন হইতে সাড়ে তিন ইঞ্চির বেশি লম্বা নহে। উহার শেষপ্রান্ত রীতিমতো চওড়া হইয়া, জরায়ু-মুখের চারিদিক একটি ক্ষুদ্র পেয়ালার ন্যায় বেড়িয়া রহিয়াছে। যোনিনালীর আগাগোড়া দুই পর্দা আবরণ; নিম্নেরটি কোমল ও স্থিতিস্থাপক পেশীতন্তুর দ্বারা প্রস্তুত, এবং উপরিভাগ লোহিতাভ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা মণ্ডিত। নালীর মধ্যে অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিলে বুঝা যায় যে, উহা কোমল হইলেও মসৃণ নয়, স্থানে স্থানে গুটানো ও চারিদিক সরু সরু খাঁজ-কাটা। অভ্যাস করিলে, স্ত্রীলোকগণ যোনিনালীর প্রাচীরগাত্র কিছুক্ষণের জন্য ঈষৎ সঙ্কুচিত করিতেও পারে। বহুদিন সঙ্গম ও বহুসন্তান ধারণের ফলে যোনিনালীর পেশীতন্তুসমূহ কতকটা স্থিতিস্থাপকতা-গুণ হারাইয়া ফেলে। কামোত্তেজনার সময় প্রত্যেক রমণীরই এই পথটি সাময়িকভাবে অধিক রসাক্ত ও কিঞ্চিৎ প্রশস্ত হইয়া পড়ে। যোনিনালির অভ্যন্তর-ভাগে কোনো রসস্রাবী গ্রন্থি নাই।

জরায়ু বা গর্ভাশয়

জরায়ু বা গর্ভাশয়ের মধ্যেই ভ্রূণদেহের উৎপত্তি ও বিকাশ। গর্ভাধানহীন জরায়ুর আকার ঈষৎ-চ্যাপ্টা বড় কাশীর পেয়ারার মতো। দৈর্ঘ্য সাড়ে-তিন ইঞ্চি ও প্রস্থ আড়াই ইঞ্চির বেশি নয়। গর্ভের শেষ অবস্থায় উহা ১০।১১ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হইতে পারে। ইহার প্রশস্ত প্রান্তটি ঊর্ধ্বদিকে হেলিয়া আছে এবং সরু দিক্‌টি যোনিনালীর শেষ ভাগে

ঝুলিয়া আছে। জরায়ুর ভিতর-প্রাচীর সাধারণত খুব পুরু তিন পর্দা পেশী ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীদ্বারা আবৃত। উহার মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকার খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে।

জরায়ুর ঊর্ধ্বে ও পশ্চাদ্‌ভাগে মলকোষ্ঠ (Rectum) ও সম্মুখভাগে মূত্রনালী। আশে পাশে কয়েকটি চ্যাপ্টা ও গোল স্থিতিস্থাপক পেশী-নির্মিত স্নায়ুরজ্জু দ্বারা যন্ত্রটি যথাস্থানে নিবদ্ধ আছে বটে; তথাপি যোনিনালী-পথে কোনো বস্তুর দ্বারা ধাক্কা খাইয়া, ইহা সাময়িকভাবে উভয়পার্শ্বে ইঞ্চিখানেক ও ঊর্ধ্বদিকে বড় জোর ইঞ্চি দেড়েক অনায়াসে সরিয়া যাইতে পারে। ইহার চেয়ে বেশি হঠিবার দরকার হইলে, মূত্রস্থালীতে, অন্ত্রে ও মলকোষ্ঠে আঘাত লাগে, তজ্জন্য জরায়ু-মুখ ও সমগ্র তলপেট্ বেদনাযুক্ত হইতে পারে।

গর্ভদেহ, গর্ভগ্রীবা ও গর্ভমুখ

জরায়ুর বিস্তৃত ঊর্ধ্বাংশকে **গর্ভদেহ** ও নিম্নের অপ্রশস্ত অংশকে **গর্ভগ্রীবা** (Cervix) বলা হয়। গর্ভগ্রীবার মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ ছিদ্র বরাবর গর্ভদেহের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ছিদ্রটি এত সরু যে, স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার মধ্যে একটি ছুঁচ প্রবেশ করানো দুঃসাধ্য; অথচ প্রসবকালে উহা প্রায় চারি ইঞ্চি পরিমাণ বিস্ফারিত হইয়া, বহু আয়াসে সন্তানদেহকে বাহির করিয়া দেয়। এক জোড়া অসম পুরু ওষ্ঠ বাহিরের দিকে বাড়াইয়া কতকটা গোলভাবে গুটাইয়া রাখিলে যেরূপ দেখায়, গর্ভগ্রীবার বহিঃপ্রান্তটিও সেইরূপ। ইহার মধ্যস্থলে ছিদ্রপথের দ্বারটি **গর্ভমুখ** (Os uteri) নামে অভিহিত।

নৃপেন বসুর বইগুলি

অল্পশিক্ষিত, অগভীর চিন্তাশীল ও অরসিকদের জন্যে লেখা নয়। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত, বিবাহিত, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, চিকিৎসক বা আইনজ্ঞ, তাঁরাই যৌন বিশ্বকোষ কিন্‌তে পারেন ও পড়ে বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

নরনারীর যৌন-বোধ

যৌন-জীবনের মহাভারত। বার বার পড়লেও পুরনো হয় না। ৪৷৷০ টাকা।

প্রেম ও কাম-বিজ্ঞান

উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-সম্বলিত, নাটক-উপন্যাসের চেয়ে মনোমদ। ৩৲ টাকা।

বিয়ের আগে ও পরে

কুমারকুমারীদের অবশ্য পাঠ্য। নতুন তথ্যে ঠাসা। সচিত্র, ৩৲ টাকা।

ওগো বর, ওগো বধূ

বিয়ের উপহার দেবার ও সদ্যোবিবাহিতের কিনে পড়্‌বার। দুই রঙে ছাপা, সচিত্র। ৩৷৷০।

জন্ম-শাসন

সন্তান-নিরোধ করবার বিশ্ব-বিখ্যাত বই। বহু ভাষায় অনুবাদিত। দরিদ্র ও দুর্বলের রক্ষাকবচ। ৫৲ টাকা।

ফ্রএডের ভালবাসা

ফ্রএডের libido সম্বন্ধে এত তথ্যবহুল সরল সুখপাঠ্য বই এই প্রথম বেরুল। ৩৷৷০ টাকা।

মহারণে দুরন্ত মদন

সর্বদেশে সর্বকালের যুদ্ধকালীন দুর্নীতির জীবন্ত আলেখ্য। ৩৲ টাকা।

নারী বিপথে যায় কেন

এর শত উত্তর ও শত দৃষ্টান্ত এই বিরাট গ্রন্থে গ্রথিত। ৫৲ টাকা।

দুর্নীতির ইতিহাস

সর্বদেশের ও সর্বকালের প্রসিদ্ধ গণিকা ও লম্পটদের অপরূপ জীবন কাহিনী। ৩৲ টাকা।

যৌবনের যাদুপুরী

আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠ্য। ১৷৷০ টাকা।

একান্ত গোপনীয়

সবই খুলে বলা হয়েছে। ১৷৷০ টাকা।

CUPID JOINS THE WAR

সারা পৃথিবীতে সমাদৃত। ৪৲ টাকা।

HISTORY OF PROSTITUTION IN INDIA

দেশবিদেশে সাগ্রহে পঠিত। ৬৲ টাকা।

নৃপেন বসুর বইগুলি

আজ বেরোয়, কাল ফুরোয়। সব বই সব সময় কিন্‌তে পাওয়া যায় না। নিকটস্থ বড় দোকানে খোঁজ কর্‌বেন, না পেলে আমাদের লিখবেন।

পাপিয়া পাব্‌লিশার্স
৪৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা